নমঃ ত্রিরত্নায়

বৌদ্ধধর্ম্মাঙ্কুর-সভার কার্য্য-বিবরণী

ত্রয়োবিংশ বার্ষিক অধিবেশন

২৪৫৮।৫৯ বুদ্ধাব্দ, ১৩২১।২২ সাল,

১৯১৪।১৫ খৃষ্টাব্দ।

স্থান—বৌদ্ধধর্ম্মাঙ্কুর বিহার, ৫নং ললিত মোহন দাসের লেন,
কপালিটোলা, কলিকাতা।

সভাপতি—আচার্য্য শ্রীমৎ কৃপাশরণ মহাস্থবির

সহকারী সভাপতি—

জ্ঞানরত্ন কবিধ্বজ শ্রীমৎ গুণালঙ্কার মহাস্থবির
এম্. আর্. এ.এস্.

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত বেণীমাধব বড়ুয়া এম্.এ. [লণ্ডন]

সহযোগী সম্পাদক—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

মুখবন্ধ

ভগবান্ অর্হৎ সম্যক্‌সম্বুদ্ধকে নমস্কার।

ভগবান তথাগত সম্যক্‌সম্বুদ্ধকে যথাবিধি-বন্দনা করিয়া পূজ্যপাদ সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে এই ভূমিকা লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

স্থায়ী সুযোগ্য সহযোগী সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় পীড়িত না হইলে অসময়ে এ গুরুভার ন্যস্ত হইত কিনা সন্দেহ। যাহা হউক, যথাসাধ্য এ কর্ত্তব্য সম্পাদনে অগ্রসর হইলাম। আমাদের বেণীবাবু প্রমুখ পূর্ব্ববর্ত্তী কৃতবিদ্য সম্পাদক মহাশয়েরাও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী সম্পাদকগণের প্রযুক্ত-হৃদয়ের গভীর স্নেহ ও প্রীতি প্রদর্শন সূচক সুদীর্ঘ বিশেষণ—'আমাদের পরম যত্নের ধন' এই বাক্যটী তাঁহাদের লিখিত ভূমিকায় পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়া ধর্ম্মাঙ্কুর সভার প্রতি স্নেহ ও প্রীতির সঙ্গে অন্তরের গভীর ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। আমিও তাঁহাদের বাক্যের প্রতিধ্বনি করিতেছি। এই সভা—ইহার সুযোগ্য সভাপতি কর্ম্মবীর মহাত্মা শ্রীমৎ কৃপাশরণ মহাস্থবিরের প্রাণপাত পরিশ্রমে সুধীপ্রবর শ্রীমৎগুণালঙ্কারের জ্ঞানালোচনায় এবং সভার স্থায়ী সদস্যগণের উদার বদান্যতাপ্রভাবে বিশাল সমাজশরীরের অনেক সৌষ্ঠবসাধন করিয়াছে। ধর্ম্মাঙ্কুর সভা আমাদের বঙ্গীয় বৌদ্ধসমাজের মেরুদণ্ড স্বরূপ। ইহা দ্বারা সমাজের যে সমস্ত লোকহিতকর কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা উল্লেখ করিলে 'ধর্ম্মাঙ্কুরের' অথবা তৎসংশ্লিষ্ট মহাত্মগণের গৌরব বর্দ্ধিত হইবে; তাঁহারা তাঁহাদের সম্মিলিত এতাদৃশ সাধুকার্য্যে আত্মপ্রসাদলাভে বিমল আনন্দ উপভোগ করিবেন, তদ্‌সঙ্গে আমরাও গৌরবান্বিত হইব। ধর্ম্মাঙ্কুরের দ্বারা যে সমস্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান সূচিত হইয়াছে, নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রদত্ত হইল :—

(১) ধর্ম্ম ও সমাজের উন্নতিকল্পে সাময়িক পত্রাদির প্রকাশ, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ ও লাইব্রেরী স্থাপন।

(২) দেশ বিদেশে সভা সমিতির অনুষ্ঠান।

(৩) তীর্থ যাত্রীদিগের জন্য প্রসিদ্ধ বৌদ্ধতীর্থ সমূহে পান্থশালার ব্যবস্থা।

(৪) বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও তৎসাহায্যকল্পে দান।

(৫) বিদ্যার্থী ভিক্ষু ও গৃহীদিগকে অধ্যয়নের জন্য সিংহল ও ব্রহ্মদেশে প্রেরণ।

অনুষ্ঠিত কার্য্য ঃ—

(১) জগজ্জ্যোতিঃ পত্রের—সুচিন্তিত সুসম্পন্ন প্রবন্ধসম্পদে অষ্টমবর্ষে পদার্পণ।

(২) সিদ্ধার্থ চরিত,ভিকুনপারিকা,গৃহীবিনয় ও মহাসতিপট্ঠান প্রকাশ।

(৩) ভূতপূর্ব্ব সহকারী সম্পাদক ৺ কালীকুমার মহাস্থবির মহোদয় কর্ত্তৃক সিকিমে আদি বৌদ্ধমত প্রচার।

(৪) মহিলা সভার প্রতিষ্ঠা।

(৫) কলিকাতায়—কৃপাশরণ ফ্রিইনষ্টিটিউসন্ বা অবৈতনিক বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠা—

(৬) ধর্ম্মাঙ্কুরের দ্বিতল নির্ম্মাণ।

(৭) সদাশয় গবর্ণমেণ্টের বৃত্তি লাভ করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতবিদ্য স্নেহাস্পদ শ্রীমান বেণীমাধবের বিলাত যাত্রা।

(৮) চট্টগ্রামের বৌদ্ধমন্দির সংলগ্ন পান্থশালা নির্ম্মাণ ও ঠেগরপুণিতে ধর্ম্মশালা স্থাপন।

(৯) প্রসিদ্ধ বৌদ্ধতীর্থ জেতবনে পান্থশালা নির্ম্মানের জন্য ভূমি সংগ্রহ।

(১০) লক্ষ্ণৌ, বিহার, লাইব্রেরী ও ধর্ম্মশালা স্থাপন।

(১১) লক্ষ্ণৌ, দার্জ্জিলিঙ্গ, আসাম ও সিমলা প্রভৃতি স্থানে সমিতির প্রতিষ্ঠা। ইত্যাদি ইত্যাদি—

এই সভা সর্ব্ববিষয়ে কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়া রাজা প্রজার মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন পূর্ব্বক কৃতবিদ্য বঙ্গীয় বৌদ্ধযুবকগণকে রাজসরকারে যথাযোগ্য কর্ম্মপ্রাপ্তি বিষয়ে বিশেষ আনুকূল্য এবং সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছে। আমাদের সেই কৃতবিদ্যগণও একদিন ধর্ম্মাঙ্কুরের স্নিগ্ধ ছায়াতলে উপবেশন করিয়া ধর্ম্মাঙ্কুরের শুভানুধ্যান করিয়াছিলেন।

জাতিবর্ণসম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে সকল শ্রেণীর লোক এই ধর্ম্মাঙ্কুরের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন, করিতেছেন ও করিবেন।

এই ধর্ম্মাঙ্কুর সভার বদান্য সদস্যবর্গের নিয়মিত দান বঙ্গীয় বৌদ্ধের মানসপটে চিরদিন অঙ্কিত থাকিবে। সংগৃহীত দানের আয়ব্যয়ের হিসাব প্রতিবৎসর কার্য্য-বিবরণীতে সভ্যগণ ও সাধারণের গোচরীভূত করা হয় এবং এ সভা কর্ত্তৃক কোন বিশেষ কার্য্য বা উৎসবাদি অনুষ্ঠিত হইলে, যথা সময়ে সাময়িক পত্রে সবিশেষ বিজ্ঞাপিত করা হয়।

যাঁহার অদম্য উৎসাহে ও অক্লান্ত পরিশ্রমে ধর্ম্মাঙ্কুর এতদূর উন্নতির পথে অগ্রবর্ত্তী হইয়া, অজ্ঞাত বৌদ্ধসমাজ এবং আধুনিক ভারতের নিকট অপরিজ্ঞাত ও বিলুপ্তপ্রায় বৌদ্ধধর্ম্মকে বঙ্গের তথা ভারতের এবং জগতের সমক্ষে ধারণ করিল সেই নিস্বার্থ জিতেন্দ্রিয় কর্ম্মবীরের সুখ্যাতি ও সুযশঃ গান করিতে কণ্ঠ স্বতঃই সরস হইয়া আসে। এরূপ যোগ্য ব্যক্তির প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শনে যিনি মাৎসর্য্যবশে কুণ্ঠিত হন, তাদৃশ বিচারবিগুণ ও মাৎসর্য্যমলিন ব্যক্তি সতত্তই সৎপথভ্রষ্ট হইয়া থাকেন।

দেখিতে পাই—জগতের অধিকাংশ লোক আত্মার্থ সাধনে রত এবং সংসার পাতিয়া শুধু আত্মসুখে জীবনযাপন করে। কিন্তু যাঁহারা সংসার ত্যাগ করিয়াও পৃথিবীকে আপনার করিয়া পরার্থসাধন করেন—তাদৃশ সাধুলোকের গুণস্মরণ কি উচিৎ নহে? যাঁহাদের চিত্তে কুশলের মূলভূত—অলোভ, অদ্বেষ ও অমোহ সতত সংযুক্ত, যাঁহারা দানশীল—ক্ষমা বীর্য্য ইত্যাদি বিষয়ে সুসম্পন্ন, তাঁহারাই সত্ত্বশালী মহাপুরুষ।—কিন্তু সমাজে এমন লোকও দেখিতে পাই যে অর্থ সাহায্য দূরে থাকুক—এই সাধুকার্য্যে দুইটি সাধুবাদ দিয়া সুজনের সৎকার্য্যে উৎসাহ প্রদান করা—ক্ষুদ্র হৃদয়ে ইহাও সহ্য হয় না! ইহা কি কম অধঃপতনের চিহ্ন!

স্বর্গীয় মহাস্থবির কালীকুমারের মৃত্যুতে বৌদ্ধসমাজ যে রত্ন হারাইয়াছে ও তাঁহার অভাবে যে সমাজের ক্ষতি হইয়াছে—সে ক্ষতি পূরণ হইবে কিনা সন্দেহ।

উপসংহারে—আমরা ভগবান সম্যক সম্বুদ্ধ সমীপে কায়মনোবাক্যে শ্রীমৎ

কৃপাশরণ মহাস্থবির ও শ্রীমৎ গুণালঙ্কার মহাস্থবির মহোদয়দ্বয়ের সুদীর্ঘ কর্ম্মজীবন প্রার্থনা করি—তাঁহারা উত্তরোত্তর যেন এই বঙ্গীয় বৌদ্ধসমাজের হিত সাধনে সমর্থ হন। এতদ্সঙ্গে সভার পৃষ্ঠপোষক, মেম্বর, উৎসাহদাতা ও হিতকামী সজ্জনগণকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীগজেন্দ্র লাল চৌধুরী।

বৌদ্ধধর্ম্মাঙ্কুর সভা
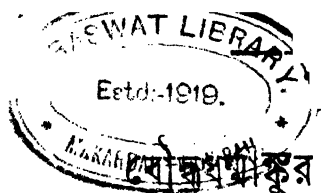
(ত্রয়োবিংশ বার্ষিক অধিবেশন)

বিগত ১৭ই আশ্বিন ৪ঠা অক্টোবর প্রবারণা উৎসবের পরদিবস হইতে বৌদ্ধধর্ম্মাঙ্কুর সভার ত্রয়োবিংশ বার্ষিক অধিবেশন আরম্ভ হয়। গত বৎসরের ন্যায় এবৎসরও উক্ত সভার ৬টী অধিবেশন হয়। সর্ব্ব-সাম্প্রদায়িক সম্মিলনে—মহাত্মা অনাগারিক ধর্ম্মপাল মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। অপর চারি অধিবেশনে ধর্ম্মাঙ্কুরের স্থায়ী সভাপতি আচার্য্য শ্রীমৎ কৃপাশরণ মহাস্থবির মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহিলাসম্মিলনীর অধিবেশনে মহিলাগণের পরিচালনে সম্মিলনীর কার্য্য সম্পাদিত হয়।

অতি সমারোহের সহিত বৌদ্ধধর্ম্মাঙ্কুর সভার ত্রয়োবিংশ বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে, এই উৎসব-উপলক্ষে সভায় যে কয়টী অধি-বেশন হইয়াছিল, তাহার ধারাবাহিক সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

প্রথম অধিবেশনে,—সুপরিচিত সঙ্গীতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র-লাল চৌধুরী মহাশয়ের পরিচালনে মলঙ্গালেনস্থ বৌদ্ধ-সঙ্গীত-সমিতি কর্ত্তৃক ত্রিরত্নের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া একটী সুমধুর সূচনা গীত কনসার্ট সহকারে গীত হয়। তদনন্তর শ্রীযুক্ত বাবু যুবরাজ বড়ুয়ার প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত

বাবু অনন্তকুমার বড়ুয়ার সমর্থনে আচার্য্য শ্রীমৎ কৃপাশরণ মহাস্থবির মহোদয় সভাপতি মনোনীত হইলে পর, তিনি এবং তাঁহার সুযোগ্য সহকারী জ্ঞানরত্ন কবিধ্বজ গুণালঙ্কার ও ছয়জন ব্রহ্মদেশীয় ভিক্ষু মিলিয়া সমস্বরে পালিস্তোত্র আবৃত্তি করতঃ উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীর জয়মঙ্গল কামনা করেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত বাবু রেফমগধ 'সংসারের অনিত্যতা' বিষয়ে একটী গান করিলে পর ধর্ম্মাঙ্কুর সভার সহযোগী সম্পাদক সভার উদ্দেশ্য, উৎপত্তি, নিয়মাবলী, কার্য্যকাল এবং কার্য্যাবলী সংক্ষেপে সভ্যগণকে বিজ্ঞাপিত করেন। অতঃপর এই সভার দুইজন সভ্যের যথারীতি প্রস্তাবে ও সমর্থনে বেলখাইন নিবাসী শ্রীযুক্তবাবু তারিণীচরণ তালুকদার সভার একজন সভ্য মনোনীত হইলে পর নিম্নলিখিত প্রবন্ধনিচয় পঠিত হয় ;—

শ্রীযুক্ত বাবু অনন্তকুমার বড়ুয়া "জাতিবিচার", ডাক্তার শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র বড়ুয়া "জাতীয়-উন্নতি", ডাক্তার শ্রীযুক্ত রাজকুমার বড়ুয়া "ধর্ম্মাঙ্কুরের কৃতকার্য্যতা", শ্রীযুক্তবাবু তরণীসেন বড়ুয়া "অনিত্যতা"; শ্রীমান সতীশচন্দ্র "বুদ্ধস্তোত্র" কবিতা এবং গান।

সকল প্রবন্ধগুলিই সময়োচিত, ভাবপূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল এবং দশমবর্ষীয় বালক শ্রীমান সতীশচন্দ্রের গান শ্রোতৃবর্গকে এতদূর মুগ্ধ করিয়াছিল যে, স্বয়ং সভাপতি মহোদয় তাহার ভূয়সী প্রশংসা ও তাহাকে আশীর্ব্বাদ করেন।

অনন্তর ধর্ম্মাঙ্কুর বিহারে এক অভিনব কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহা স্বামী মুকুন্দপ্রকাশ নামক জনৈক হিন্দুসন্ন্যাসীর বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষা ও বৌদ্ধসন্ন্যাসীরূপে প্রব্রজ্যা গ্রহণ। সভাপতি মহোদয় এই হিন্দুসন্ন্যাসীকে উপস্থিত সভ্যমণ্ডলীর নিকট পরিচিত করিয়া দিয়া তাঁহাকে বিস্তারিত ভাবে আত্মপরিচয় দিবার জন্য আহ্বান করেন। সভাপতি মহোদয় বলেন, যদিও তিনি এই হিন্দুসন্ন্যাসীর জীবনের ঘটনাবলী বিশেষভাবে অবগত আছেন, তথাপি প্রকাশ্য সভায় তাঁহাকে সেই সমস্ত বিবৃত করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন, যদ্দ্বারা লোকে বুঝিতে পারে কিজন্য

তিনি হিন্দুসন্ন্যাস পরিত্যাগ করতঃ বৌদ্ধসন্ন্যাস গ্রহণে ইচ্ছুক, কিজন্য তিনি তাঁহার ২২ বৎসরের সাধনার পথ পরিবর্ত্তন করিতে উদ্যত, কিজন্য হিন্দুসন্ন্যাসীভাবে তাঁহার যে প্রতিষ্ঠা, যশঃ ও সমধিক প্রতিপত্তি ছিল তৎসমুদয় বিসর্জ্জন দিয়া বৌদ্ধভিক্ষুর পথ অবলম্বন করিতে উৎসুক।

অনন্তর এই হিন্দুসন্ন্যাসী বিশুদ্ধ হিন্দীভাষায় যে ভাবে তাঁহার জীবনের ঘটনাবলী—তাঁহার বাল্যজীবন, বাল্যাবস্থা হইতে তাঁহার ধর্ম্মানুরাগ, তাঁহার শিক্ষা, দীক্ষা, সত্যানুরাগ, তত্ত্বান্বেষণের প্রবল আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টা—এবং ভারতীয় শাস্ত্রমত সমূহের অনৈক্যতা, দার্শনিক মত সমূহের অসম্পূর্ণতা, প্রচলিত ধর্ম্মমত সমূহের সঙ্কীর্ণতা সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম হইবার পক্ষে তাহাদের অনুপযোগিতা ও বৌদ্ধধর্ম্মের সার্ব্বজনীন উপযোগিতা প্রভৃতি বিষয় বিবৃত করেন, তাহা শ্রবণ করিয়া সকলেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন যে, এই সন্ন্যাসী যথার্থ মুক্তিকামী ত বটেনই, অধিকন্তু বোধ হয়, আপন মুক্তিঅন্বেষণ অপেক্ষা ভারতীয় জনসাধারণের হিতসাধনই তাঁহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য, এবং একমাত্র বৌদ্ধধর্ম্মের আশ্রয়েই তিনি তাঁহার সেই সদুদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিতে পারিবেন বলিয়া বৌদ্ধভিক্ষুর ব্রত গ্রহণে সমুৎসুক।

তাঁহার সেই সুদীর্ঘ বক্তৃতা উদ্ধৃত না করিয়া আমরা তাহার সারাংশ মাত্র উপরে বিবৃত করিলাম।

তদনন্তর যথারীতি ভিক্ষুসংঘের উপস্থিতিতে এই হিন্দুসন্ন্যাসীর প্রব্রজ্যাগ্রহণ সম্পন্ন হইলে ভিক্ষুসংঘ তাঁহাকে "বোধানন্দ" নাম প্রদান করেন। স্বামী মুকুন্দপ্রকাশের প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা গ্রহণের তাবৎ ব্যয় করলনিবাসী ডাক্তার শ্রীযুক্ত যুবরাজ বড়ুয়া ও কর্ত্তালা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু লক্ষ্মীচরণ তালুকদার মহাশয়গণ বহন করা হেতু এই দুই দানশীল মহাত্মা তাঁহার পিতৃস্থানীয় হইলেন এবং ভিক্ষাই বৌদ্ধভিক্ষুর জীবনযাত্রার অবলম্বন হইলেও তাঁহাদিগকে এই নূতন ভিক্ষুর অভাব অভিযোগের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে উপদেশ দেন। দীক্ষা সমাপ্ত হইবার

পর ব্রহ্মদেশীয় ভিক্ষু উ, নন্দ উপস্থিত সকলকে পঞ্চশীল প্রদান করেন। তৎপরে সকল ভিক্ষু সমস্বরে জয়মঙ্গল গাথা উচ্চারণ করিয়া সভ্যমণ্ডলীকে আশীর্ব্বাদ করিলে পর রাত্রি ২টা ১২ মিনিটের সময় সভার কার্য্য স্থগিত রাখা হয়।

দ্বিতীয় অধিবেশনে,—রাত্রি ১১ ঘটিকার সময় কলিকাতা বৌদ্ধ সম্মিলনী কর্ত্তৃক সুমধুর সংকীর্ত্তনের পর বৌদ্ধবন্ধু-আদি-উৎসাহিনী সঙ্গীত-সমিতি সূচনা গান দ্বারা সভ্যবৃন্দের মনোরঞ্জন করেন। সভাপতি মহোদয় কোমলমতি বালকগণের ঐকান্তিক ভক্তি ও সরলতায় মুগ্ধ হইয়া জগজ্জ্যোতিঃ-সম্পাদক মহাশয়ের অনুরোধক্রমে তাহাদিগের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ চারি টাকা পুরস্কার স্বরূপ সঙ্গীতাধ্যাপক শ্রীযুক্তবাবু উপেন্দ্রলাল চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত বাবু পুষ্করচন্দ্র বড়ুয়া মহাশয়দ্বয়ের হস্তে প্রদান করেন।

অনন্তর শ্রীমান চুণীলাল বড়ুয়া "গুরুভক্তি", শ্রীমান নিবারণ চন্দ্র বড়ুয়া "To-day and To-morrow" শ্রীমান সুবাসচন্দ্র বড়ুয়া ও শ্রীমান ভুবনমোহন বড়ুয়া "বর্ষা-আবাহন" শীর্ষক কবিতা আবৃত্তি করিবার পর শ্রীমান ললিতকুমার বড়ুয়া নীতিবিষয়ক একটী ইংরাজী প্রবন্ধ পাঠ করেন।

শ্রীমান রাজেশ্বর বড়ুয়া ও শ্রীমান প্রণয়লাল বড়ুয়া সমস্বরে সভাপতি মহোদয়দ্বয়ের গুণগান করতঃ অসংখ্য করতালির মধ্যে তাঁহাদিগকে পুষ্পমালা প্রদান করেন। শ্রীমান সুরেশচন্দ্র বড়ুয়া "নীতি-কবিতা" পাঠ ও শ্রীযুক্তবাবু অনন্তকুমার বড়ুয়া এবং ডাক্তার শ্রীযুক্ত রাজকিশোর বড়ুয়া নীতিশিক্ষা ও বৌদ্ধসমাজের উন্নতি ও অবনতির বিষয় বিশদভাবে পর্য্যালোচনা করেন। জাপানবাসী ভিক্ষু ডাক্তার আর, কিমুরা মহোদয় বর্ত্তমান অবস্থায় বাঙ্গালী বৌদ্ধগণের ইতিকর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে এক নাতিদীর্ঘ হৃদয় বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন, এই জগৎ কার্য্যের সমষ্টি, কল্পনা-

সাগরে না ভাসিয়া বাস্তবরাজ্যে যে কোন কার্য্য মনোযোগ ও ঐকান্তি-কতার সহিত সম্পাদন করিলে ইহপরলোকে মঙ্গল সাধিত হয়। তৎপর গুণালঙ্কার মহাস্থবির মহোদয় বলেন ;—বোধানন্দের উপসম্পদা গ্রহণ বংশ শতাব্দির অভাবনীয়—ঘটনা ; শ্রীযুক্তলক্ষ্মীবাবু ও ডাক্তার শ্রীযুক্ত যুবরাজ বড়ুয়া তাঁহার উপসম্পদা গ্রহণের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিয়া সকলের অশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, বৌদ্ধউপাসক ও উপাসিকাগণ বৌদ্ধভিক্ষুর পিতামাতা স্বরূপ ; তাঁহারা যদি ভিক্ষুগণকে পুত্রসম জ্ঞান করিয়া প্রত্যহ তাঁহাদের সুবিধা অসুবিধার খোঁজ না করেন, তবে ভিক্ষুসমাজ কখনও উন্নতি লাভ করিতে পারেন না। তিনি এই প্রসঙ্গে কালীকুমার স্থবিরের সিকিমে অবস্থানকালে তাঁহার প্রতি সিকিমরাজের অকৃত্রিম ভক্তি ও অপরিমিত অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করেন। শ্রীযুক্ত বাবু শান্তশীল বড়ুয়া ভিক্ষুদিগের বর্ত্তমান অবস্থা ও বৌদ্ধধর্ম্মাঙ্কুর সভার ক্রমোন্নতির সহিত তাঁহাদের জাতীয় উন্নতির সম্বন্ধ বিষয়ক একটী অত্যাবশ্যকীয় প্রস্তাব উত্থাপিত করেন এবং যেন দুষ্ট ও পাপী ভিক্ষুগণ সংঘসমাজে স্থানলাভ করিতে না পারে তদ্বিষয়ে ধর্ম্মাঙ্কুর সভাকে বিশেষরূপে যত্নবান হইতে অনুরোধ করেন। শ্রীমান নগেন্দ্রচন্দ্র তালুক-দার "বৌদ্ধধর্ম্মনীতি" সম্বন্ধে এক সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিবার পর সভাপতি মহোদয় শ্রীযুক্ত শান্তশীল বাবুর অনুরোধের উত্তরে বলেন যে, তিনি দুই একবার বৌদ্ধধর্ম্মাঙ্কুর সভার বিশেষ অধিবেশনে ভিক্ষু-গণের দোষগুণ আলোচনা করতঃ তাঁহাদিগের সংশোধনের চেষ্টা করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু সাধারণের সহানুভূতি না পাওয়ায়, বিশেষতঃ শিক্ষিত যুবকগণ এই বিষয়ে ঔদাস্য প্রকাশ করায় তিনি সেই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই। অনন্তর এই বিষয় পরবর্ত্তী সভায় মীমাংসিত হইবে বলিয়া স্থগিত রাখা হয়। তৎপর শ্রীযুক্ত রেবতমগধ দেহতত্ত্ব সম্বন্ধে একটী গান করিয়া সভ্যগণকে মোহিত করেন।

সভ্যবৃন্দের পঞ্চশীল গ্রহণান্তে বিদায় সঙ্গীতের পর রাত্রি তিন ঘটিকার সময় সভার কার্য্য স্থগিত রাখা হয়।

তৃতীয় অধীবেশনে,—কলিকাতা বৌদ্ধ-সঙ্গীত সমিতি কর্ত্তৃক সূচনা গানের পর রাত্রি ১১টার সময় সভার কার্য্য আরম্ভ করা হয়। শ্রীমান রাজেন্দ্র লাল বড়ুয়া, শ্রীমান প্রণয়লাল বড়ুয়া, শ্রীমান সুরেশ চন্দ্র বড়ুয়া নীতি-মূলক অতি সুন্দর কবিতা আবৃত্তি করেন। শ্রীমান সুবাসচন্দ্র বড়ুয়া "জাতক", শ্রীমান রাজেন্দ্রলাল বড়ুয়া "ধর্ম্ম", শ্রীমান সুবর্ণকুমার বড়ুয়া "বৌদ্ধসমাজ", শ্রীমান চুণীলাল বড়ুয়া "মিত্রতা", শ্রীমান বিপিনচন্দ্র বড়ুয়া "নীতিশিক্ষা", শ্রীমান অপর্ণাচরণ বড়ুয়া "অহঙ্কার" বিষয়ক সুন্দর রচনা পাঠ করেন। শ্রীযুক্তবাবু অশ্বিনীকুমার বড়ুয়া কলিকাতাস্থ বৌদ্ধ-বালকদিগের কি উপায়ে শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করা যাইতে পারে তৎসম্বন্ধে এক সুদীর্ঘ মন্তব্য প্রকাশ করেন। ইচ্ছা থাকিলেই যে উপায় হয়, (Where there is a will there is a way) তিনি ইহা দৃষ্টান্তের ভিতর দিয়া বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন। শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র বড়ুয়া মহাশয় উপদেশপূর্ণ কতকগুলি বৌদ্ধনীতি সভ্যবৃন্দের নিকট বিবৃত করেন। শ্রীযুক্ত বাবু অন্নদাচরণ বড়ুয়া "বর্ত্তমান বৌদ্ধসমাজ ও কর্ম্মফল" সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলেন। তৎপর চট্টগ্রাম বৌদ্ধসমিতির সহকারী সভাপতি ডুম্বিংমুষ্টার শ্রীযুক্ত হরকিশোর চৌধুরী মহাশয় কলিকাতাস্থ বৌদ্ধদিগের বর্ত্তমান অবস্থায় কল্পনাতীত উন্নতি দর্শন করিয়া অশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, কলিকাতা বৌদ্ধধর্ম্মাঙ্কুর সভা ও চট্টগ্রাম-বৌদ্ধ-সমিতি তাঁহাদের প্রধান সম্বল। তিনি কলিকাতা বৌদ্ধহোষ্টেলের বর্ত্তমান অবস্থা ও ঘটনাবলীর বিষয় জানিতে পারিয়া অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, চট্টগ্রামবাসী সমস্ত বৌদ্ধ এই ঘটনার বিষয় শুনিয়া মর্ম্মাহত হইয়াছেন। ইহাতে সমাজের ঘোরতর অনিষ্ট হইবে আশঙ্কা করিয়া সভাপতি মহোদয়কে এই বিষয় মীমাংসা করিয়া দিবার জন্য তনি অনুরোধ করেন। অনন্তর তিনি রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর

কার্য্য-বিবরণী

চট্টগ্রামে একটী বৌদ্ধবিহার নির্ম্মাণের জন্য যে জমি দান করিয়াছেন তদ্বিষয় উল্লেখ পূর্ব্বক তাঁহার সদ্ধর্ম্মপ্রাণতা ও উদারতার জন্য তাঁহাকে অশেষ ধন্যবাদ প্রদান করিলে পর, শান্তশীলবাবু পূর্ব্বদিনের প্রশ্নের মীমাংসার জন্য দণ্ডায়মান হন। তিনি বলেন, "এই বৌদ্ধধর্ম্মাঙ্কুর সভার দীপ্ত আলোক সমস্ত ভারতবর্ষ ছড়াইয়া পড়িয়াছে ; ইহা অকাট্য সত্য ; কিন্তু আমাদের ভয় হয়, পাছে কাল মেঘ উঠিয়া ইহার উজ্জ্বল আলোক নিষ্প্রভ করিয়া দেয়। আমরা স্বচক্ষে দেখিতে পাইতেছি, * * * * সুধী ভিক্ষুমণ্ডলীর ও বৌদ্ধ গৃহস্থগণের প্রতি আমার নিবেদন এই যে দুঃশীল ভিক্ষু যেন বৌদ্ধসমাজে স্থান লাভ করিতে না পারে ; তদ্বিষয়ে তাঁহাদের বিশেষ চেষ্টা করা উচিত ও ধর্ম্মাঙ্কুর সভার সভাপতিদ্বয়ের নিকট আমার বিনীত প্রার্থনা তাঁহারা যেন এই বিষয় বিশেষভাবে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন—নচেৎ এই বৌদ্ধসমাজ চিরদিন পতিত অবস্থাতেই থাকিবে।" তৎপর তিনি কলিকাতা বৌদ্ধহোষ্টেলের বর্ত্তমান ঘটনা সভ্যবৃন্দের গোচরীভূত করিবার জন্য শ্রীযুক্ত অপূর্ব্ব বাবুকে অনুরোধ করেন। অপূর্ব্ব বাবু হোষ্টেলের স্থাপন অবধি বোডার্সদের প্রতি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সমণ পূর্ণানন্দের ব্যবহার আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিলে পর সভাপতি মহোদয় বলেন, ছেলেরা পূর্ণানন্দ সম্বন্ধে অনেক নালিশ উপস্থিত করিয়াছিল এবং আমরা তাহাদিগকে সুবন্দোবস্তের আশাও দিয়াছিলাম ; এই বলিয়া তিনি তাঁহার সহকারী গুণালঙ্কার মহাস্থবির মহোদয়কে এই সম্বন্ধে তাঁহার মনোভাব ব্যক্ত করিতে বলেন। গুণালঙ্কার মহাস্থবির মহোদয় তদুত্তরে বলেন ;—সমণ পূর্ণানন্দ ও হোষ্টেলের ছাত্রবৃন্দের বিবাদঘটিত ব্যাপার বর্ত্তমান সময়ে ইউনিভারসিটি কর্ত্তৃপক্ষের বিচারাধীন থাকা হেতু এই সভার পক্ষে তৎসম্বন্ধে কোন মন্তব্য প্রকাশ করা উচিত নহে।

সভ্যবৃন্দ পঞ্চশীল গ্রহণান্তে বিদায় সঙ্গীতের পর রাত্রি তিন ঘটিকার সময় সভার কার্য্য স্থগিত রাখা হয়।

চতুর্থ অধিবেশনে,—৮ই অক্টোবর ২২শে আশ্বিন বৃহস্পতিবার অপরাহ্ন ৬ ঘটিকার সময় ধর্ম্মাঙ্কুর সভাগৃহে এক বিরাট সভার অধিবেশন হয়। পূজার বন্ধে আমাদের অনেক সম্ভ্রান্ত ভারতীয় ও ইংরাজ হিতৈষী মহোদয়গণ স্থানান্তরে অবস্থান করা হেতু এই সভার কার্য্যে যোগদান করিতে পারেন নাই, এবং স্কুল কলেজ সমূহও বন্ধ ছিল; তথাপি সভাগৃহ লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল।

প্রথমেই শ্রীযুক্ত বাবু শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি, এল.—মহাত্মা অনাগারিক ধর্ম্মপালকে অদ্যকার সভার সভাপতি বরণ করিবার প্রস্তাব করেন; তিনি এই প্রস্তাব করিয়া তাঁহার স্বাভাবিক ওজস্বিনী ভাষায় ধর্ম্মপালের সংসারত্যাগ, অনাগারিক ব্রত অবলম্বন, বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচারকল্পে জীবন উৎসর্গ, ২২ বৎসর কাল এই ভারতে অক্লান্ত পরিশ্রম প্রভৃতি বহু সদ্‌গুণাবলীর বর্ণনা করেন। তদনন্তর কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত বাবু পূরণচাঁদ নাহার এম, এ, বি, এল, কর্ত্তৃক উক্ত প্রস্তাব সমর্থিত হইবার পর মহাত্মা অনাগারিক ধর্ম্মপাল মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সভাপতি মহোদয় প্রথমেই এই সভার স্থায়ী সভাপতি ও ধর্ম্মাঙ্কুর বিহার ও সভার প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমৎ কৃপাশরণ মহাস্থবির মহোদয়ের অশেষ গুণাবলী কীর্ত্তন করতঃ সভার সম্পাদককে সভার কার্য্য-বিবরণী পাঠ করিবার জন্য আহ্বান করিলে সহযোগী সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী মহোদয় বলেন, তাঁহার উপর এই ধর্ম্মাঙ্কুর সভার সম্পাদকত্ব ভার অতি অল্প দিন ন্যস্ত হইয়াছে; সুতরাং তাঁহার ত্রুটী উপেক্ষনীয়। অতঃপর তিনি সভার উদ্দেশ্য, নিয়মাবলী প্রভৃতি সমন্বিত বিস্তৃত কার্য্য-বিবরণী পাঠ করেন এবং আলোচ্যবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মাঙ্কুর সভার আন্তরিক চেষ্টা, যত্ন ও ব্যয়ে—পালিভাষা গবেষণার জন্য অনেক বৌদ্ধযুবকের গবর্ণমেণ্ট বৃত্তি লাভ, কৃপাশরণ ফ্রি ইনষ্টিটিউসন স্থাপন, সভাগৃহের দ্বিতল নির্ম্মাণ প্রভৃতি যে সমস্ত মহদনুষ্ঠান সাধিত হইয়াছে, সংক্ষেপে তাহার বিবরণ

প্রদান করেন। উপসংহারে তিনি হিন্দু সন্ন্যাসী মুকুন্দ স্বামীর বৌদ্ধ সন্ন্যাস গ্রহণের বিষয় উল্লেখ করতঃ পরলোকগত কালীকুমার মহাস্থবিরের গুণাবলী বর্ণনা করিয়া তাঁহার মৃত্যুর জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন।

সম্পাদকীয় ব্যক্তব্য শেষ হইবার পর সভায় যে সমস্ত উপস্থিত সুধী-গণ বক্তৃতা করিয়াছিলেন, পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের ন্যায় এবারও প্রত্যেক বক্তৃতার সার মর্ম্ম মাত্র নিম্নে বিবৃত করা হইল।

প্রথমেই আমাদের পরম হিতৈষী বন্ধু শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু এম্. আর্, এ, এস্, মহোদয় এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন "আজ এই ধর্ম্মাঙ্কুর সভা যাঁহার সভাপতিত্বে গৌরবান্বিত, তিনি সেই মহাত্মা অনাগারিক ধর্ম্মপালের এই ভারতে সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন বন্ধু, তদনন্তর সংক্ষেপে ধর্ম্মপালের ধর্ম্মজীবন, তাঁহার অতুলনীয় স্বার্থত্যাগ, ও গভীর পাণ্ডিত্য প্রভৃতির বিষয় বর্ণনা করেন ;—কিরূপে ধর্ম্মপাল অতি অল্পবয়সে এই ভারতবর্ষে আসিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হওতঃ চারিদিকে ঈর্ষা, দ্বেষ প্রভৃতির করাল ছায়া দেখিয়া সংগ্রামে বদ্ধপরিকর হয়েন, কিরূপে নবীন বয়সে চিকাগোর প্রসিদ্ধ ধর্ম্মসভায় বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিনিধিরূপে আহূত হইয়া আপন যোগ্যতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি শিক্ষিত ভারতবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ তাঁহার কিরূপ যত্ন, চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফল, ইত্যাদি বিষয় চারুবাবু অতি সুচারুরূপে বিবৃত করিয়া শ্রোতৃবর্গকে মুগ্ধ করেন। তিনি আরও বলেন, ভারতে ধর্ম্মপাল ও শ্রীমৎ কৃপাশরণ মহাস্থবির এই দুই জনের নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। অতঃপর তিনি শ্রীমৎ কৃপাশরণ মহাস্থবিরের অশেষ গুণাবলী বর্ণনা করিয়া বলেন,—এই ধর্ম্মাঙ্কুর সভার পক্ষে এক্ষণে দার্জ্জিলিং, লক্ষ্ণৌ, চট্টগ্রাম, সিমলা প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে শাখা স্থাপন করিয়া অতঃপর আর ধর্ম্মাঙ্কুর নামে পরিচিত হওয়া উচিত হয় না; "ধর্ম্মমহীরুহ" বা এইরূপ অন্য কোন যোগ্যতর নাম এক্ষণে ইহাকে প্রদান করা উচিত।

উপসংহারে তিনি ভিক্ষুগণের বর্ষাবাস ও প্রবারণা-উৎসবের অর্থ এবং তাহার তাৎপর্য্য কি তাহা বিশদরূপে বুঝাইয়া দেন।

অনন্তর আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় বন্ধু সদ্ধর্ম্মব্রত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ এফ, টি, এস, মহোদয় "দানধর্ম্ম" সম্বন্ধে একটী সুন্দর সারগর্ভ প্রবন্ধ পাঠ করেন, এবং জাপান দেশবাসী ভিক্ষু আর, কিমুরা মানবের দুঃখ ও শান্তি বিষয়ে একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। শেষোক্ত বক্তৃতার মর্ম্ম অশান্তিময় সংসারকে শান্তিময় করাই মানুষের মনুষ্যত্ব।

অতঃপর মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ; পি, এচ্, ডি, মহোদয় বলেন:—"এই সভা ২৩ বৎসর কাল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আমি এই সভার কার্য্য সমূহ পর্য্যালোচনা করিয়া বরাবর দেখিয়া আসিতেছি যে, এই ধর্ম্মাঙ্কুর সভা প্রত্যেক বৎসর কোনও না কোন একটী বিষয়ে উন্নতি সাধন করিয়াছে; প্রতি বৎসরই ইহাঁরা এক এক বিষয়ে অগ্রসর হইতেছেন। বর্ত্তমান বর্ষে এই সমাজের একজন পালিভাষাভিজ্ঞ যুবক গভর্ণমেণ্টের বিশেষ বৃত্তিলাভ করতঃ পালিভাষা গবেষণার জন্য ইউরোপ গমন করিয়াছেন। ইহাও এই ধর্ম্মাঙ্কুর সভার চেষ্টার ফল; এবং আমি এই উদ্যমে সহায়তা করিয়াছিলাম বলিয়া,—অধিকন্তু যে যুবক বৃত্তিলাভ করিয়াছে, সে আমার ছাত্র, এইজন্য—তাঁহাদের বর্ত্তমান বর্ষের এই উন্নতিটুকুর সহিত আমার সম্পর্ক আছে। এই সমাজের চারিটী যুবক পালিতে এম, এ, পাশ করিয়াছেন, ইহা কম উন্নতির কথা নয়; এবং সেই চারিটীই আমার ছাত্র, সুতরাং আমারও গৌরব এবং শ্লাঘার বিষয়। এখন ছুটির সময়, স্কুল, কলেজও আদালত প্রভৃতি সমস্তই বন্ধ; তাহার উপর ইহারা লোক সমাগমের জন্য খুব বেশী চেষ্টা করেন, তাহাও নয়, তত্রাচ এ সভায় নাই কে? সকল শ্রেণীর সকল সম্প্রদায়ের লোক এখানে আছেন,—লঙ্কা, জাপান, চীন, বর্ম্মাবাসী এখানে সমাগত; হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, জৈন, বৌদ্ধ

সকল সম্প্রদায়ের লোক এস্থানে সমবেত; অনেকে লঙ্কার সুসন্তান অনাগারিক ধর্ম্মপালের সঙ্গে আসিয়াছেন; জাপানী ভিক্ষু আর কিমুরা এখানে আছেন, এই সকলকে একত্রবদ্ধ করিল কে? সেই তথাগত বুদ্ধ, আমি আপনাদিগকে বহুবার বলিয়াছি, ভারতে দুইটী প্রধান ধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছে; একটী জাতীয় ধর্ম্ম—তাহা হিন্দুধর্ম্ম, এবং অপরটী সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম—তাহা বৌদ্ধধর্ম্ম"।

তিনি আরও বলেন;—"প্রাতিমোক্ষে আছে "অস্ত্রধারীকে ধর্ম্মদেশনা করিবে না"। যে ধর্ম্মে অস্ত্রধারীকে ধর্ম্মোপদেশ দিবার ব্যবস্থা নাই, হায়! সেই বৌদ্ধধর্ম্ম জগতে প্রচারিত থাকিলে আজ ইউরোপে এই লোকক্ষয়কারী ভীষণ সমর কদাপি সংঘটিত হইত না।

ভিক্ষুর জীবন পৃথিবীর আদর্শ জীবন। ভিক্ষুরা বুদ্ধপুত্র। পৃথিবীস্থ মানবের অজ্ঞান তিমির বিনষ্ট করিয়া তাহাদিগকে জ্ঞানালোক প্রদান করাই ভিক্ষুজীবনের উদ্দেশ্য।

আমার আনন্দ, পূর্ব্বে ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি যে বিদ্বেষভাব ছিল, তাহা ক্রমশঃ অন্তর্হিত হওয়ায় আমরা পরস্পর ভ্রাতৃভাবে মিলিত হইতে পারিয়াছি।

একাকী শ্রীমৎ কৃপাশরণ মহাস্থবির পীতবসন মাত্র সম্বল করিয়া ভারতের নানা স্থান—কলিকাতা, লক্ষ্ণৌ, আসাম, দার্জ্জিলিং, প্রভৃতি স্থানে বিহার স্থাপনে সক্ষম হইয়াছেন, এ কথা যখন ভাবি, তখন মনে হয়, তাঁহার মত কর্ম্মবীরের সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে, হুয়েংসাং যেমন এক-দিন এই ভারতের সর্ব্বত্র বৌদ্ধবিহার দেখিয়া গিয়াছেন, সেইরূপ বৌদ্ধ-বিহার আবার সর্ব্বত্র আমরা দেখিতে পাইব, বৌদ্ধধর্ম্মের লুপ্ত গৌরব আবার ফিরিয়া আসিবে।"

তদনন্তর বৌদ্ধভিক্ষু বোধানন্দ হিন্দীভাষায় এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। তাঁহার অদ্যকার বক্তৃতা প্রথম দিবসের বক্তৃতার সর্ব্বাংশে পুনরুক্তি না হইলেও, সারাংশে প্রায় এক।

অনন্তর প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত বাবু তিনকড়ি মুখোপাধ্যায় বলেন ;—"আমরা ধর্ম্মের ইতিহাস পড়িয়া মহাপুরুষগণের জীবনের অনেক অলৌকিক ঘটনার বিষয় অবগত হই ; শিক্ষিতাভিমানিগণ তাহা অবিশ্বাস করিলেও প্রকৃত বিশ্বাসী কদাচ তাহা অবিশ্বাস করেন না। যেহেতু মহাপুরুষগণের কথা দূরে থাকুক, তাঁহাদের শিষ্যানুশিষ্যগণের কার্য্যও আমরা সময় সময় যেরূপ দেখি তাহাও অলৌকিক। আজ এই ধর্ম্মসভায় বড়ুয়া বালকগণের মুখে প্রেম ও ভক্তিরস মিশ্রিত কবিতা আবৃত্তি শুনিয়া আমি যুগপৎ বিস্মিত ও আনন্দিত হইয়াছি। এক সময়ে এই বড়ুয়া জাতি অতি হীন অবস্থায় ছিল। তাহাদের স্পর্শকেও হিন্দুরা অপবিত্র মনে করিতেন ;—আর আজ মহাস্থবির কৃপাশরণ ও গুণালঙ্কারের চেষ্টায় কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে ! আজ ইহাদের একজন যুবক বিলাত গিয়াছেন, ২০ বৎসর পূর্ব্বে ইহা অভাবনীয় ব্যাপার মধ্যে পরিগণিত হইত। সকলই এই ভিক্ষুদের চেষ্টায় হইয়াছে, ইহা ভাবিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। যে স্থানে আজ এই সুরম্য অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া ইহার অভ্যন্তরে নানাবিধ বুদ্ধমূর্ত্তি সমূহ স্থাপন করতঃ ইহাকে বৌদ্ধবিহারে পরিণত করা হইয়াছে, ২০ বৎসর পূর্ব্বে তাহা এই সহরের একটী নিকৃষ্ট স্থান ছিল। ভদ্রলোক সাধারণতঃ এস্থানে গমনাগমন করিতেন না। কিন্তু আজ এখানে এই কলিকাতা রাজধানীর শ্রেষ্ঠ রাজপুরুষগণ ও উচ্চশিক্ষিত ভারতবাসীগণ আসিয়া থাকেন। মুণ্ডিতমস্তক এই ভিক্ষুগণ তেতালা বাড়ী করিতেছেন, ফ্রি স্কুল প্রতিষ্ঠা করিয়া জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করিতেছেন ; ইহা ভাবিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। বস্তুতঃ নীতিপ্রধান বৌদ্ধধর্ম্ম শিক্ষার অভাবে কদাচ তিষ্ঠিতে পারে না, এজন্য বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচারের জন্য অগ্রে শিক্ষাবিস্তার আবশ্যক। স্মরণ হয় ২০ বৎসর পূর্ব্বে স্বর্গীয় মহাত্মা নরেন্দ্রনাথ সেনের সহিত এস্থানে একবার আসিয়াছিলাম ; তখনকার অবস্থার সহিত বর্ত্তমান অবস্থার তুলনাই হয় না ! এই

ভারতে বিভিন্ন ধর্ম্মের লোককে ধর্ম্মসভায় এরূপভাবে একত্রিত করা ও এক অলৌকিক কার্য্য; বৌদ্ধভিক্ষুর দ্বারাই ইহা সংসাধিত হইয়াছে। সত্য, এই সকল বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীগণের মধ্যে অনেকেই শুধু সাহিত্য বা পুরাতত্ত্ব হিসাবে এখন বৌদ্ধধর্ম্মের আলোচনা করিয়া থাকেন, কিন্তু সেদিনও অধিক দূরবর্ত্তী মনে হয় না, যখন ধর্ম্মভাবেই ইহারা বৌদ্ধশাস্ত্র ও বৌদ্ধসাহিত্যের আলোচনা করিবেন এবং বৌদ্ধদিগের সহিত সমস্ত মতভেদ দূরীভূত হইয়া, সমস্ত বিবাদ মিটিয়া তাঁহাদের সহিত এক হইয়া যাইবেন।"

তদনন্তর শ্রীযুক্তবাবু শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি, এল, মহোদয় ওজস্বিনী ভাষায় ইংরাজিতে এক বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন, ধর্ম্মাঙ্কুর সভার গত ত্রয়োবিংশ বর্ষের কার্য্য-বিবরণী বাস্তবিকই ইহার অভাবনীয় উন্নতির পরিচায়ক। এই সুরম্য অট্টালিকা নির্ম্মাণ, এই সমস্ত মনোহর বুদ্ধমূর্ত্তি স্থাপন, সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বীর মিলনস্থল এই ধর্ম্মাঙ্কুর সভাগৃহের প্রতিষ্ঠা উত্তরোত্তর শিক্ষিত ভারতবাসীর সহানুভূতি লাভ ও মনোযোগ আকর্ষণ প্রভৃতি সমস্ত সদনুষ্ঠানই কর্ম্মবীর শ্রীমৎ কৃপাশরণ মহাস্থবির ও তাঁহার সুযোগ্য সহকারী শ্রীমৎ গুণালঙ্কার মহাস্থবির এই ভিক্ষুদ্বয়ের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সমবেত চেষ্টার ফল। তৎপরে সংক্ষেপে বৌদ্ধধর্ম্ম, বৌদ্ধনীতি তথাগত বুদ্ধের অমৃত উপদেশ প্রভৃতির আলোচনা করিয়া উপসংহারে তিনি বলেন,—পাশ্চাত্য বুধমণ্ডলী দেখিয়াছেন বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত বিজ্ঞানের কোথাও বিরোধ নাই; বৌদ্ধধর্ম্ম ও বিজ্ঞান উভয়েরই উদ্দেশ্য মানবের দুঃখ মোচন। বড়ই সুখের বিষয় বৌদ্ধধর্ম্ম তাঁহার জন্মস্থান ভারতবর্ষে পুনরভ্যুদিত হইতেছে। আশা করা যায়, অচিরে এই ধর্ম্ম আবার সমগ্র ভারতে প্রচারিত হইবে।

তদনন্তর শ্রীযুক্ত বাবু বাণীনাথ নন্দী একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন বৌদ্ধধর্ম্ম এই ভারতে একদিন সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত ছিল; ভারতের অতি দুর্ভাগ্য, বৌদ্ধধর্ম্ম ভারত হইতে বিতাড়িত হইয়া-

ছিল। ক্রমশঃ যতই বৌদ্ধধর্ম্মের আলোচনা বাড়িবে, ততই তৎপ্রতি ভারতবাসীর মন আকৃষ্ট হইবে; বৌদ্ধধর্ম্মের চর্চ্চা যাঁহারা করিয়াছেন, তাঁহারাই আকৃষ্ট হইয়াছেন। তিনি বলেন "আমি জানি জগজ্জ্যোতিঃতে আজ কয়েক বৎসর প্রবন্ধাদি পাঠ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম বিষয়ে অনেকের ভ্রান্ত ধারণা সমূহ দূরীভূত হইয়াছে। গুণ ছিল বলিয়াই বৌদ্ধধর্ম্মের আবার ভারতে পুনরভ্যুদয় হইতেছে। যখন কৃপাশরণের ন্যায় কর্ম্মবীর ইহার প্রচার কল্পে এরূপ যত্নবান, তখন আশা করা যায়, সত্য সত্যই বৌদ্ধধর্ম্ম আবার ভারতে পূর্ব্ব গৌবর লাভ করিবে।

অনন্তর চট্টগ্রামনিবাসী ডাক্তার শ্যামাচরণ সরকার জগতে বৌদ্ধধর্ম্মের উপযোগিতা বিষয়ে কিছু বলিবার পর, অসংখ্য করতালির মধ্যে গাত্রোত্থান করতঃ সভাপতি মহাত্মা অনাগারিক ধর্ম্মপাল এক বক্তৃতা করেন; প্রায় এক ঘণ্টাকাল উপস্থিত জনসাধারণ মন্ত্রমুগ্ধবৎ তাঁহার মুখনিসৃত সেই অমৃতোপম ধর্ম্মপ্রসঙ্গ শ্রবণ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন।

অতঃপর সদ্ধর্ম্মব্রত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ মহাশয় সভাপতিকে ধন্যবাদ প্রদান করিবার পর জলযোগান্তে রাত্রি ৮টার পর সভা ভঙ্গ হয়।

এই অধিবেশনের জলযোগের জন্য সঙ্গুভেলি টী কোম্পানীর প্রোপ্রাইটার শ্রীযুক্তবাবু পুলিনবিহারী চৌধুরী ২০৲ টাকা, ও পাঁচরিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র চৌধুরী ১০৲ টাকা দান করিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

পঞ্চম অধিবেশনে,—মহিলা-সম্মিলনী। ২২শে আশ্বিন, ৯ই অক্টোবর শুক্রবার রাত্রি ৮টার সময় সভার কার্য্য-আরম্ভ হয়। এই সভার যে কার্য্যবিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল, তাহা হইতে পাঠকগণ অনুভব করিতে পারিবেন, বঙ্গীয় বৌদ্ধসমাজে স্ত্রীশিক্ষা কিরূপ দ্রুতগতিতে বিস্তার লাভ করিতেছে এবং বঙ্গীয় বৌদ্ধমহিলাগণ আপন শিক্ষা ও উন্নতির জন্য কিরূপ বদ্ধপরিকর।

প্রথমেই সকলে পঞ্চশীল গ্রহণ করেন। তৎপরে যে সমস্ত প্রবন্ধাদি পঠিত হয়, তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

কুমারী সুরবালা চৌধুরাণী "আমাদের নিবেদন"। কুমারী ভানুমতী বড়ুয়া "গুরুভক্তি" ও "চিরদিন কখনও সমান যায় না"। কুমারী কিরণবালা বড়ুয়া "ভক্তি কুসুমাঞ্জলি" ও "দীন কবিতা"। কুমারী বিশাখা বড়ুয়া "নামাষ্টশতকম্ গাথা ও স্তোত্র"। কুমারী সুমতীবালা বড়ুয়া "উচ্ছ্বাস"। কুমারী মনোরমা চৌধুরাণী "ক্রোধ"। কুমারী শৈলবালা বড়ুয়া "শিশুর প্রতি উপদেশ"। কুমারী বিনোদিনী বড়ুয়া "বৌদ্ধধর্ম্ম"। কুমারী বিনোদকুমারী বড়ুয়া "সাহিত্য পাঠ"। শ্রীমতী ভুবনতারা বড়ুয়া "চন্দ্রকুমার জাতকের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত"। শ্রীমতী প্রমীলাসুন্দরী বড়ুয়া "নীতিবচন"। শ্রীমতী প্রাণেশ্বরী বড়ুয়া "উদয়নের জন্ম ও রাজত্ব লাভ"। শ্রীমতী উমাসুন্দরী বড়ুয়া "রেবতীবিমানবস্তু"। শ্রীমতী সরকুমারী বড়ুয়া "গৃহীকর্ত্তব্য"। শ্রীমতী নিস্তারিণী বড়ুয়া "প্রবাসীর পত্র"। শ্রীমতী গিরিবালা বড়ুয়া "ক্রোধ"। শ্রীমতী গোলাপবতী বড়ুয়া "বিশ্বামিত্র" ও "ত্রিরত্ন বন্দনা" কবিতা। শ্রীমতী প্রমোদাসুন্দরী বড়ুয়া "ত্রিরত্ন বন্দনা"। শ্রীমতী সুন্দরীবালা বড়ুয়া "নন্দনকানন" কবিতা। শ্রীমতী বামাসুন্দরী বড়ুয়া "আবাহন" কবিতা"—পাঠ করেন এবং কুমারী সুরবালা চৌধুরাণী "নারী কর্ত্তব্য" বিষয়ক অতি প্রাঞ্জলভাষায় এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। তৎপরে যে সমস্ত মহিলা প্রবন্ধাদিপাঠ ও বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে দ্বাবিংশ বর্ষের কার্য্য-বিবরণী উপহার দেওয়া হয়। অতঃপর রাত্রি ১২ ঘটিকার সময় সভাভঙ্গ হয়।

ষষ্ঠ অধিবেশনে,—ধর্ম্মচক্র-প্রবর্ত্তন সূত্র পাঠ,—২৪শে আশ্বিন, ১১ই অক্টোবর, রবিবার রাত্রি ১২টার সময় সভার কার্য্য-আরম্ভ হয়। আজ যাঁহারা এই সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা বঙ্গীয় বৌদ্ধসমাজের দানশীলতায় প্রকৃষ্ট পরিচয় পাইয়াছিলেন। ধনী দরিদ্র সকলই আজ রিক্তহস্তে বিহারে আগমন করেন নাই; এই সকল উপাসক ও

উপাসিকার প্রদত্ত বস্ত্র, চীবর, তৈজস, ফল প্রভৃতি উপহারে বিহার পূর্ণ হইয়াছিল; পুষ্পস্তবক ও দীপের ত কথাই নাই; সমস্ত রাত্রি আলোকমালায় বিহার আলোকিত হইয়াছিল, ও বুদ্ধমূর্ত্তিসমূহের সম্মুখে পুষ্পস্তবক রাশীকৃত হইয়াছিল। দানপ্রসঙ্গে এস্থলে নিম্নলিখিত মহাত্মগণের নামোল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। বৌষ্ট্রীটস্থ শ্রীযুক্ত বাবু পুষ্করচন্দ্র বড়ুয়া ও শ্রীযুক্ত বাবু রসিক চন্দ্র বড়ুয়া, ওয়ারিশবাগানস্থ বড়ুয়ামেসের বৌদ্ধ যুবকগণ, মলঙ্গালেনস্থ শ্রীযুক্ত বাবু মহারাজ মহাজন প্রভৃতি, আত্মীয়স্বজন সমভিব্যাহারে দানোপকরণাদি ও রোসনচৌকিবাদ্য সহকারে ধর্ম্মাঙ্কুর বিহারে উপস্থিত হইয়া বিহার ও মন্দির মুখরিত করিয়াছিলেন।

সভার কার্য্য আরম্ভ হইলে, প্রথমে ভিক্ষু আর কিমুরা ধর্ম্মাঙ্কুর সভার ত্রয়োবিংশ অধিবেশন সমূহের জন্য জাপানবাসীর পক্ষ হইতে সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন; এবং চট্টগ্রাম বৌদ্ধ সমিতির পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত বাবু হরকিশোর চৌধুরী ঐরূপ ধন্যবাদ জানাইবার পর শ্রীযুক্তবাবু অশ্বিনীকুমার বড়ুয়া ধর্ম্মপাল মহোদয় ও ধর্ম্মাঙ্কুর সভার স্থায়ী সভাপতি কৃপাশরণ ও সহকারী সভাপতি গুণালঙ্কার মহাস্থবিরদ্বয়ের গুণকীর্ত্তন করতঃ কলিকাতা বৌদ্ধসমাজের পক্ষ হইতে তাঁহাদিগকে, ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

অবশেষে আর কিমুরা বৌদ্ধ হোষ্টেলের শোচনীয় অবস্থার বিষয় উল্লেখ করিয়া গুটি কতক কথা বলেন।

তদনন্তর শ্রীমৎ গুণালঙ্কার মহাস্থবির মহোদয় ধর্ম্মাঙ্কুর সভার সভাপতি, সম্পাদক, মেম্বর, কার্য্যাধ্যক্ষ ও হিতৈষীবন্ধুগণকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া বলেন, কলিকাতাস্থ বৌদ্ধমহিলাগণের গুরুভক্তি সবিশেষ প্রশংসনীয়, তাঁহারা অতি আগ্রহের সহিত প্রত্যহ দান করিয়া আসিতেছেন। বিশেষতঃ এবার মহাস্থবিরের পীড়ার সময় তাঁহারা তাঁহাকে পুত্রবৎ স্নেহ ও যত্ন করিয়া যথার্থই তাঁহাদের মাতৃত্বের পরিচয় প্রদান করিয়া-

ছেন। তিনি বলেন কলিকাতাবাসী ও প্রবাসী বৌদ্ধ উপাসকগণও বিশেষভাবে ভিক্ষুগণের যত্ন ও তত্ত্বাবধান করেন; এবং বর্ষাবাসের সময় যাঁহারা বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন তাঁহাদেরও নামোল্লেখ করিয়া তিনি দানশীল মহাত্মগণকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। তৎপরে ধর্ম্মচক্র-প্রবর্ত্তন সূত্রের ভূমিকা বর্ণনা করিয়া তিনি বক্তৃতার উপসংহার করিলে পর মহাত্মা অনাগারিক ধর্ম্মপাল ও বৌদ্ধ সমাজের পরম হিতৈষী বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু চারুচন্দ্র বসু মহাশয় অদ্যকার সভায় উপস্থিত বৌদ্ধগণের প্রীতি ও শ্রদ্ধা দেখিয়া অত্যন্ত প্রীতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। অনন্তর সমবেত উপাসক উপাসিকাগণ পঞ্চশীল গ্রহণ করিলে পর শ্রীমৎ গুণালঙ্কার মহাস্থবির মহোদয় ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন সূত্র পাঠ করেন।

এস্থলে ইহাও বলা কর্ত্তব্য যে, সঙ্গীতাধ্যাপক শ্রীযুক্তবাবু উপেন্দ্রলাল চৌধুরী মহাশয়-পরিচালিত বৌদ্ধ-সঙ্গীত-সমিতি কর্তৃক প্রত্যেক অধিবেশনেই আবাহন ও মাঙ্গলিক গান গীত হইয়াছিল। বৌ-ষ্ট্রীটস্থ, মলঙ্গা লেনস্থ, কলিকাতা বৌদ্ধসঙ্গীত সমিতি এবং ওয়ারিশ বাগানস্থ কনসার্ট পার্টিও সোৎসাহে সভার কার্য্যে যোগদান করিয়াছিলেন। তৎপরদিবস "শরণ স্থবির" অভিনয়টি বৌ-ষ্ট্রীটস্থ বৌদ্ধবন্ধু আদি-উৎসাহিনী সঙ্গীত সমিতি কর্ত্তৃক সুন্দররূপে অভিনীত হয়। আমরা ত্রিরত্নের নিকট সমিতির সর্ব্ববিধ মঙ্গল কামনা করি।

অতঃপর সভাপতি মহোদয় নীতিমূলক কয়েকটী কথা বলিয়া ধর্ম্মাঙ্কুর সভার হিতৈষী ও দানশীল মহাত্মাগণকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। তিনি আরও বলেন, "বোধ হয় আপনারা সকলে জানেন আমাদের সভার সহযোগী সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় বহুদিন ভিক্ষুগণের সেবার জন্য প্রতিমাসে একটাকা করিয়া দান করিতেছেন, তিনি এমাস হইতে ২৲ টাকা করিয়া দান করিতেছেন, আমরা ত্রিরত্নের নিকট তাঁহার সর্ব্ববিধ মঙ্গল কামনা করি।"

মাঘী-পূর্ণিমা-অধিবেশন

গত ১৬ই মাঘ ৩০শে জানুয়ারী শনিবার উক্ত উৎসব-উপলক্ষে ধর্ম্মাঙ্কুর সভার এক অধিবেশন হয়। এই দিনে কলিকাতা সহরে রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের প্রাসাদে 'সাহিত্য সভা', বাসন্তী-পূর্ণিমা-উপলক্ষে 'ব্রাহ্মসভা' এবং 'গীতা-সভা' প্রভৃতির অধিবেশন থাকা সত্ত্বেও ধর্ম্মাঙ্কুর সভায় লোকসমাগম যেরূপ অধিক হইয়াছিল তাহা ভাবিলে, ধর্ম্মাঙ্কুর সভা বৌদ্ধধর্ম্মের আলোচনা করিয়া কিরূপে দিন দিন এই মহানগরীর শিক্ষিত সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন, তাহা সহজেই উপলব্ধি হয়।

প্রথমে মলঙ্গালেনস্থ বৌদ্ধ-উৎসাহিনী-সঙ্গীত সমিতি কর্ত্তৃক সূচনা গান গীত হইবার পর সভার কার্য্য-আরম্ভ করা হয়।

সভার নিমন্ত্রণ পত্রে আমরা জষ্টিস স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী মহোদয়ের সভাপতিত্ব গ্রহণের সংবাদ প্রচার করিলেও, তিনি অধিবেশনের পূর্ব্বদিনে জ্বরে আক্রান্ত হইয়া সভাপতিত্ব গ্রহণে অক্ষম হইবেন আশঙ্কা করিয়া আমাদিগকে জানান; এবং কার্য্যতঃ তাহাই ঘটিলে, সভায় শ্রীমৎ গুণালঙ্কার মহাস্থবিরের প্রস্তাবে ও সদ্ধর্ম্মব্রত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ মহাশয়ের সমর্থনে বৌদ্ধধর্ম্মাঙ্কুর সভার অন্যতম হিতৈষী বন্ধু রায় শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় বাহাদুর ইনস্পেক্টর জেনেরল অব রেজিষ্ট্রেসন বেঙ্গল, সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

অতঃপর ভিক্ষুমণ্ডলী সমস্বরে পালি স্তোত্র আবৃত্তি করতঃ উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীর জয়মঙ্গল কামনা করিবার পর, সভাপতি মহোদয় ধর্ম্মাঙ্কুর সভার "সম্পাদকীয় মন্তব্য" পাঠ করিতে বলেন। তদনুসারে সহযোগী

সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী এক নাতিদীর্ঘ রিপোর্ট পাঠ করেন। গত আশ্বিনী পূর্ণিমায় প্রবারণা উৎসব-উপলক্ষে বিরাট অধিবেশনের পর, এই কয়মাসের মধ্যে ধর্ম্মাঙ্কুর সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য সমুদয় শুভ ও অশুভ ঘটনাগুলি সংক্ষেপে অথচ সুন্দরভাবে তিনি এই সম্পাদকীয় মন্তব্যে প্রকাশ করেন। তন্মধ্যে ধর্ম্মাঙ্কুর বিহারের দ্বিতল নির্ম্মাণ কার্য্যের আনুপূর্ব্বিক বিবরণ এবং তৎসংক্রান্ত ব্যয়ের পরিমাণ ও সঙ্কল্পিত পাঠাগার বা Reading Room প্রভৃতি অনুষ্ঠানের উল্লেখ, সকলের মনোযোগ বিশেষভাবে আকর্ষণ করিয়াছিলেন। অনন্তর তিনি কয়েকটী বিশিষ্ট হিতৈষী সভ্যের মৃত্যুতে ধর্ম্মাঙ্কুরের যে অনিষ্ট হইয়াছে এবং তাঁহাদের জন্য যে সমস্ত শোকসভা আহূত হইয়াছিল তাহার উল্লেখ করিয়া, সমগ্র ইউরোপব্যাপী বর্ত্তমান ভীষণ সমরানলে ব্যাপৃত ইংরাজরাজের মঙ্গলের জন্য এই বিহারে যে পুণ্যানুষ্ঠান হইয়াছিল তাহারও উল্লেখ করেন।

পরিশেষে মাঘী-পূর্ণিমা-উৎসবের উদ্দেশ্য তিনি শ্রোতৃবর্গকে বুঝাইয়া দেন,—এই দিনে ভগবান তথাগত বুদ্ধ বৈশালীর কূটাগারশালায় অবস্থান কালে আনন্দকে সম্বোধন করিয়া বৈশালীর চতুঃপার্শ্বস্থ ভিক্ষুগণকে একত্রিত করিতে বলেন। ভিক্ষুগণ তদনুযায়ী বৈশালীতে আগমন করতঃ উপস্থানশালায় সমাবিষ্ট হইলে, ভগবান বুদ্ধ তাঁহাদিগকে সপ্তত্রিংশৎ বোধিপক্ষীয় বা চতুরার্য্যসত্য জ্ঞানের সহায়ধর্ম্ম উপদেশ করণান্তর এইরূপ উক্তি করেন ;—

"হে ভিক্ষুগণ, অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর ; সকল প্রকার সঞ্জাত বস্তু বয়োধর্ম্মের অধীন, অতিন্দ্রিতভাবে নির্ব্বাণ সাধন কর ; অচিরে তথাগত পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবেন। অদ্য হইতে তিন মাসের মধ্যে তথাগত নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিবেন।"

তদনন্তর শ্রীযুক্ত বাবু সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় একটী সময়োচিত রচিত সংস্কৃত বুদ্ধস্তোত্র এবং শ্রীমান মৃণালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমান

প্রণয়লাল বড়ুয়া ও শ্রীমান সুবোধচন্দ্র বড়ুয়া বাঙ্গালা কবিতা আবৃত্তি করিবার পর—সদ্ধর্ম্মব্রত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ মাঘা-পূর্ণিমা ও বুদ্ধের আয়ুঃ-সংস্কার বিসর্জ্জন বিষয়ে একটী সুন্দর সারগর্ভ প্রবন্ধ পাঠ করেন। অনন্তর মহাত্মা অনাগারিক ধর্ম্মপাল ইংরাজী ভাষায় এক অনতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। তিনি এই পুণ্য উৎসবের উদ্দেশ্য কি, তাহা বলিবার প্রসঙ্গে ভগবানের আয়ুঃ-সংস্কার বিসর্জ্জনের অর্থ কি তাহাও সুন্দররূপে বুঝাইয়া দেন। কিরূপে শাক্যসিংহ এই সংসারকে দুঃখময় ভাবিয়া ২৯ বৎসর বয়সে গৃহ পরিত্যাগ করতঃ বহু সাধনা বহু আয়াসের পর বোধিদ্রুমমূলে নির্ব্বাণ সাক্ষাৎকার লাভ করেন; কিরূপে তিনি ৪৫ বৎসর কাল অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে ভিক্ষু সংঘকে সুগঠিত, শিক্ষিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করতঃ জগতে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের উদ্ভাবন করিয়া রোগ-শোক-তাপ-ক্লিষ্ট মানবের দুঃখমোচনের পথ উন্মুক্ত করেন; অবশেষে তিনি এই ধরাধামে বুদ্ধাবির্ভাবের সার্থকতা পূর্ণ হইয়াছে ভাবিয়া, এবং বার্দ্ধক্য ও জরাক্লিষ্ট নশ্বর দেহযষ্টির ভার ক্রমশঃ ক্লেশকর হইতেছে দেখিয়া অচিরে পরিনির্ব্বাণ লাভের সঙ্কল্প করিয়া স্বেচ্ছায় জীবনের প্রতি মমতা বিসর্জ্জন করেন (consciously gave up desire for existence), ইত্যাদি বিষয় অতি সুন্দররূপে বুঝাইয়া দেন।

তদনন্তর বুদ্ধধর্ম্ম বিষয়ে প্রচলিত হিন্দুবিশ্বাস যে যে স্থলে ভ্রমাত্মক তাহা তিনি বুঝাইতে চেষ্টা করেন। তিনি বলেন "বুদ্ধ কোন ধর্ম্মের ঈশ্বর অস্বীকার করিতে যান নাই। তিনি অস্বীকার করিয়াছেন সৃষ্টিকর্ত্তা; যেহেতু তিনি চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন—অনন্ত সৃষ্টি, অনন্ত জগত চলিয়াছে, কোথাও তাহার আদি নাই, প্রারম্ভ নাই। যাহার আদি নাই, তাহার জন্য সৃষ্টিকর্ত্তা আবশ্যক হয় না।"

এইরূপ বুদ্ধের অনাত্ম এবং নির্ব্বাণ সম্বন্ধেও ভারতবাসীর এবং

পাশ্চাত্য জাতীর ধারণা যে অসম্পূর্ণ এবং ভ্রমাত্মক তাহা তিনি দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দেন।

এই সময়ে সভাপতি মহাশয়, বাটীতে বিপদের কথা জানাইয়া বিশেষ অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহার অদ্যকার সভা ত্যাগ করিবার আবশ্যকতা প্রকাশ করিলে, কলিকাতা হাইকোর্টের বিখ্যাত এটর্ণি ও উকীল এবং কলিকাতার ডেপুটী সেরিফ্‌ শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র চন্দ্র এম, এ, বি, এল মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

অতঃপর ধর্ম্মাঙ্কুরের অকৃত্রিম বন্ধু, সর্ব্বজন পরিচিত সুবক্তা শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বি, এল, মহোদয় জলদগম্ভীরস্বরে এই ধর্ম্মাঙ্কুরের কার্য্যাবলী, এবং অত্রস্থ মহাস্থবির ও স্থবিরগণের উদ্যমের ভূয়সী প্রশংসা ও তাঁহাদিগকে অশেষ ধন্যবাদ প্রদান করনান্তর, ভগবান তথাগত বুদ্ধের অতুল জীবন ও তাঁহার ধর্ম্মের অমূল্য উপদেশ ও অশেষ শক্তির পরিচয় প্রদান করেন। তাঁহার ইংরাজী বক্তৃতা অতিশয় হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল।

অতঃপর শ্রীযুক্তবাবু হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম, এ, বি, এল, যে সুমধুর এবং বহু উপদেশপূর্ণ বক্তৃতা করেন তাহার সারাংশ আমরা নিম্নে প্রদান করিলাম। তিনি বলেন—"অদ্যকার শুভদিনে এই শুভানুষ্ঠান করিয়া যাঁহারা আমাদিগকে এখানে আহ্বান করতঃ ভগবান বুদ্ধের নামও তাঁহার গুণাবলী স্মরণ করিবার সুযোগ প্রদান করিয়াছেন, সেই মহাস্থবির কৃপাশরণ ও তাঁহার সহকারীগণের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ। বহু শত বৎসর বৌদ্ধধর্ম্ম ভারত হইতে তিরোহিত হইয়াছিল, যাঁহারা এই কেন্দ্রস্থান নির্ম্মাণ করিয়া ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের আলোচনার পথ পুনরায় উন্মুক্ত করিতেছেন, তাঁহারা আমাদের সকলের ধন্যবাদের পাত্র। আমার মনে হয়, এখনও বৌদ্ধধর্ম্ম বিষয়ে এদেশের লোকের অনেক কুসংস্কার আছে; ধর্ম্মাঙ্কুর সভার একটী মহৎ কর্ত্তব্য, যাহাতে ভারতবাসীর এই কুসংস্কার সমূহ বিদূরিত হয় তজ্জন্য চেষ্টা করা। বৌদ্ধধর্ম্মের আলোচনা করিয়া আমরা দেখিতে পাই বুদ্ধের উপদেশ সমূহ অমূল্য,

এবং হিন্দুর সহিত বৌদ্ধদিগের ধর্ম্ম বিষয় লইয়া বিবাদের কোন কারণ নাই। হিন্দুদর্শন আলোচনা করিলে দেখা যায়, তাহার অনেকাংশ বৌদ্ধদিগের সহিত বিবাদেই নিয়োজিত হইয়াছিল। একটী বিবাদের বিষয় আপনারা জানেন, বৌদ্ধধর্ম্মের শূন্যবাদ লইয়া ;—নির্ব্বাণের অর্থ শূন্যে মিশাইয়া যাওয়া। কিন্তু নির্ব্বাণ নির্ব্বাপিত অবস্থা নয় ; নির্ব্বাণ অমৃতপদের অধিকারী হওয়া ; উপনিষদেও এই অমৃত পদের উল্লেখ আছে, যাহার জন্য ঋষিগণ লালায়িত ছিলেন। প্রত্যেক জীবকে উপনিষদে অমৃতের পুত্র বলা হইয়াছে। উপনিষদে ব্রহ্ম সম্বন্ধেও যাহা বলা হইয়াছে তাহা শুধু না, না, নেতি, নেতি অর্থাৎ তিনি ইহা না, উহা না, ইত্যাদি ; জিহ্বা তাহার স্বরূপ বর্ণনা করিতে গিয়া বিশ্রান্ত হ'য়ে বলিয়াছে, যাহা হইতে বাক্য মন নাগাল না পাইয়া নিবৃত্ত হয় তাহার সম্বন্ধে কিরূপে উপদেশ দেওয়া যাইতে পারে? এরূপ ব্রহ্মকে শূন্য না ব'লে কি বলা যাইতে পারে? নিগুর্ণ ব্রহ্ম এবং শূন্যে কোনই পার্থক্য নাই।

বুদ্ধ বলিয়াছেন ভিক্ষুগণ অপ্রমত্ত হও, অমৃতধামের অনুসন্ধান কর। আমাদের চরম লক্ষ্য অমৃতপদ, বুদ্ধের চরম লক্ষ্য নির্ব্বাণপদ ;—কি প্রভেদ আছে?

আর একটী ভেদের কারণ জয়দেবের কৃত "নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহ শ্রুতিজাতং" ইত্যাদি স্তব, যদ্দ্বারা হিন্দুগণ বুঝাইতে চাহেন, বুদ্ধ যজ্ঞবিধির অনুকূল বা যজ্ঞের প্রয়োজক শ্রুতিবাক্যের নিন্দা করিয়াছিলেন। কিন্তু যজ্ঞাদি বিষয়ে উপনিষদে বা গীতাতেও যেরূপ উক্তিসমূহ দৃষ্ট হয়, তাহার সহিত বুদ্ধ বাক্যের কোনরূপ পার্থক্য নাই। মুণ্ডক উপনিষদে আছে যজ্ঞদ্বারা অমৃতত্ব লাভ হয়,—কিন্তু ইহা মনুষ্যজীবনের তুলনায় অমরত্ব ; অনন্তকালের তুলনায় ইহা ভেলা। যজ্ঞরূপ ভেলা দ্বারা সংসার সমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার চেষ্টা বৃথা। গীতাতেও আছে পুষ্পিত বাক্যে মন দিও না। এইরূপ বাক্যের উদ্দেশ্য তখনকার মুনিঋষিগণ যাগাদি বৈদিক

ক্রিয়ার সাহায্যে স্বর্গলাভ হইলেই সন্তুষ্ট ছিলেন। সেই জন্য গীতা বলিয়াছেন, বেদের দ্বারা যে স্বর্গলাভ হয়, তাহা হইতে পতন অবশ্যম্ভাবী; ভোগান্তে ব্রহ্মলোক হইতেও ফিরিতে হয়; সুতরাং এমন স্থানে চল যেই স্থান হইতে আর পুনরাগমন না হয়; সোমপান কর, যজ্ঞ কর, এই সকল বাক্য রমণীয় হইলেও, এ পথ শ্রেষ্ঠ নয়; অমৃত যদি চাও, তবে যজ্ঞের দ্বারা বা পুত্রের দ্বারা লাভ করিতে পারিবে না, শুধু ত্যাগের দ্বারাই তাহা প্রাপ্ত হইবে। যীশুখৃষ্ট বলিয়াছেন—পিতামাতা সমস্ত বর্জ্জন করিয়া আমার নিকটে আইস। শ্রীকৃষ্ণও বলিয়াছেন—মামেকং শরণং ব্রজ। সুতরাং দেখা যায়, বুদ্ধের শিক্ষার সহিত হিন্দুধর্ম্মের কোথাও বিরোধ নাই।

অনন্তর লঙ্কাবাসী শ্রীমৎ সিদ্ধার্থ স্থবির পালি ভাষায় বুদ্ধের অমূল্য জীবন ও উপদেশ বিষয়ে একটী বক্তৃতা করিলে পর, জাপানদেশবাসী সুপরিচিত অনাগারিক আর, কিমুরা বঙ্গভাষায় সারগর্ভ কয়েকটী কথা বলেন। নির্ব্বাণকে কেন শূন্য বলে, শূন্যের অর্থ কি, এবং কি অর্থে শূন্যশব্দ নির্ব্বাণ সম্বন্ধে প্রযোজ্য ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করিয়া, উপসংহারে তিনি বলেন, এ শূন্যতার অর্থ অভাব নয়, এ শূন্য পূর্ণতার শূন্য; যেখানে পূর্ণ সেইখানেই এই শূন্যতারও উপলব্ধি। এইজন্য ভগবান সর্ব্বত্রই পূর্ণকে শূন্য করিয়াছেন। আপনারা 'নাই নাই' মনে করিয়া সতত 'আছে আছে' মনে করিবেন। তাঁহার বক্তৃতায় তিনি বৌদ্ধধর্ম্মের যে উচ্চ মহাযান ভাব প্রকটিত করিয়াছিলেন, তাহা বাস্তবিক অতীব প্রশংসার যোগ্য।

তৎপরে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ একটী অতি সরস ও সুমধুর বক্তৃতা করেন। তাঁহার বক্তৃতায় গভীর পাণ্ডিত্য ব্যতীত, ভগবান বুদ্ধের প্রতি তাঁহার আন্তরিক শ্রদ্ধার পরিচয় সকলে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

তিনি বলেন—"আজিকার দিনে ২৫০০ বৎসর পূর্ব্বে যে মহান্ ঘটনা

ঘটিয়াছিল তাহা স্মরণ করিয়া অদ্যকার এই সভা। যে দিনে ভগবান তথাগত বুদ্ধ প্রথম বোধিদ্রুমমূলে নির্ব্বাণের পরম তত্ত্ব জ্ঞাত হয়েন, সেদিন নির্ব্বাণের গভীর আনন্দে তিনি নিজেই মগ্ন হইয়া যান; যে রোগশোকতাপক্লিষ্ট মানবের দুঃখমোচনের জন্য তিনি গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলেন, তাহাদের দুঃখের কথা তখন আর তাঁহার স্মরণ ছিল না। পরে ব্রহ্মা আসিয়া তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিয়া বলেন—ভগবন! জগতের ভ্রান্ত, ক্লান্ত, অধঃপতিত জীবকে যদি তোমার এই দুঃখমোচনের উপায় প্রকাশ না করিলে, তবে করুণাময়! তোমার নির্ব্বাণলাভ কিসের জন্য? কথিত আছে, ভগবান বুদ্ধ ব্রহ্মার এই কথায় জীবের প্রতি করুণাপরবশ হইয়া বারাণসীতে গিয়া ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন ও ভিক্ষুসংঘ গঠন করেন এবং তৎপরে ৪৫ বৎসব কাল জীবনিবহের দুঃখ মোচনের জন্য পরিশ্রম করেন। এই ৪৫ বৎসরের মধ্যে বর্ষার কয়েক মাস ব্যতীত তিনি পদব্রজে হিমাদ্রি হইতে বিহার পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র—যেখানে দুঃখ, যেখানে ভ্রান্তি, যেখানে ব্যাকুলতা সেইখানে তাপিতের হৃদয়ে শান্তি-ধারা বর্ষণ করিয়া নির্ব্বাণের পবিত্রবাণী বিতরণ করিতে বৎসরের মধ্যে ৮ মাস কাল ভ্রমণ করিতেন। ভারতের যে সকল ব্যক্তি তখন সমাজের শীর্ষস্থানীয়,—সারিপুত্র, মৌদগল্যায়ন, আনন্দ প্রভৃতি সেইরূপ মহাত্মগণকে সঙ্গে লইয়া তিনি পবিত্র ভিক্ষুসংঘ গঠিত করিয়া নির্ব্বাণের দ্বার উদ্ঘাটিত করতঃ ভারতের দ্বারে দ্বারে তাঁহার অমৃতধর্ম্ম প্রচারের জন্য ৪৫ বৎসর কাল অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। অবশেষে মানবের দুঃখ মোচনের জন্য যিনি বৈকুণ্ঠধাম ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম অদ্য শেষ হয়। তিনি যে সময়ে দেখিলেন তাঁহার কর্ত্তব্য শেষ হইয়াছে, তাঁহার ধর্ম্মের গভীর তত্ত্ব সমূহ কাশ্যপ প্রমুখ ভিক্ষু সম্যক্ অবগত হইয়াছেন, এবং বৃদ্ধ বয়সে জরাজীর্ণ দেহে তাঁহার আর চলিবার শক্তি নাই, তখন তিনি মহাপরিনির্ব্বাণ লাভের জন্য অগ্রসর হইলেন। আজ আমাদের শোকের দিন, কারণ ভগবান তথাগত বুদ্ধ আজ তাঁহার আয়ুঃ-সংস্কার

বিসর্জ্জন করেন। কিন্তু তাই বলি কেন—মানব জীবনের আজ পরম আনন্দের দিন। কারণ যে জন্য নরনারায়ণ তথাগত বুদ্ধ, গোলকধাম পরিত্যাগ করতঃ ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, আজ সেই কার্য্যের সম্পূর্ণতা অনুভূতি করিয়া তিনি আপন কর্ত্তব্য শেষ করিয়াছিলেন।

দর্শন সম্বন্ধে, আমার বোধ হয়, হিন্দুধর্ম্মে ও বৌদ্ধধর্ম্মে যে ভেদ তাহা অজ্ঞানকল্পিত। উভয়েরই লক্ষ্য এক; উভয়েরই লক্ষ্য নির্ব্বাণ; এ বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না। প্রচারিত আছে, বুদ্ধদেব অবতীর্ণ হইয়া ভারতের প্রাচীন রীতি নীতি সমূহ আমুল পরিবর্ত্তন করেন—একথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। যদ্দ্বারা লোকের মনে বিদ্বেষ ভাব উদিত হয়, বা যদ্দ্বারা জনসমাজে সংঘর্ষ উপস্থিত হয় এমন কোন কার্য্য তিনি করেন নাই। মানবের শান্তির পথই তিনি আবিষ্কার করেন। অপর কেহ কেহ বলেন —ভারতের সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের সৃষ্টিও বুদ্ধদেবের সময় হইতে; কিন্তু ইহাও ঠিক নয়। বুদ্ধ বলিয়াছেন এই ভারতে তাঁহার পূর্ব্বে আট প্রকার সন্ন্যাসী সম্প্রদায় ছিল। তন্মধ্যে এক আজীবক সম্প্রদায়, আর এক ত্রিদণ্ডী; এ ছাড়া জটীল সম্প্রদায় প্রভৃতি আরও কয়েকটী সম্প্রদায় ছিল।

ফলকথা—সবই ছিল বটে, কিন্তু তিনি নূতন জিনিষ একটা আনিয়াছিলেন যাহা মানুষের সর্ব্বসময়ে, সকল অবস্থায় দরকার;—তাহা মধ্যপথ বা মাধ্যমিক বর্ত্ম। তিনি দেখান মানুষ কামনার বলে প্রণোদিত হইয়া যাহা করে, তাহার ফল ভাল হয় না; মানুষ কল্পনার বলে নূতন লক্ষ্যের দিকে ধাবিত হইলে তাহার বিবেক প্রচ্ছাদিত হয়। তিনি শিষ্য ও উপাসকগণকে সহজ ভাবে উপদেশ দিয়াছেন—কোন বিষয়েই বাড়াবাড়ি ভাল নয়। তপস্যাই কর, উপবাসই কর, সীমা আছে। শুধু দর্শনের আলোচনাই করিবে, সোহং চিন্তায় নিমগ্ন থাকিবে; আর সংসারের দিকে তাকাইবে না, মানুষের দিকে দেখিবে না; ইহা প্রশস্ত নয়। এই সংসারে অতিশয় আগ্রহ বা বৈরাগ্য দ্বারা পরিচালিত হইলে কর্ত্তব্যভ্রষ্ট

হইতে হয়। এইজন্য সর্ব্বদাই সদসৎ বিচার করা কর্ত্তব্য। সোজাপথে যেখানে ভাল জিনিস, সেই পথই আবিষ্কার করা চাই।

বুদ্ধদেব কোন ধর্ম্মেরই বিদ্বেষী ছিলেন না। জগতের কোন ধর্ম্মের সহিত তাঁহার ধর্ম্মের বিরোধ নাই। তিনি বলিয়াছেন যাহ পবিত্র, সাধু সেই পথে অগ্রসর হও। বুদ্ধ বলিতেন, ব্রাহ্মণ বা শ্রমণে বলিয়াছেন বা আমি বলিতেছি বলিয়া কোন বিষয় গ্রহণ করিও না। তোমার নিজের বিবেক আছে, বিচার করিয়া দেখ, ভাল হয় গ্রহণ কর, ভাল না হয় গ্রহণ করিও না। বুদ্ধের ধর্ম্ম মনুষ্য মাত্রেরই উপযোগী; তাহার কার্য্যবিধি পালন করিলে মানবের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হয়।

বুদ্ধের আর একটী মহৎ দৃষ্টান্ত—জীবের প্রতি অসীম দয়া। মানুষের গৃহে গৃহে গিয়া কিসে মানুষের দুঃখ নিবারণ হয় তাহা তিনি করিতেন। রাজার গৃহে, দরিদ্রের গৃহে, যেখানে দুঃখ যেখানে রোগ, যেখানে শোক, যেখানে ত্রিতাপের তাপে মানব ছট্‌ফট্ করিতেছে, সেইখানেই সেই করুণাবতার উপস্থিত হইতেন। পশুপক্ষী কীটপতঙ্গাদি নিকৃষ্ট জীবও তাঁহার অশেষ করুণার পাত্র ছিল।

উপসংহারে বক্তা ধর্ম্মাঙ্কুর সভার মহাস্থবির স্থবিরগণকে এই উৎসব আয়োজনের জন্য বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ প্রদান করেন।

অনন্তর পরিব্রাজক শ্রীমৎ শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী নামধেয় জনৈক হিন্দু-সন্ন্যাসী বক্তৃতা করিতে উঠিয়া বলেন—ভারতে যে সম্প্রদায় একদিন বৌদ্ধমত খণ্ডন করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিল, আমি সেই সম্প্রদায়ের পরিচ্ছদধারী হইয়াও অদ্য এই বৌদ্ধবিহারে আগমন করতঃ সর্ব্বসমক্ষে বুদ্ধপূজা করিতে দণ্ডায়মান হইয়াছি। তৎপরে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি নিরীশ্বর-বাদ প্রভৃতি দোষারোপ একে একে খণ্ডন করিয়া তিনি উপসংহারে বলেন যে হিন্দুধর্ম্মের সহিত বৌদ্ধধর্ম্মের পার্থক্য কোথাও নাই।

তদনন্তর ব্রহ্মদেশবাসী জনৈক ছাত্র মং টুনা ইংরেজীতে বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

পরিশেষে আকিয়াবের সুপ্রসিদ্ধ সওদাগর শ্রীযুক্ত বাবু ধীরেন্দ্র লাল চৌধুরী নির্ব্বাণের অর্থ ও স্বরূপ বুঝাইবার উদ্দেশ্যে কয়েকটী কথা বলিবার পর সভাপতি মহোদয় এক অনতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন— "অদ্যকার এই সভায়, বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত হিন্দুধর্ম্মের যে সকল বিবাদের বিষয়, তাহার সুন্দর আলোচনা হইয়াছে। ধর্ম্মপাল, সিদ্ধার্থ স্থবির, হীরেন্দ্র বাবু, মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ প্রভৃতি বক্তৃগণের গভীর গবেষণামূলক বক্তৃতা মনে রাখিবার এবং চিন্তা করিবার উপযোগী। চট্টল ও ব্রহ্মদেশবাসী বৌদ্ধেরা অনেক দিন হইতে এই পল্লীতে বাস করিতেছেন ; কিন্তু ২৫ বৎসর পূর্ব্বে কেহই আশা করেন নাই যে, তাঁহাদের সহিত আমরা এভাবে মিশিতে পারিব ; সমস্তই এই ধর্ম্মাঙ্কুর সভার চেষ্টায় হইয়াছে। বঙ্গের আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায় হিন্দু-বৌদ্ধের সমতা অনেকেই উপলব্ধি করিয়াছেন ; যাহারা সেরূপ শিক্ষিত নহে, তাহাদের জন্য অন্যপ্রকারের চেষ্টা ইহারা করেন। এতদ্বিষয়ে হীরেন্দ্র বাবু বক্তৃতা শেষ করিয়া উপবেশন করিলে আমি তাঁহাকেও বলিয়াছিলাম, জগজ্জ্যোতিঃ পত্রের নামোল্লেখ করা উচিত ছিল। তিনিও বিস্মৃতির জন্য ত্রুটী স্বীকার করেন। জগজ্জ্যোতিঃ আমি প্রতি মাসেই পাই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস জগজ্জ্যোতিঃ নিয়মিত পাঠ করিলে বৌদ্ধধর্ম্ম বিষয়ে ভারতবাসীর অনেক কুসংস্কার নিদূরিত হইবে। বৌদ্ধধর্ম্ম অতি গভীর ধর্ম্ম ; জগজ্জ্যোতিঃ পাঠ করিলে অনেকে সহজে সেই সমস্ত গভীর বিষয় বুঝিতে পারিবেন। সম্পাদক মহাশয় সভার রিপোর্ট পাঠ কালে, যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা বড় সুখের ও শুভদায়ক। বিশেষতঃ পাঠাগারের সঙ্কল্পটী অচিরে কার্য্যে পরিণত হইলে অনেক উপকার হইবে ; যাহাতে সঙ্কল্পিত কার্য্য শীঘ্র নিষ্পন্ন হয় তদ্বিষয়ে সকলের সচেষ্ট হওয়া উচিত।

বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয় কালে তাহা সুদূর চীন, জাপান প্রভৃতি দেশে প্রচারিত হইয়া সযত্নে রক্ষিত হইয়াছিল বলিয়া এক্ষণে সেই সকল দেশ

হইতে আমরা ভারতের অনেক লুপ্ত রত্ন পুনরায় প্রাপ্ত হইতেছি। আজ এই সভায় জাপানী ভিক্ষু আর, কিমুরা যে ভাবে বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতা করিলেন তাহা শুনিয়া অনেক বাঙ্গালীও লজ্জিত হইয়াছেন।

সর্ব্বশেষে প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত তিনকড়ি মুখোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতিকে ধন্যবাদ দিতে উঠিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম বিষয়ে জ্ঞাতব্য কয়েকটী কথা বলেন এবং তৎপ্রসঙ্গে ধর্ম্মাঙ্কুর সভার ভিক্ষুদিগকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ প্রদান করেন। উপসংহারে তিনি বলেন—"এই সুখের দিনে মহাস্থবির কৃপাশরণ উপস্থিত নাই—বৌদ্ধধর্ম্মের জন্যই তিনি দিল্লী যাত্রা করিয়াছেন এবং সেখানেও দায়কবর্গকে লইয়া তিনি অদ্যকার পুণ্য-উৎসবে নিযুক্ত আছেন। সুতরাং তিনি আমাদের মধ্যে অদ্য এখানে সশরীরে উপস্থিত না থাকিলেও আমাদের সহিত অধ্যাত্মযোগে যোগী হইয়া এই উৎসব সম্পন্ন করিতেছেন, ইহা মনে করিতে পারি। সর্ব্বশেষে তিনি সকল বক্তৃগণকেই ধন্যবাদ প্রদান করেন।

অনন্তর বিদায় সঙ্গীত গীত হইবার পর জলযোগান্তে রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হয়।

অদ্য এই মাঘী-পূর্ণিমার রাত্রে সাধারণ সভা ভঙ্গ হইবার পরই বৌদ্ধ উপাসক উপাসিকাগণ পুষ্প, বাতি, সুগন্ধ দ্রব্যাদি লইয়া দলে দলে বুদ্ধ-পূজার জন্য বিহারে উপস্থিত হইতে লাগিলেন; পরে রাত্রি ১১টার সময় শ্রীমৎ গুণালঙ্কার মহাস্থবিরের সভাপতিত্বে কলিকাতাস্থ বঙ্গীয় বৌদ্ধ সাধারণের এক সভা হয়। সভার প্রারম্ভে বৌষ্ট্রীটস্থ "আদি-বৌদ্ধ-উৎসাহিনী সঙ্গীত সমিতি" কর্ত্তৃক বৌদ্ধসঙ্গীত গীত হয়। সভাপতি মহাশয় উপাসক উপাসিকাগণকে অদ্যকার সভার উদ্দেশ্য ও মাঘীপূর্ণিমার উৎসবের তাৎপর্য্য বুঝাইয়া দিলে পর, শ্রীমৎ প্রিয়তিষ্য ভিক্ষু কয়েকটী পালিগাথা উচ্চারণ করিয়া তাহার ব্যাখ্যা করেন। রাত্রি ২টার সময় সভা ভঙ্গ হয়। অদ্যকার সাধারণ সভায় সমাগত ভদ্রলোকদিগের জলযোগের ব্যয়ভার সঙ্গুভেলি টিঃ কোম্পানির প্রোপ্রাইটার শ্রীযুক্ত বাবু

পুলিনবিহারী চৌধুরী, বেলখাইন নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু অন্নদাচরণ বড়ুয়া, পাঁচরিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু অরুণচন্দ্র চৌধুরী, কর্ত্তালানিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্রলাল চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত বাবু বৈষ্ণব চরণ তালুকদার এবং উনাইনপুরা বাসাস্থ মহাত্মগণ বহন করেন, তজ্জন্য সভাপতি তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।
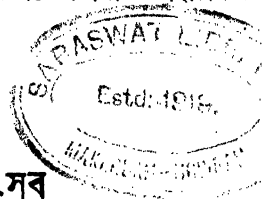
বৈশাখী-উৎসব

(প্রীতি-সম্মিলন)

ধর্ম্মাঙ্কুরের সৃষ্টি হওয়া অবধি তাহা বৌদ্ধদিগের সমস্ত জাতীয় উৎসব গুলি অতি সমারোহের সহিত সম্পন্ন করিয়া আসিতেছেন, ইহা কলিকাতাবাসিগণ অবগত আছেন। সকলেই জানেন বৈশাখী-পূর্ণিমায় বুদ্ধের জন্মোৎসব, আষাঢ়ী-পূর্ণিমায় ধর্ম্মচক্র-প্রবর্ত্তন উৎসব, আশ্বিনী-পূর্ণিমায় প্রবারণা উৎসব এবং মাঘী-পূর্ণিমায় বুদ্ধের আয়ুঃসংস্কার বিসর্জ্জন উৎসব অতি জাঁক জমকের সহিত কপালিটোলাস্থ বৌদ্ধ বিহারে বৎসর বৎসর সমাধা হইয়া থাকে। এই সকল উৎসবেই বৌদ্ধদিগের জাতীয় সভা, মহিলা সম্মিলনী, শিক্ষা সমিতি, প্রভৃতির বিশেষ বিশেষ অধিবেশন ব্যতীত, প্রত্যেক উৎসবেই ধর্ম্মাঙ্কুরের একটী করিয়া সাধারণ অধিবেশন হয়, যাহাতে সকল ধর্ম্ম সকল সম্প্রদায়ের অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি যোগদান করিয়া, ধর্ম্মালোচনা করেন, বক্তৃতা করেন, প্রবন্ধ পাঠ করেন, এবং আমোদ আহ্লাদ উপভোগ করেন। এই অধিবেশন সমূহের আর একটী বিশেষত্ব, বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের সমস্বরে পালি সূত্রপাঠ এবং জয় মঙ্গলাদি গাথা আবৃত্তি। ইহা ছাড়া, ধর্ম্মাঙ্কুরের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমৎ কৃপাশরণ মহাস্থবিরের জন্মদিন উপলক্ষেও কলিকাতাবাসী বৌদ্ধগণ, একটী উৎসব করেন।

সম্প্রতি এ বৎসর হইতে আর একটী নূতন উৎসবের সৃষ্টি করিয়া ধর্ম্মাঙ্কুরে উৎসবের তালিকা বৃদ্ধি করা হইয়াছে। উৎসবটী বৈশাখের প্রথম দিন অর্থাৎ ১লা বা শুভ বৈশাখ উপলক্ষে। এ বৎসরে উৎসবটী কেবল কলিকাতাবাসী বৌদ্ধগণ এবং দুই চারিজন অন্যান্য সম্প্রদায়ের বন্ধুকে লইয়াই সম্পন্ন হইয়াছিল, উদ্দেশ্য প্রথম বৎসরে এই নব উৎসব বিষয়ে লোকের কিরূপ মতামত তাহা অবগত হওয়া এবং আগ্রহ কিরূপ তাহা পরীক্ষা করা। কিন্তু উপস্থিত সকলেরই উৎসবটীকে স্থায়ী করা মত জানিয়া এবং তদ্বিষয়ে সকলেরই আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া, সভা-পতি মহোদয় স্থির করেন আগামী বৎসরে এই উৎসব অপরাপর উৎস-বের ন্যায় বিশেষ সমারোহের সহিত নিষ্পন্ন হইবে।

ধর্ম্মাঙ্কুরের সকল উৎসবই সাম্প্রদায়িক ভাব বিবর্জ্জিত হইলেও বিশেষ ভাবে এই ১লা বৈশাখের উৎসবটীকে সার্ব্বজনীন উৎসব রূপে পরিণত করা আমাদের উদ্দেশ্য; এবং বস্তুতঃ ইহা কেবল বৌদ্ধদিগেরই উৎসবই না হইয়া যাহাতে সমগ্র বঙ্গের জাতীয় উৎসব রূপে পরিগৃহীত হয় তজ্জন্য ইহাকে একপ্রকার "প্রীতি সম্মিলনে" পরিণত করা হইয়াছে।

উৎসব মানেই যে, "যেন তেন প্রকারেণ", কতকগুলি পর্ব্বের সৃষ্টি করিয়া আমোদ করা বা অর্থ উপার্জ্জন করা তাহা কখনও আমাদের উদ্দেশ্য নয়। উৎসবকে যে জাতি আমোদের জন্য বা অর্থলাভের জন্য সৃষ্টি করে সে জাতির জাতীয় চরিত্র তদ্দ্বারা অবনতি প্রাপ্ত হয়। উৎসব সৃষ্টি বা নির্ব্বাচন করা বিশেষ বিবেচনার কার্য্য। বীর পূজা, অবতার পূজা, কবি পূজা, দেশের ধর্ম্ম বা সমাজ বা শিক্ষা সংস্কারকের পূজা, প্রভৃতি বিভিন্ন পূজা, বা উৎসবে জাতীয় চরিত্র বিভিন্ন ভাবে গঠিত হইয়া থাকে। আমাদের এই নব বর্ষ উৎসবও স্থায়ী হইলে এবং বিস্তার লাভ করিলে তাহা বঙ্গের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিতে সক্ষম হইবে, আমরা এরূপ আশা করি।

এই উৎসব উপলক্ষে ১লা বৈশাখ রাত্রি ১১ ঘটিকার সময় ধর্ম্মাঙ্কুর

সভাগৃহে এক সভা আহূত হয়। সভায় কলিকাতাস্থ বৌদ্ধগণ উপস্থিত হইয়া বিশেষ উৎসাহ ও আনন্দ প্রকাশ করেন এবং দীপ ও মাল্যাদি দ্বারা বুদ্ধমূর্ত্তির পূজা করেন। ধর্ম্মাঙ্কুরের স্থায়ী সভাপতি শ্রীমৎ কৃপাশরণ মহাস্থবির এই সভার সভাপতি মনোনীত হইলে কনসার্ট সূচনা-গান, ও অন্যান্য ধর্ম্মমূলক সংগীত হয়। তন্মধ্যে বাবু স্নেহময়, সঙ্গীতাধ্যাপক বাবু উপেন্দ্রলাল চৌধুরী ও উপেন্দ্রলাল চৌধুরীর গান বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

প্রথমেই ধর্ম্মাঙ্কুর সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী অদ্যকার সভার উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিয়া এই নববর্ষ উৎসবটীকে স্থায়ী করিবার জন্য সকলকে উৎসাহিত করেন।

অনন্তর সভাপতি মহোদয়ও উপস্থিত সকলকে এই সভার উদ্দেশ্য, এবং ধর্ম্মাঙ্কুরে উৎসবের অভাব না থাকিলেও ব্যয় বাহুল্য করিয়া, পুনশ্চ এই নূতন উৎসবের সৃষ্টি করার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা কি তাহা বুঝাইয়া দিলে, সকলেই এই অত্যাবশ্যকীয় উৎসবের প্রবর্ত্তন করার জন্য সন্তোষ প্রকাশ করেন।

তদনন্তর গুণালঙ্কার মহাস্থবির মহোদয় একটী অনতিদীর্ঘ বক্তৃতা দ্বারা এই উৎসবের সার্থকতা কি বুঝাইয়া দেন। তিনি বলেন, "নানাদিক হইতে দেখিলে এই উৎসবের উপকারিতা উপলব্ধি হইবে। এই নববর্ষের প্রথম দিনে আপনারা একত্র হইয়া পরস্পর দ্বেষ হিংসা ভুলিয়া পরস্পরের প্রতি মৈত্রীভাব পোষণ করিবার উপযুক্ত সুযোগ পাইয়াছেন। বৎসরের এই প্রথম দিনে আপনারা একত্র হইয়া আপনাদের অতীত বর্ষের কার্য্যাবলীর বিষয় আলোচনা করতঃ জাতীয় শিক্ষা, জাতীয় উন্নতি, প্রভৃতির কোন বিষয়ে কতদূর উন্নতি করিলেন তাহা বিবেচনা করিবার অবসর পাইয়াছেন। নববর্ষারম্ভে এই বুদ্ধমূর্ত্তির সম্মুখে দাঁড়াইয়া আপনারা ব্যক্তিগত ভাবে কে কিরূপে গত বৎসর গত করিয়াছেন, তাহার সদ্ব্যবহার করিয়াছেন কি তাহার অপব্যবহার করিয়া তাহা নষ্ট

করিয়াছেন, তাহারও জমাখরচ করিয়া দেখিতে পারিবেন। খৃষ্টান, মুসলমান সকল জাতিই আপন আপন নববর্ষ-উৎসব অতি সমারোহের সহিত সম্পন্ন করিয়া থাকেন। জাপান, চীন, ব্রহ্মদেশ এবং সিংহল প্রভৃতি বৌদ্ধদেশেও নববর্ষ উৎসব খুব সমারোহের সহিত সম্পন্ন হয়।

১লা বৈশাখই ভারতের সর্ব্বত্র বৎসরের প্রথম দিন বলিয়া গণ্য না হইলেও বৌদ্ধজাতি ১লা বৈশাখেই নববর্ষ উৎসব সম্পন্ন করিতে পারেন, তাহার কারণ বৈশাখী-পূর্ণিমা বৌদ্ধদিগের সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র দিন—যেদিনে ভগবান তথাগতের জন্ম, বোধিমূলে সিদ্ধিলাভ এবং কুশীনগরে মহাপরিনির্ব্বাণ লাভ হইয়াছিল। কিন্তু বৈশাখী পূর্ণিমা সকল বৎসরেই বৈশাখমাসে হয় না; কখন কখনও জ্যৈষ্ঠ মাসেও পড়ে। সেই জন্য বৌদ্ধজাতি সাধারণতঃ বৈশাখ মাসটীকেই পবিত্র মনে করিয়া থাকেন; এবং এই কারণে বৈশাখের প্রথম দিনেই নববর্ষ উৎসব সম্পন্ন করা সঙ্গত। তিব্বতবাসিগণ এই বৈশাখমাসটীকে পবিত্র মনে করিয়া তাহার প্রথম দিবস হইতেই উৎসব আরম্ভ করিয়া থাকেন।

অনন্তর সমণ পুণ্ণানন্দও নববর্ষ উপলক্ষে একটী সুন্দর সারগর্ভ বক্তৃতা করেন এবং শ্রমণ অগ্রবংশ তাঁহার বহুদিন ব্রহ্মদেশে অবস্থান জনিত তথাকার এই উৎসব বিষয়ে নিজের অভিজ্ঞতা সকলকে জানান।

তদনন্তর সকলে ত্রিশরণ ও পঞ্চশীল গ্রহণ করিলে ভিক্ষুমণ্ডলী জয়-মঙ্গল গাথায় সকলকে আশীর্ব্বাদ করেন। পরে রাত্রি ৯॥ টার সময় সভাভঙ্গ হয়।

বৈশাখী-পূর্ণিমোৎসব

বিগত ১৪ই জ্যৈষ্ঠ, (২৮শে মে) শুক্রবার বৌদ্ধ-ধর্ম্মাঙ্কুর সভাগৃহে শ্রীশ্রীভগবান তথাগত বুদ্ধের ২৫৩১তম জন্মোৎসব ২৫০৪তম বুদ্ধত্বলাভ ও ২৪৫৯তম মহাপরিনির্ব্বাণোৎসব সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবারও বিহার, বিহারপ্রাঙ্গণ, বিহারের চতুষ্পার্শ্ব, ললিতমোহন দাসের লেন, মহারাজকুমার নন্দীর লেন প্রভৃতি স্থান ধ্বজা পতাকামণ্ডিত ও পত্রপুষ্পপরিশোভিত হইয়া অপূর্ব্ব-শ্রী ধারণ করিয়াছিল। প্রভাতে বিহারের পার্শ্বদেশোপরি নহবৎখানায় মেঘমন্দ্রে ভৈরবী রাগিণী আলাপের সঙ্গে সঙ্গে উপাসক উপাসিকাবর্গ বিহারে আগমন করিতে আরম্ভ করেন এবং বুদ্ধপূজা ও ভিক্ষুপূজায় বিহার-স্থল ভক্তি-ভাব-তরঙ্গে ভরিয়া উঠে। সে দিন ১৪ জন ভিক্ষুকে পিণ্ডদান করা হয়। বেলা দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত উপাসক ও উপাসিকাগণের সেই সভক্তি বুদ্ধপূজা, ভিক্ষুপূজা, পঞ্চশীল গ্রহণ, প্রণাম, পরস্পর পরস্পরের প্রেমালিঙ্গন, নমস্কার, সাদর সম্ভাষণ, দান প্রতিদান প্রভৃতি দর্শন করিলে অতি বড় পাষণ্ডকেও স্তম্ভিত হইতে হয়। মনে হয়, যে জাতির মধ্যে এখনও এহেন একতা, এহেন ধর্ম্মভাব সে জাতির অভ্যুদয়ের যে আর বিলম্ব নাই, তাহাতে আর সন্দেহ কোথায়? ত্রিরত্নের নিকট প্রার্থনা করি—বৌদ্ধসমাজে এই ধর্ম্মভাব ও একতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউক। ভারতীয় বৌদ্ধসমাজ আবার তাঁহাদের নষ্ট গৌরব পুনঃপ্রাপ্ত হউন, বৌদ্ধসমাজ—বৌদ্ধভিক্ষুগণ আবার জগতের শিক্ষক পদ প্রাপ্ত হউন।

পরে অপরাহ্ন ৬ ঘটিকার সময় ভারতের অন্যতম মনীষী, বঙ্গের তথা ভারতের অন্যতম সুসন্তান, সংস্কৃত কলেজের সুযোগ্য অধ্যক্ষ, হিন্দুবৌদ্ধ

শাস্ত্রে পরম পণ্ডিত, বহু ভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিতপ্রবর মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীল শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ; পি, এইচ, ডি মহোদয়ের সভাপতিত্বে এক বিরাট সাধারণ সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সভায় হিন্দু, বৌদ্ধ, ব্রাহ্ম, খ্রীষ্টান ও জৈন প্রভৃতি সকল সমাজেরই ধর্ম্মপ্রাণ মহাপুরুষগণ শুভাগমন করিয়া সভার আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন।

সভার প্রারম্ভে "বৌদ্ধ সঙ্গীতসমিতি" কর্ত্তৃক কনসার্ট সহযোগে ঐক্যতান বাদনের পর কলিকাতা ইউনিভারসিটীর পালি-অধ্যাপক, ও পালি-পরীক্ষক সমণ পুন্নানন্দ সভাপতি বরণ করিতে উঠিয়া এই বৈশাখী-পূর্ণিমা-উৎসবের বিশেষত্ব অতি প্রাঞ্জল ভাবে বুঝাইয়া সিংহলে এই উৎসবের সমারোহ বর্ণনা করেন। তৎপর তিনি বৌদ্ধশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, বৌদ্ধদিগের পরম বন্ধু, যাঁহার অনুকম্পায় ও প্রাণপাত চেষ্টায় বৌদ্ধধর্ম্মের আলোচনার প্রারম্ভ, ইউনিভারসিটিতে পালিশিক্ষা-প্রবর্ত্তন সুদূর সিংহল দেশে পালি অধ্যয়ন করিয়া যিনি বৌদ্ধশাস্ত্রের নব নব রহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন, তিব্বত দেশীয় ভাষায় অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া যিনি মহাযান ধর্ম্মপুস্তকাদি প্রণয়ন করিয়াছেন, সেই মহাত্মা মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহোদয়কে সভাপতি পদে বরণ করিবার জন্য প্রস্তাব করেন। শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি, এল মহোদয় প্রস্তাবের সমর্থন করিতে উঠিয়া বলেন—স্বর্গীয় মহাত্মা নরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় শুভক্ষণে বৌদ্ধসভার উন্নতিকল্পে মহামহোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সহায়তা লাভ করিয়াছিলেন, বৌদ্ধসমাজ শুভক্ষণে বিদ্যাভূষণকে প্রাপ্ত হইয়াছেন, বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতিকল্পে, মৃতপ্রায় বৌদ্ধধর্ম্মকে পুনর্জ্জীবিত করিবার জন্য মহামহোপাধ্যায় যে পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। অদ্যকার সভাপতি বরণ বড়ই সুশোভন হইয়াছে। আমি সভার ও হিন্দু সমাজের পক্ষ হইতে সমণ পুন্নানন্দের সভাপতি বরণ প্রস্তাবের সমর্থন করিতেছি। মুহুর্মুহুঃ আনন্দধ্বনির মধ্যে সভাপতি মহোদয় আসনে সমাসীন হইলে

পর উদ্বোধন সঙ্গীত গীত হয় এবং ভিক্ষুগণ সুললিত স্বরে 'জয়মঙ্গল গাথা' আবৃত্তি করিয়া সভাপতি মহোদয় ও সমাগত জনসংঘের কল্যাণ কামনা করেন। পরে সভার সহযোগী সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের রিপোর্ট পাঠান্তে শ্রীমান রাজেশ্বর বড়ুয়া, ও শ্রীমান অপর্ণা চরণ বড়ুয়া কবিতা আবৃত্তি করিয়া সভাস্থ সকলকে তৃপ্ত করেন।

সৌম্যমূর্ত্তি বিনয়নম্রতার আধার সভাপতি মহাশয় অভিভাষণ প্রদানের জন্য দণ্ডায়মান হইলে আনন্দ কোলাহলে সভাস্থল মুখরিত হইয়া উঠে। তারপর তিনি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ মৃদুমধুরস্বরে সহাস্যবদনে বলেন—"সমবেত ভদ্র মহোদয়গণ! আজ যে জন্য আমরা এ সভায় সমবেত হইয়াছি, তাহা শ্রদ্ধাস্পদ সমণ পূর্ণানন্দ বর্ণনা করিয়াছেন, প্রতি-বৎসরই এইভাবে এই পূর্ণিমা তিথিতে পূত হৃদয়ে আমরা এখানে আগমন করিয়া থাকি। এই বৈশাখী-পূর্ণিমা মাত্র ভারতের নহে—জগতের অতি পবিত্র দিন। এই দিনে জগতের অন্যতম প্রধান উপদেষ্টা ভগবান বুদ্ধদেবের জন্ম, বুদ্ধত্বলাভ ও মহাপরিনির্ব্বাণ প্রাপ্তি; সেই জন্য অদ্য তাঁহার নাম স্মরণের জন্য আমাদের এই সমাগম। তিনি যে সকল মহান্ উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন, তাহা সমগ্র প্রকাশের এস্থান নহে, তাঁহার জীবনের দুই একটি ঘটনারই আজ উল্লেখ করিব। তবে কোন্ অংশ বলিব বা কোন্ অংশ পরিত্যাগ করিব পূর্ব্বাহ্নে তাহার আভাষ দিতে পারিতেছি না। বর্ষে বর্ষে এরূপ সভা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, যে সকল কথা বলিব, হয়তঃ তাহার অনেক কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, সুতরাং সুধীমণ্ডলী যেন আমায় পুনরুক্তি দোষে দোষী না করেন।

ভারতে যে সমস্ত মহাযোগী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদিগের মধ্যে বুদ্ধদেবই সর্ব্বপ্রধান। যদি ভারতবর্ষ কোন বিষয়ের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করে, যদি জগতবাসী ভারতের পূজা করে, তবে তাহা ভগবান বুদ্ধদেবের জন্মের জন্যই করিবে। ভারতে বুদ্ধদেবের জন্মের পূর্ব্বে বহু শাস্ত্র, বহু দর্শন; বেদ, উপনিষদের সৃষ্টি হইয়াছিল, অনেক রীতিনীতি সমাজ

বন্ধন বিচক্ষণ নীতিবিশারদগণের দ্বারা প্রবর্ত্তিত ও প্রচলিত হইয়াছিল কিন্তু পৃথিবী তাহার কোন দিন পরিচয় পায় নাই, তাহা ভারতের সীমা অতিক্রম করে নাই, হিন্দুগণ কখন ধর্ম্মপ্রচারের জন্য ভারতের বাহিরে গমন করে নাই, বেদ উপনিষদ প্রভৃতি শ্রুতিশাস্ত্র কখন লিখিত হয় নাই, পুরুষানুক্রমে মুখে মুখে চলিয়া আসিত। বুদ্ধের সময়ই প্রথম ভারতবর্ষের বাহিরে ধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ হয়। তাঁহার আচার্য্য-মুষ্টি ছিল না। তিনি ভেদাভেদ ভুলিয়া, অধিকারী অনধিকারীর বিচার না করিয়া, জ্ঞান-উপদেশ বিতরণ আরম্ভ করেন। বর্ত্তমান সময়ের আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই সময় হইতেই ধর্ম্মজ্ঞান ও নীতি ভারতবর্ষ হইতে বিদেশ গমন আরম্ভ করে। বিদ্যা দান করিলেই বৃদ্ধি পায় সেই জন্য ভারতেরও জ্ঞান গৌরব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে, জ্ঞাত অজ্ঞাত সমস্ত প্রদেশেই বুদ্ধের উপদেশ প্রচারিত হইয়াছিল। মহারাজ অশোকের পূর্ব্বেই পূর্ব্বএসিয়া উত্তর এসিয়া প্রভৃতি দেশে ধর্ম্ম প্রচার হয়, কিন্তু তাহার ইতিহাস নাই। ঐতিহাসিকগণ বলেন— অশোকের খোদিত-শিলালিপিই প্রামাণিক ইতিহাস, তৎপূর্ব্বের কোন কথা ধ্রুব সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না, কিন্তু আশ্চর্য্য যে বৌদ্ধধর্ম্ম অশোকের বহু পূর্ব্বে বহু দেশে বিস্তৃতি লাভ করিলেও তখন পর্য্যন্ত তাহা সাধারণের গোচরীভূত হয় নাই। প্রসিদ্ধ চীন পরিব্রাজক হুয়েনসাং ও জানিতেন না বা এখানে আসিয়াও জানিতে পারেন নাই যে, কিরূপে কখন কিভাবে উত্তর ও পূর্ব্ব এসিয়ার দেশ সমূহে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার হইয়াছিল। যদি জানিতেন বা জানিতে পারিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্তে লিখিয়া রাখিয়া যাইতেন।

২৩০০ বৎসর পূর্ব্বে বুদ্ধের জন্ম-পরিচয় পশ্চিম ও পূর্ব্ব এসিয়ার সর্ব্বত্র অর্থাৎ জাপান, কোরিয়া, মঙ্গোলিয়া, মিসর, গ্রীস, সিরিয়া, ইজিপ্ত, ব্যাকটিরিয়া প্রভৃতি দেশের লোক জানিতেন; ঐ সকল দেশে বৌদ্ধমিশনারিগণ যাইয়া ধর্ম্মপ্রচার করিতেন একথা অস্বীকার করিবার উপায়

নাই—প্রমাণ, অশোকের খোদিত শিলালিপি। চীনদেশে খ্রীষ্ট-জন্মের কিছু পূর্ব্বে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হয়, তখন কন্‌ফিউসিয়াস্ মত ছিল; পরে শ্যাম ও ব্রহ্মদেশে ইহার প্রচার হয়। এখন ধর্ম্মপ্রচার করিতে হইলে অর্থবল চাই, মিশনারি চাই, রাজশক্তির সাহায্য চাই, কিন্তু বৌদ্ধভিক্ষুগণের কোন সম্বল ছিল না, তাঁহারা ভিক্ষাপাত্র ও কাষায় বস্ত্র মাত্র সম্বল লইয়া হিংস্রজন্তুসমাকীর্ণ বিজন অরণ্য ও ভীষণ মরুভূমি, নদ নদী পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন করিয়া দেশ দেশান্তরে গমনপূর্ব্বক ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছেন,—বিশেষ এখানকার ন্যায় তখন রাস্তাঘাট ছিল না, রেল ষ্টীমার ছিল না, সর্ব্বত্রই পদব্রজে যাইতে হইত, হাজার জনের মধ্যে হয়তঃ একজন গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইতেন। এমন অবস্থায় যে ধর্ম্ম যাঁহাদের দ্বারা প্রচারিত হইয়াছে, বিবেচনা করুন সে ধর্ম্মই বা কিরূপ, সে সকল ব্যক্তিরাই বা কত মহান্? তাঁহারা ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছেন কাহাদের নিকট?—শুনিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। আম-নরমাংসভোজী রাক্ষস পিশাচদিগের নিকট দস্যু তস্করগণের নিকট অহিংসা পরমোধর্ম্ম প্রচার কি অলৌকিক কার্য্য নহে? মহারাজ অশোকের পুত্র মহেন্দ্র ও কন্যা সংঘমিত্রা সিংহল যাইয়া বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করেন। সিংহলরাজ মৃগয়ার্থে গমন করিয়া বনমধ্যে প্রথম যেস্থলে ভিক্ষু মহেন্দ্রকে দর্শন করিয়াছিলেন, সেস্থান চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে, তথায় মহেন্দ্রের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।

আজ যে, শ্যাম, সিংহল, চীন, জাপান ভারতবর্ষকে সর্ব্বাপেক্ষা পূতস্থান বলিয়া মনে করে তাহা শুধু বুদ্ধদেবের জন্য। তাঁহার জন্মের পূর্ব্বে ভারতের এরূপ খ্যাতির প্রসার ছিল না। অনেক দর্শনের সৃষ্টি হইয়াছে, বটে, কিন্তু বৌদ্ধদর্শনের ন্যায় এরূপ গভীরতা কোন দর্শনে নাই; বৌদ্ধদর্শনই অন্যান্য দর্শনকে সংশোধিত করিয়াছে। আবার বৌদ্ধধর্ম্ম সর্ব্বসাধারণের ধর্ম্ম, সর্ব্বসাধারণকে বুঝাইবার জন্যই অনেক স্থলে ইহাতে পুনরুক্তি দোষ পরিদৃষ্ট হয়।

তারপর বৌদ্ধযুগ মাত্র সর্ব্ব সাধারণের মধ্যে জ্ঞান, বিদ্যা ও ধর্ম্ম

প্রচার করেন নাই, বৌদ্ধযুগে,—অর্থনীতি, সমাজনীতি, শিল্পবাণিজ্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি সমস্ত বিষয়েরই উন্নতি হইয়াছিল। এবং ক্রমে ভারতের বাহিরেও ঐ সকল বিষয় প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। তিব্বত, সিকিম ও সিংহলে বহুবর্ষ পূর্ব্বে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হইলেও মনে হয়, যেন গতকল্য প্রচারিত হইয়াছে।" তারপর তিনি ভিক্ষুদিগের দৈনন্দিন কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্বন্ধে বিবিধ জ্ঞাতব্য বিষয়ের উল্লেখ করিয়া ভিক্ষু-জীবনই যে জগতের আদর্শ জীবন তাহা বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন। এই ভিক্ষুজীবনের আদর্শেই প্রাতিমোক্ষ গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে। উহা ভিক্ষুদিগের নিয়মাবলীতে পরিপূর্ণ।

তারপর বলেন,—"আমাদের, বড়ই দুর্ভাগ্য যে কাল সহকারে এমন ধর্ম্মও অন্তর্হিত হইয়াছে। তবে প্রকৃত ধর্ম্ম যাহা তাহা আছেই আছে,—অবশ্য রূপান্তরিত হইয়াছে। আবার শনৈঃ শনৈঃ বৌদ্ধধর্ম্মের বেশ বিস্তার হইতেছে। ভিক্ষুগণের জন্য আজ এখানে কত লোকের সমাগম হইয়াছে। বুদ্ধের প্রতি বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি ভক্তি না থাকিলে কি কেহ এখানে আসিতেন? বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের অগ্রণী চট্টগ্রামের ভিক্ষুগণ, তাঁহারা যথার্থই অকৃত্রিম সাধু পুরুষ, শ্রীমৎ কৃপাশরণ, গুণালঙ্কার ও পুন্নানন্দ ধর্ম্মের ও সমাজের অকৃত্রিম বন্ধু। আজ এই সহরে একটি মাত্র বিহার আছে। আশা হয়, এই বিহারেও সেই প্রাচীন আদর্শে বোধিবৃক্ষ রোপিত হইবে, স্তূপ হইবে, রীতিমত ধর্ম্মোপদেশ হইবে। বিহারের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইবে, এমন মহৎ উদ্দেশ্যে স্থানের অভাব হয় না, হইবেও না। সেদিন আমি চট্টগ্রাম ভ্রমণ করিয়া বৌদ্ধ-বিহার দর্শন পূর্ব্বক যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইয়াছি। যেরূপ শুভ লক্ষণ সকল প্রতীয়মান হইতেছে, তাহাতে এরূপ চলিলে জগতবাসী পরস্পর পরস্পরকে ভ্রাতৃভাবে বন্ধন করিবে, বৌদ্ধধর্ম্ম ৫০০০ বৎসর থাকিবে। আড়াই হাজার বৎসর গিয়াছে, বাকী ২৫০০ বৎসরের বহুকাল পরে মৈত্রেয় বুদ্ধের আগমন জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। Universal brotherhoodএর প্রাবল্যে

জাতিবর্ণ ধর্ম্ম কিছুই ভেদ থাকিবে না। জগতে প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে।

"সব্বপাপস্স অকরণং কুসলস্স উপসম্পদা
সচিত্ত পরিয়োদপনং এতং বুদ্ধানসাসনং।"

কি মহান্ উপদেশ, কোন ধর্ম্মের প্রতি বিরোধ নাই। অধিক আর কি বলিব, ভিক্ষু মহাত্মাদিগের চেষ্টা ফলবতী হউক, বৌদ্ধধর্ম্মের পূর্ণ বিস্তার হউক, সমগ্র পৃথিবীতে তাঁহার পবিত্র নাম ধ্বনিত হউক।"

তারপর হাইকোর্টের অন্যতম সুযোগ্য বিচারপতি অনারেবল মিষ্টার জষ্টিস, হোমউড্, মহোদয়ের পত্নী মিসেস হোমউড্ মহোদয়া সভায় উপস্থিত হইতে না পারায় যে সহানুভূতিসূচক পত্র লেখেন তাহা সভাপতি মহোদয় পাঠ করেন।

তৎপর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় "আত্মা" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ এবং শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় "বিশ্বপ্রেম" শীর্ষক আর একটি প্রবন্ধ পাঠ করিবার পর শ্রীযুক্ত শচীন্দ্র বাবু, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র নাথ সিংহ, চট্টগ্রাম কলেজের অন্যতম পালি অধ্যাপক শ্রীমৎ ধর্ম্মবংশ স্থবির প্রভৃতি মহাত্মগণ অতীব সুললিতভাবে বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের সন্তোষ সাধন করেন। পরিশেষে শ্রীমৎ গুণালঙ্কার মহাস্থবির, সভাপতি মহোদয় ও সমবেত ভদ্রমণ্ডলীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলে পর সভাপতি মহাশয় পুনরায় গাত্রোত্থান করিয়া উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া বলেন যে, আজ এস্থানে মহাপুরুষের গুণকীর্ত্তন হইল, কাজের ফল আছেই, আজ এই পুণ্যকার্য্যের ফল ভারতসম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জকে অর্পণ করা হইতেছে; ভগবান তাঁহার মঙ্গল বিধান করুন। আমি আপনাদের আদেশ পালন করিলাম মাত্র, আপনারা আমার ত্রুটী বিচ্যুতি মার্জ্জনা করিবেন। পরিশেষে পরিব্রাজক শ্রীমৎ শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলে পর জলযোগান্তে রাত্রি ৯ টার সময় সভাভঙ্গ হয়।

পুনরায় রাত্রি ১০॥০ ঘটিকার সময় চট্টগ্রাম বৌদ্ধসমিতির সভাপতি শ্রীমৎ ধর্ম্মবংশ স্থবির মহোদয়ের সভাপতিত্বে আর একটী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত বাবু রেফ মগধ মহাশয় 'অনিত্যতা' বিষয়ক একটী গান করিলে পর সভার কার্য্যারম্ভ হয়। সভার প্রারম্ভে ব্রহ্মদেশীয় জনৈক ভিক্ষু হিন্দি ভাষায় কয়েকটী নীতিপূর্ণ কথা বলেন, শ্রীযুক্ত বাবু অবিনাশ চন্দ্র বড়ুয়া "শিষ্টাচার" সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন। সভাপতি মহোদয় ধর্ম্মোপদেশ দান করিয়া সমবেত উপাসক উপাসিকাগণকে পঞ্চশীল প্রদান করেন। গুণালঙ্কার মহোদয় উৎসব সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিয়া যে সমস্ত মহাত্মা এই উৎসব-উপলক্ষে দান করিয়াছেন তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তদনন্তর উপাসক পঞ্চানন বড়ুয়ার ক্রিয়া উপলক্ষে সভ্যবৃন্দকে জলযোগ করান হয়।

উপসংহারে বিজ্ঞপ্তি করিতেছি যে, মলঙ্গা লেনস্থ "বৌদ্ধ সঙ্গীত সমিতি" "বৌষ্ট্রীট্স্থ আদি বৌদ্ধ উৎসাহিনী সঙ্গীত সমিতি" ও "কলিকাতা বৌদ্ধ সম্মিলনী" সভায় সঙ্কীর্ত্তন করিয়া সাধারণের ধন্যবাদ ভাজন হন।

বৌদ্ধধর্ম্মাঙ্কুর সভার স্থায়ী সভাপতি
আচার্য্য শ্রীমৎ কৃপাশরণ মহাস্থবির মহোদয়ের জন্মোৎসব।

বিগত ৭ই আষাঢ় মঙ্গলবার ধর্ম্মাঙ্কুর হলে আচার্য্য শ্রীমৎ কৃপাশরণ মহাস্থবির মহোদয়ের ৫১শ তম জন্মোৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। সেইদিন প্রাতঃকাল হইতেই নহবতের শব্দে বিহার ও মন্দির মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। সভাধিবেশন হইয়াছিল রাত্রি ১০ দশ ঘটিকার সময়, কিন্তু সন্ধ্যার সময় হইতেই উপাসক উপাসিকাগণ বাতি,

ফুল, ফুলের মালা, ফুলের তোড়া ও বিবিধ ফল সহ বিহারে আগমন করিতে আরম্ভ করেন। সকলেরই মুখে যেন হৃদয়স্থ গভীর শ্রদ্ধাভক্তির ভাব পরিস্ফুট হইতেছিল, সকলেই সেই মহাপুরুষের উদ্দেশ্যে যেন ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবার জন্য ব্যগ্র।

শ্রীমৎ গুণালঙ্কার মহাস্থবিরের প্রস্তাবে ও সমণ পুণ্নানন্দের সমর্থনে চট্টল-রেঙ্গুন সমিতির সভাপতি শ্রীমৎ প্রজ্ঞাতিষ্য মহাস্থবির মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া বলিয়াছিলেন ;—আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির দ্বারা বহুগুণমণ্ডিত শ্রীমৎ কৃপাশরণ মহাস্থবির মহোদয়ের গুণ বর্ণনা করা অসম্ভব। তবে একথা জোরের সহিত বলিতে পারি যে, তিনি আমাদের বৌদ্ধসমাজের আদর্শ স্মরণীয় ও বরণীয় মহা-পুরুষ। ত্রিলোকগুরু ভগবান বুদ্ধ যে "বহুজন সুখায় বহুজন হিতায় ধম্মং দেসেতব্বং" বলিয়া ভিক্ষুদিগকে আদেশ করিয়াছিলেন, সেই আদেশ-বাণী শ্রীমৎ কৃপাশরণ মহাস্থবির যথাযথ প্রতিপালন করিয়া থাকেন। তিনি সেই ধর্ম্মদান ব্রতে ব্রতী। বৌদ্ধসমাজের উন্নতি ও সকল সমাজের সহিত বৌদ্ধসমাজের সম্মিলনমূলে নির্ভীক ভাবে বীরের ন্যায় একমাত্র দণ্ডায়মান কৃপাশরণ! তাঁহার অক্লান্ত প্রাণপাত পরিশ্রম ভিন্ন এ শুভ অবসর কখনই প্রাপ্ত হওয়া যাইত না। অবশ্যই বড়ুয়া বৌদ্ধসমাজের উন্নতির জন্য অন্যান্য ভিক্ষুগণ কম পরিশ্রম করিতেছেন না।

১৯১৩ সালের মার্চ্চ মাসের "সিংহল-বৌদ্ধ" পত্রিকায় মহাবোধি সোসাইটীর প্রতিষ্ঠাতা ও উক্ত সোসাইটীর জেনারেল সেক্রেটারী সিংহল-বাসী মহাত্মা অনাগারিক ধর্ম্মপাল মহোদয় লিখিয়াছিলেন—"সিংহলের ন্যায় বৌদ্ধপ্রধান দেশে দশ সহস্র ভিক্ষু বাস করিলেও সত্যধর্ম্মের কিছুমাত্র উন্নতি করিতে পারিতেছেন না ; কিন্তু মিথ্যা দৃষ্টিসম্পন্ন দেশে (বঙ্গদেশে—ভারতবর্ষে) একা কৃপাশরণ সত্যধর্ম্মের উন্নতির জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করিতেছেন এবং তিনি ক্রমশঃ সফলতার পথে অগ্রসর হইতেছেন, ভগবান যেমন "বহুং সহস্স" ইত্যাদি গাথা উচ্চারণ করিয়া

মারবিজয় করিয়াছিলেন, কৃপাশরণও তেমনি গাথা উচ্চারণ করিয়া লোককে সত্যপথে আনয়ন করিতেছেন।" জগজ্জ্যোতিঃ প্রচার করিয়া তিনি বৌদ্ধধর্ম্ম ও সমাজের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। পূজনীয় জগজ্জ্যোতিঃ সম্পাদক শ্রীমৎ গুণালঙ্কার মহাস্থবির মহোদয়ও যে কৃপাশরণের উপযুক্ত সহযোগী তাহা তাঁহার কার্য্যে বেশ অনুমিত হইয়া থাকে। বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতির জন্য যে সকল মহাত্মা শ্রীমৎ কৃপাশরণ মহাস্থবির মহোদয়ের সহায়তা করেন, তাঁহারাও সকলে উপযুক্ত ব্যক্তি এবং আমাদের ধন্যবাদার্হ।

• তৎপরে সমণ পুন্নানন্দ মহাশয় বলিয়াছিলেন—আমার ভক্তিভাজন গুরুদেবের জন্মোৎসব, আমার অতীব আনন্দের বিষয় হইলেও আমার অধিক কিছু বলা শোভা পায় না; কারণ পুত্রের মুখে পিতার গুণ বর্ণনা কি শোভা পায়! তবে আমি এইমাত্র বলিতে পারি যে, আমার গুরুদেব দেবতা—আমার গুরুদেব বোধিসত্ত্ব; বোধিসত্ত্ব যেমন মানবজাতির উদ্ধারের নিমিত্ত মর্ত্ত্যে আগমন করিয়াছিলেন, আমার গুরুদেবও তেমনি অবনতির অতলতলে নিমজ্জিত বৌদ্ধসমাজের উন্নতির (উদ্ধারের) জন্য মর্ত্ত্যে আগমন করিয়াছেন। মিলিন্দরাজকে পরাস্ত ও উদ্ধার করিবার জন্য এবং সদ্ধর্ম্ম বিস্তারের জন্য যেমন অর্হংগণ মহাত্মা নাগসেনকে দেবপুর হইতে মর্ত্ত্যে আনয়ন করিয়াছিলেন, সেইরূপ মনে হয়, আমার গুরুদেব কৃপাশরণও স্বর্গগত মহাপুরুষগণের আহ্বানে সদ্ধর্ম্ম রক্ষার জন্যও সদ্ধর্ম্মের উন্নতির জন্য মর্ত্ত্যে আগমন করিয়াছেন।

তৎপর শ্রমণ অগ্রবংশ, ভিক্ষু আনন্দ ও উপেন্দ্রলাল চৌধুরী প্রভৃতি অনেকেই মহাস্থবির মহোদয়ের গুণকীর্ত্তন করিয়াছিলেন। সর্ব্বশেষে শ্রীমৎ গুণালঙ্কার মহাস্থবির মহোদয় বক্তৃগণের বক্তৃতার প্রতিধ্বনি করতঃ উপস্থিত জনগণের মঙ্গল কামনা করিয়া সভাপতি মহোদয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। পরে উপস্থিত উপাসক উপাসিকাগণ পঞ্চশীল গ্রহণ ও দীপ দানাদি দ্বারা বুদ্ধপূজা করিয়া অর্জ্জিত পুণ্য মহাস্থবির

মহোদয়ের দীর্ঘজীবন কামনায় দান করেন। মলঙ্গা লেনস্থ "বৌদ্ধ-সঙ্গীত-সমিতি" সভার প্রারম্ভে উদ্বোধন-সঙ্গীত ও সভাভঙ্গের পূর্ব্বে ধর্ম্মসঙ্গীত বিবিধ সুরলয়ের সহিত গান করিয়া সকলেরই ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। রেফ্ মগধ মহাশয়ও সভার প্রারম্ভে একটি সুন্দর দেহতত্ত্ব গান করিয়াছিলেন। 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' জলযোগান্তে সভাভঙ্গ হয়।

আর একটি অতীব শ্লাঘনীয় উল্লেখযোগ্য ঘটনা,—সন্ধ্যার সময় আমাদের বৌদ্ধ-সমাজের পরম হিতৈষী বান্ধবগণ, মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ, শ্রীযুক্তবাবু চারুচন্দ্র বসু ও সদ্ধর্ম্মব্রত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ মহাশয়প্রমুখ মহাত্মগণ বিহারে শুভাগমন করিয়া বৌদ্ধসমাজের উন্নতি বিষয়ক নানাবিধ কথোপকথনের পর সকলের প্রতিনিধিরূপে মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত বিদ্যাভূষণ মহোদয় বলেন, মহাস্থবির মহোদয়ের এখনও গুণ-কীর্ত্তনের সময় আইসে নাই, কারণ তিনি কত কাজ করিবেন, তাহার সংখ্যা কোথায়? তিনি কত সদ্‌গুণের আধার, তাহা কয়জন অবগত আছেন? আমরা আজ সকলে সমবেত হইয়া তাঁহার সুদীর্ঘ জীবন কামনা করিতেছি। তিনি দীর্ঘজীবি হইয়া তাঁহার অভীপ্সিত কর্ম্ম সকল সুসম্পন্ন করুন।

আষাঢ়ী-পূর্ণিমোৎসব

গত ৯ই শ্রাবণ, (২৫শে জুলাই) রবিবার এই উৎসব যথাপূর্ব্ব সমগ্র বৌদ্ধদেশে ও বৌদ্ধধর্ম্মাঙ্কুর বিহারে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। সেই দিন প্রভাতে ধর্ম্মাঙ্কুর বিহারে নানারূপ সুললিত বাদ্যধ্বনিতে হৃদয়ে

যুগপৎ ভক্তি ও আনন্দের সঞ্চার করিয়াছিল। উপাসক উপাসিকাগণ বিহারে আসিয়া বুদ্ধপূজা ও ভিক্ষুপূজায় প্রবৃত্ত হন। বেলা ১১টার সময় ভোজ্য দ্রব্যাদি ভিক্ষুগণকে দান করা হয়। আবার অপরাহ্ণ ৬টার সময় উপাসক উপাসিকাগণ বুদ্ধপূজা, শীলগ্রহণ ও ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিয়াছিলেন। রাত্রি ১১টার সময় সভা আরম্ভ হয়। ডাক্তার শ্রীযুক্ত যুবরাজ বড়ুয়ার প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত বাবু অন্নদাচরণ বড়ুয়ার সমর্থনে সভার স্থায়ী সভাপতি মাননীয় আচার্য্য শ্রীমৎ কৃপাশরণ মহাস্থবির মহোদয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। অতঃপর শ্রীযুক্ত রেকমগধ একটী দেহতত্ত্ব বিষয়ক গান করিয়া সকলকে সন্তুষ্ট করেন। প্রথমেই মহাস্থবির মহোদয় স্বীয় ভ্রমণবৃত্তান্ত ও তাঁহার কার্য্যকুশলতার বিষয় সকলকে জানাইয়া ভিক্ষুদিগের বর্ষাবাস সম্বন্ধে সংক্ষেপে কয়েকটী বিষয় বিবৃত করতঃ নিজের অসুস্থতা নিবন্ধন বর্ষাবাসের নিয়ম বিশেষ ভাবে বিবৃত করিবার জন্য গুণালঙ্কার মহাস্থবির মহোদয়কে আদেশ করেন। গুণালঙ্কার মহাস্থবির মহোদয় ভিক্ষুদিগের বর্ষাবাস সম্বন্ধে সমস্ত নিয়ম প্রণালী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বুঝাইয়া দিয়া, কি কি কারণে ভিক্ষুগণ বর্ষাবাসের সময় স্থানান্তরে যাইতে পারেন, তাহাও সবিস্তর বর্ণনা করেন। তৎপরে শ্রমণ অগ্রবংশ পালি গাথা আবৃত্তি করিয়া দান মাহাত্ম্য বিবৃত করিলে পর শ্রীযুক্ত বাবু গজেন্দ্র লাল চৌধুরী দান সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিয়া তাঁহার অনূদিত "বেস্সন্তর জাতকের" কিয়দংশ পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত বাবু অনন্ত কুমার বড়ুয়া জাতীয়তাও ধর্ম্মে বিশ্বাস সম্বন্ধে সুন্দর হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন এবং শ্রীযুক্ত বাবু রমেশচন্দ্র বড়ুয়া 'ক্ষান্তি' বিষয়ক একটী বক্তৃতা করিলে পর সভার পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত বাবু সুবল চন্দ্র বড়ুয়া সওদাগর মহাশয় শ্রীমৎ কৃপাশরণ মহাস্থবির, শ্রীমৎ গুণালঙ্কার মহাস্থবির, শ্রমণ অগ্রবংশ ও আর্য্যালঙ্কার ভিক্ষু মহোদয়গণকে ধর্ম্মাঙ্কুর বিহারে বর্ষাবাস করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করেন। অতঃপর ভিক্ষুগণের পক্ষ হইতে শ্রীমৎ গুণালঙ্কার মহাস্থবির মহোদয় নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতঃ বলেন,—আমরা আপনাদের নিমন্ত্রণ

গ্রহণ করিলাম বটে,কিন্তু যে সমস্ত কারণে ভিক্ষুগণ বর্ষাবাসের সময় অন্যত্র যাইতে পারেন, তেমন কারণ যদি আমাদের উপস্থিত হয়, আমরাও যাইব। তদনন্তর উপাসক উপাসিকাগণ পঞ্চশীল গ্রহণান্তে সভাপতির ধন্যবাদের পর রাত্রি ২ ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হয়।

কলিকাতা-বৌদ্ধমহিলা-সম্মিলনী

বিগত (১৬ই শ্রাবণ ১লা আগষ্ট) রবিবার রাত্রি ৭টার সময় বৌদ্ধ-ধর্ম্মাঙ্কুর সভাগৃহে উক্ত সম্মিলনীর কার্য্যারম্ভ হয়। প্রথমেই সকলে পঞ্চশীল গ্রহণ করেন। নিম্নলিখিত সুকুমারমতি বালকবৃন্দ ও মহিলাগণ ধর্ম্মরসাত্মক কবিতা আবৃত্তি প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতা দ্বারা সমবেত মহিলাবৃন্দের অন্তরে সাতিশয় উৎসাহ ও আনন্দের সঞ্চার করিয়াছিল। শ্রীমান সুবাসচন্দ্র বড়ুয়া, শ্রীমান প্রণয়লাল বড়ুয়া, শ্রীমান সুষেণ চন্দ্র বড়ুয়া শ্রীমান রাজেশ্বর বড়ুয়া, শ্রীমান গিরীন্দ্রলাল বড়ুয়া, শ্রীমান ভুবনচন্দ্র বড়ুয়া শ্রীমান নগেন্দ্রলাল বড়ুয়া, শ্রীমান যোগেন্দ্রলাল বড়ুয়া, শ্রীমান ললিতকুমার বড়ুয়া শ্রীমান সুশীলচন্দ্র চৌধুরী, শ্রীমান হরেন্দ্রলাল বড়ুয়া, শ্রীমান আলোকচন্দ্র বড়ুয়া, ও শ্রীমান রাজেন্দ্রলাল বড়ুয়া স্তুতিপাঠ ও নীতিপূর্ণ পদ্য আবৃত্তি করেন। শ্রীমতী উমাবতী বড়ুয়া 'ভক্তি' ও 'ত্রিরত্নমাহাত্ম্য' শ্রীমতী বিশাখা-সুন্দরী বড়ুয়া 'গুরুভক্তি' ও 'পুণ্যদান মহাত্ম্য' কুমারী সুমতিবালা বড়ুয়া কয়েকটি 'পালিগাথা' কুমারী কিরণবালা বড়ুয়া 'আবাহন' কুমারী মনোরমা চৌধুরাণী 'নীতিমূলক' কবিতা, কুমারী তরুবালা বড়ুয়া 'মাতৃভক্তি' কবিতা, কুমারী বিনোদিনী বড়ুয়া "বোধিদ্রুম পূজা', কবিতা, কুমারী শৈলেশ্বরী বড়ুয়া সৎকথা, কবিতা, শ্রীমতী নিস্তারিণী বড়ুয়া উপদেশ

মূলক গাথা, শ্রীমতী সুন্দরী বড়ুয়া 'গুরুভক্তি', শ্রীমতী গিরীবালা বড়ুয়া "প্রকৃত সুখী কে?' কুমারী মণিবালা বড়ুয়া ও কুমারী নীহারবালা বড়ুয়া, 'প্রভাতবর্ণন' শ্রীমতী প্রাণেশ্বরী বড়ুয়া 'স্ত্রীচরিত্র' নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন।

এই মহিলা সমিতি সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতার বৌদ্ধমহিলাগণ তাঁহাদের সন্তান সন্ততির শিক্ষা ও তাহার আবশ্যকতা সবিশেষ উপলব্ধি করিয়াছেন সন্দেহ নাই। এই হেতু বদান্যপ্রবর আচার্য্য শ্রীমৎ কৃপাশরণ মহাস্থবির মহোদয়ের অবৈতনিক বিদ্যালয়ের অনুষ্ঠান!

যাহা হউক, এই মহিলাগণ যদি ইতঃপূর্ব্বে শিক্ষার আবশ্যকতা অনুভব করিতে পারিতেন, তবে এই ক্ষেত্রে কতই সুফল ফলিত। এতদিন আমরা কত বালককে কৃতবিদ্য দেখিতে পাইতাম। মাতাই প্রতিভার জননী।

সংঘরাজের স্মৃতি-সভা

বিগত ১৬ই মাঘ (৩০শে জানুয়ারী) শনিবার রাত্রি ১০ ঘটিকার সময় বৌদ্ধধর্ম্মাঙ্কুর বিহারে শ্রীমৎ গুণালঙ্কার মহাস্থবিরের সভাপতিত্বে পরলোকগত পরম পূজ্যপাদ চট্টগ্রামের সংঘরাজ চন্দ্রমোহন মহাস্থবিরের স্মৃতি-সভা সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। সভায় অনেক বৌদ্ধ ভদ্রমহোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন, সভাপতি মহাশয় সংঘরাজ মহোদয়ের গুণাবলী আলোচনা করতঃ তাঁহার নিকট যে বঙ্গীয় বৌদ্ধসমাজ বিশেষভাবে উপকৃত তাহা বর্ণনা করেন।

কালীকুমার মহাস্থবিরের

স্মৃতিসভা

বিগত ১৩ই আশ্বিন বুধবার বৌদ্ধধর্ম্মাঙ্কুর সভাগৃহে কালীকুমার মহাস্থবিরের স্মৃতিরক্ষা কল্পে এক সভা হয়। শ্রীযুক্ত বাবু হরিশ্চন্দ্র চৌধুরীর প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত বাবু নীলকমল বড়ুয়ার সমর্থনে মাননীয় আচার্য্য শ্রীমৎ কৃপাশরণ মহাস্থবির মহোদয় সভাপতি পদে বরিত হন। সভার প্রারম্ভে শ্রীযুক্ত বাবু রেফ মগধ মহাশয় অনিত্যতামূলক কবিতা পাঠ করিয়া কালীকুমার মহাস্থবিরের গুণাবলী বর্ণনা করেন। তৎপর সভাপতি মহোদয় কালীকুমার মহাস্থবিরের অকালমৃত্যুতে দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন,—কালীকুমার শিক্ষিত, ধীমান ও কর্ম্মবীর। তিনি এই বিহার পরিচালন কার্য্যে একজন উপযুক্ত ভিক্ষু ছিলেন; আমার ইচ্ছা ছিল, আমার ও আমার সহকারীর অবর্ত্তমানে তাঁহার উপর এই বিহার ও লক্ষ্ণৌ বোধিসত্ত্ববিহার পরিচালনের ভার শ্রীমৎ বোধানন্দ ভিক্ষুর উপর অর্পণ করিব। তিনি আরও বলেন কালীকুমার মহাস্থবির ধর্ম্মাঙ্কুর সভার একজন পরম হিতৈষী ছিলেন—ধর্ম্মাঙ্কুর সভা তাঁহার নিকট ঋণী। ধর্ম্মাঙ্কুর সভা এক্ষণে নানাবিধ শুভানুষ্ঠানে ব্রতী হওয়ায় অর্থাভাব প্রযুক্ত কালীকুমার মহাস্থবিরের প্রতি যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শনে অসমর্থ, তত্রাচ আমি প্রস্তাব করিতেছি যে, কালীকুমার মহাস্থবিরের অয়েলপেণ্টিং ছবি এই সভাগৃহে রক্ষিত হউক। উক্ত প্রস্তাব শ্রীমৎ গুণালঙ্কার মহাস্থবির কর্ত্তৃক সমর্থিত হইলে পর, সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাহা পরিগৃহীত হয়। অনন্তর সভাবৃন্দ পঞ্চশীল গ্রহণ ও ত্রিরত্নের পূজা করিয়া অর্জ্জিত পুণ্য কালীকুমার মহাস্থবিরের উদ্দেশ্যে প্রদান করেন।

স্বর্গগত সুরেন্দ্রনাথ মুৎসুদ্দির মৃত্যু-উপলক্ষে

শোকসভা

গত ১৫ই ডিসেম্বর ২৯শে অগ্রহায়ণ ৺ সুরেন্দ্র নাথ মুৎসুদ্দির মৃত্যু-উপলক্ষে ধর্ম্মাঙ্কুর সভার স্থায়ী সভাপতি শ্রীমৎ কৃপাশরণ মহাস্থবির এই বিশেষ অধিবেশনের সভাপতিত্ব গ্রহণ করিবার পর তাঁহার আদেশক্রমে শ্রীযুক্ত রেফ মগধ অগ্রকার এই শোক-সভার উদ্দেশ্য সকলকে বুঝাইয়া দিয়া, মানব জীবনের অনিত্যতা বিষয়ক একটী ও ৺সুরেন্দ্র নাথ মুৎসুদ্দির গুণাবলী বর্ণনা করতঃ আর একটী গান করিয়া সভাবৃন্দকে মুগ্ধ করেন। সভাপতি মহোদয় সংক্ষেপে সুরেন্দ্রবাবুর বাল্যজীবন, তাঁহার শিক্ষা ও তাঁহার প্রতিভার পরিচয় দিয়া এই ধর্ম্মাঙ্কুরের উন্নতির জন্য তিনি যাহা করিয়াছিলেন তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবৃত করেন। তিনি বলেন, সুরেন্দ্র বাবু চট্টগ্রামের বিশিষ্ট বৌদ্ধকুলে জন্মগ্রহণ করেন, বংশ মর্য্যাদায় তিনি একলক্ষ বঙ্গীয় বৌদ্ধের মধ্যে কাহারও অপেক্ষা হীন ছিলেন না। বাল্যাবস্থা হইতেই সুরেন্দ্র বাবু অতিশয় বিনয়ী শান্ত এবং প্রতিভাশালী ছিলেন। চট্টগ্রামের ইংরাজী স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি এফ, এ, পড়িবার নিমিত্ত কলিকাতায় আগমন করেন এবং শুভক্ষণে এই ধর্ম্মাঙ্কুর সভার প্রতি আকৃষ্ট হন। কলিকাতা আসিবার পরবর্ষেই তাঁহার উপর এই সভার সম্পাদকত্ব ভার অর্পিত হয়। তাঁহার সম্পাদকতার পূর্ব্বে সভার অবস্থা হীন ছিল, সামান্য দুই, চারি আনা ইচ্ছানুরূপ দানের উপর এই সভার স্থায়িত্ব নির্ভর করিত। তিনিই প্রথম স্থায়ী মেম্বরের পদ সৃষ্টি করেন এবং বাৎসরিক ৫৲ টাকা করিয়া তাঁহাদের চাঁদা ধার্য্য করিয়া সভার স্থায়িত্বের পাকা বন্দোবস্ত করতঃ সভার একপ্রকার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন। সভার বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী

হা এক্ষণে সকলের আদরণীয় হইয়াছে, যাহা পাইবার জন্য এক্ষণে কলেই লালায়িত, যাহার সহস্র কপি এক্ষণে প্রতিবৎসর মুদ্রিত ও বতরিত হইয়া থাকে, সেই বার্ষিক রিপোর্ট যে কি বস্তু ছিল তাহা সুরেন্দ্র াবুর সম্পাদকতার পূর্ব্বে ধর্ম্মাঙ্কুর সভার পক্ষে অজ্ঞাত ছিল, সুরেন্দ্র বাবুই প্রথম এই সভার বার্ষিক রিপোর্ট সঙ্কলন করেন। সে সময়ে তাঁহার সেই বার্ষিক রিপোর্ট পাঠ করিয়া সকলেই সেই যুবকের উন্নতমুখী প্রতিভার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। এই সভার নিয়মাদিও অধিকাংশ তাঁহারই সঙ্কলিত। পাঁচ ছয় বৎসর কাল এইরূপে ধর্ম্মাঙ্কুর সভার প্রতিষ্ঠার জন্য পরিশ্রম করতঃ ইহার সমধিক উন্নতি সাধন করিয়া, গবর্ণমেণ্টের পুলিস লাইনে চাকরী স্বীকার করতঃ শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র চৌধুরীর উপর ধর্ম্মাঙ্কুর সভার সম্পাদকত্ব ভার অর্পণ করিয়া তিনি কলিকাতা ত্যাগ করেন। এই প্রসঙ্গে বাবু গোলাপসিং চৌধুরীর নাম উল্লেখ না করিলে কর্ত্তব্যের ত্রুটি হয়। গোলাপসিং বরাবর সুরেন্দ্র বাবুর সহকারী রূপে তাঁহার কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদন করিয়াছিলেন। এই ধর্ম্মাঙ্কুর সভার উন্নতির জন্য তিনিও অনেক পরিশ্রম করিয়াছিলেন। চাকরী গ্রহণের পরও আনুমানিক চারি বৎসর পরে সুরেন্দ্র বাবু এই ধর্ম্মাঙ্কুর সভার পঁচিশটী আবশ্যকীয় নিয়মাবলী গঠনের জন্য দুই মাস কাল কলিকাতায় আসিয়া অবস্থিতি করেন। সেই নিয়মাবলীর ফলে এই ধর্ম্মাঙ্কুর বিহার এক্ষণে বঙ্গীয় বৌদ্ধ-সাধারণের পক্ষে পরিচালনের পথ সুগম হইয়াছে। এই বিধানের বলে দীন দুঃখী, মেম্বর হউন বা না হউন, চাঁদা দিতে সক্ষম হউন বা না হউন সকলেই ইচ্ছানুসারে ধর্ম্মাঙ্কুর বিহারে ভগবান বুদ্ধের পূজা ও ধর্ম্ম শ্রবণ করিতে পারিবেন। এই সময়ে তিনি কৃপাশরণ মহাস্থবিরের এক জীবনীও (বাল্যকাল হইতে তৎকাল পর্য্যন্ত) সঙ্কলন করিয়া তাহার পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়া যান। পরলোকে তাঁহার জীবন শান্তিময় হউক ইহাই আমাদের কামনা।

অতঃপর শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনাথ বড়ুয়া, বাবু অশ্বিনীকুমার বড়ুয়া, বাবু সুরেশচন্দ্র মুৎসুদ্দি, বাবু নীরোদরঞ্জন মুৎসুদ্দি, বাবু সুরেন্দ্রনাথ তালুকদার ও বর্ত্তমান সংযোগী সম্পাদক বাবু সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, প্রত্যেকেই অদ্যকার এই শোক-সভায় মৃত মহাত্মার গুণাবলী বর্ণনা করতঃ তাঁহার জন্য শোক প্রকাশ ও তাঁহার পরিবারবর্গের দুঃখে সহানুভূতি জ্ঞাপন করেন।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র বড়ুয়া অদ্যকার রাত্রে সম্মিলিত ভদ্রমহোদয়-গণের জন্য এক এক পেয়ালা চা ও বিস্কুট আয়োজন করায় সভাপতি তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করেন।

অনন্তর উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী প্রত্যেকে বুদ্ধমূর্ত্তির সম্মুখে দীপ দান করতঃ সভ্যমণ্ডলীর ইচ্ছানুযায়ী তাঁহাদের এই দীপ দান, পঞ্চশীল গ্রহণ ও ধর্ম্ম-শ্রবণ জনিত পুণ্য সভাপতি মহোদয় কর্ত্তৃক মৃত মহাত্মার পারলৌকিক মঙ্গলের উদ্দেশে অর্পিত হয় ও চা পানের অন্তে সভা ভঙ্গ হয়।

স্বর্গগত কালীকুমার বড়ুয়ার মৃত্যু-উপলক্ষে

শোকসভা

বিগত ১৯শে অগ্রহায়ণ ১৫ই ডিসেম্বর রাত্রি ১০ ঘটিকার সময় ধর্ম্মা-ঙ্কুর সভাভবনে স্বর্গগত কালীকুমার বড়ুয়ার মৃত্যু-উপলক্ষে শোক প্রকাশার্থ এক সভার অধিবেশন হয়, সভায় বহুসংখ্যক লোক উপস্থিত হইয়া ছিলেন। ধর্ম্মাঙ্কুর সভার স্থায়ী সভাপতি আচার্য্য শ্রীমৎ কৃপাশরণ মহাস্থবির মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাপতি ও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ৺কালীকুমার বড়ুয়া মহাশয়ের গুণাবলী বর্ণনা করিয়া তাঁহার পরিজনবর্গের শোকে সহানুভূতি জ্ঞাপন করেন।

স্বর্গগত কৈলাসচন্দ্র চৌধুরীর মৃত্যু-উপলক্ষে

শোকসভা

গত ৭ই জানুয়ারী রাত্রি ১২টার, কৃপায় ধর্ম্মাঙ্কুর সভা ভবনে স্বর্গগত কৈলাসচন্দ্র চৌধুরীর মৃত্যু-উপলক্ষে ধর্ম্মাঙ্কুর সভার এক বিশেষ অধিবেশন হয়। সভায় কলিকাতাবাসী ও প্রবাসী প্রায় সকল বঙ্গীয় বৌদ্ধই উপস্থিত ছিলেন। প্রথমেই ধর্ম্মাঙ্কুরের স্থায়ী সভাপতি শ্রীমৎ কৃপাশরণ মহাস্থবির এই অধিবেশনের সভাপতি মনোনীত হইলে পর শ্রীযুক্ত রেক মগধ গাত্রোত্থান করতঃ সমবেত সভামণ্ডলীকে সভার উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিয়া কৈলাস বাবুর গুণাবলী বর্ণনা করতঃ তাঁহার মৃত্যুর জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন এবং সময়োপযোগী দুইটী অনিত্যতা বিষয়ক গান করেন।

তৎপরে সভাপতি মহোদয় প্রায় এক ঘণ্টা কাল, কৈলাস বাবুর গুণ ও কার্য্যাবলী বর্ণনা করিয়া এক বক্তৃতা করেন।

"আজ ২৮ বৎসর আমি কলিকাতায় আসিয়াছি; ধর্ম্মাঙ্কুরের জন্ম হইয়াছে ২৩ বৎসর; এবং বিহারের ভিত্তি স্থাপন হইয়াছে ১৮ বৎসর। কৈলাস চন্দ্র চৌধুরীর জীবনের প্রথম ভাগ আমার সম্যক্ জানা না থাকিলেও (কারণ তখন আমি বালক) তাঁহার এই ২৮ বৎসরের জীবন-বৃত্তান্ত বিশেষরূপে জানি। তিনি কখনই ধর্ম্মাঙ্কুরের সংস্রব ছাড়া হয়েন নাই; ধর্ম্মাঙ্কুরও কখন তাঁহাকে ছাড়েন নাই। কৈলাসচন্দ্র চৌধুরী দেশের জন্য, দশের জন্য, যে ভাবে জীবনপাত করিয়াছেন,—ধর্ম্মাঙ্কুর সভার জন্য তিনি যে ত্যাগ স্বীকার এবং পরিশ্রম করিয়াছেন—তাহা আমি কখনই বিস্মৃত হইব না। কৈলাসচন্দ্রের উপকার আমার হৃদয়ে চিরদিন জাগরূক থাকিবে। ২৮ বৎসর কাল যে মহাত্মা দেশের জন্য, সমাজের জন্য এবং ধর্ম্মের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়া নিয়ত কর্ম্ম সম্পাদন

করিয়াছিলেন—দশ মিনিটে তাঁহার জীবনী বর্ণনা করা অসম্ভব; কেবল দশজনে মিলিয়া তাঁহার পারলৌকিক মঙ্গল কামনা করাই আমাদের অদ্যকার সভার মুখ্য উদ্দেশ্য।

কৈলাস চন্দ্র চৌধুরীর মৃত্যুর জন্য এই শোক সভা আহ্বান করিলে, তাঁহার আত্মীয় স্বজন এবং স্বগ্রামবাসীরা শ্রদ্ধার সহিত এই কার্য্যে যোগদান এবং অর্থ সাহায্য করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি তাঁহাদের উদারতার যথেষ্ট প্রশংসা করি। আমি এতদর্থে কাহারও নিকট একটী কপর্দ্দকও প্রার্থনা করি নাই, অথচ কৈলাসচন্দ্রের পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য ভিক্ষুগণকে দান এবং বুদ্ধমূর্ত্তি-সমীপে দীপ ও পুষ্পমাল্যাদি প্রদান প্রভৃতি সমস্তই অতীব সুন্দরভাবে নিষ্পন্ন হইয়াছে। অধিকন্তু অদ্যকার সভায় তাঁহারা সভ্যমণ্ডলীর জলযোগেরও বন্দোবস্ত করিয়াছেন।

অনন্তর উপস্থিত সকলে বুদ্ধমূর্ত্তির সমক্ষে দীপ ও পুষ্প দান করতঃ পঞ্চশীল গ্রহণ এবং স্তোত্র শ্রবণ করিলে পর, অর্জ্জিত পুণ্য কৈলাস চন্দ্র চৌধুরীর পারলৌকিক মঙ্গলের উদ্দেশে অর্পিত হয়।

তদনন্তর কর্ত্তালানিবাসী বাবু হরিশ্চন্দ্র চৌধুরী কৈলাস বাবুর সংক্ষিপ্ত জীবনীও তাঁহার রোগের আদ্যোপান্ত বিবরণ প্রদান করেন। তিনি আরও বলেন—কৈলাস চন্দ্রের মৃত্যুতে বৌদ্ধসমাজের বিশেষ অনিষ্ট হইল। মৃত্যুশয্যায় তাঁহাকে দেখিতে অনেক লোক সমবেত হইয়াছিল, সকলেই বলিয়াছিল এমন লোক আর হইবে না। কৈলাসচন্দ্র যুক্তি তর্কে কখনও পরাজিত হয়েন নাই; তিনি খুব অধ্যয়নশীল ছিলেন; তাঁহার কথার চতুরতা ছিল; দেশে সভা সমিতি তিনি অতি সুন্দর ভাবে পরিচালিত করিয়াছিলেন।

অতঃপর বেলখাইন নিবাসী বাবু অন্নদা চরণ বড়ুয়া বলেন—'বঙ্গীয় বৌদ্ধাকাশের একটা নক্ষত্রপাত হইয়াছে। মহাস্থবির আবার সম্পাদক পাইবেন, কিন্তু আমরা আর 'কৈলাসচন্দ্র চৌধুরী' পাইব না। আমাদের মধ্যে এমন লোক নাই যে কৈলাসচন্দ্রের উপকার উপলব্ধি না করিয়াছে।

কৈলাসচন্দ্র অপুত্রক ছিলেন, সেই জন্য সময় সময় দুঃখ করিয়া বলিতেন, যাহার পুত্র নাই জগতে তাহার কেহ নাই।

অনন্তর সভাপতি মহাশয় পুনরায় উঠিয়া বলেন—'কোন কোন শাস্ত্রে আছে বটে, পুত্র বিনা পুন্নামক নরক হইতে মনুষ্য উদ্ধার পাইতে পারে না; কিন্তু তাহা হইলে যে সকল অসংখ্য যোগী ঋষি সাধুসন্ন্যাসী যোগ ধ্যান সমাধিতে জীবন কাটাইতেছেন, যাঁহারা অকৃতদার এবং সংসারের কোন ধার ধারেন না, পুত্র বিনা তাঁহাদের নরক হইতে পরিত্রাণের উপায় কি? আমার সামান্য জ্ঞানে—জ্ঞানীরাও বোধ হয় ইহাই বলিবেন—নরকে যাইবার রাস্তা অর্থাৎ মানবের অধোগামী হইবার পথ যে রুদ্ধ করিতে পারে, সেই পুত্র। আমাদের সেই পথকে রুদ্ধ করিতেছে কে?—এক সত্য। যদি সত্য হৃদয়ে থাকে তবে কিজন্য আমি নরকে যাইব? অতএব নরক হইতে ত্রাণ করে বলিয়াই যদি পুত্র নাম হয়, তবে সত্যই প্রকৃত পুত্র। যাহার নিকট সত্য আছে, যে সদ্ধর্ম্মব্রত, তাহার দেহী পুত্র না থাকিলেও সে সদ্গতি প্রাপ্ত হইবে। যাহার সত্যরূপ পুত্র নাই, সেই নরকে যাইবে। সময়ান্তরে অন্য সভায় আমি এই বিষয় বিস্তারিত ভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিব।'

পরিশেষে অনন্ত বাবু দুই চারিটী কথায় কৈলাস বাবুর উন্নত জ্ঞান ও চরিত্রের বিষয় উল্লেখ করতঃ বৌদ্ধ সমাজকে কৈলাস বাবুর মহৎ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে উপদেশ দিবার পর, চা-পান অন্তে সভা ভঙ্গ হয়।

স্বর্গগত রাজকুমার বড়ুয়ার মৃত্যু-উপলক্ষে

শোকসভা

আমরা অতীব দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, আমাদের ধর্ম্মাঙ্কুর সভার মেম্বর পিঙ্গলানিবাসী ৺রাজকুমার বড়ুয়া আর ইহজগতে নাই। তাঁহার মৃত্যুতে শোক প্রকাশের জন্য গত ২৬শে চৈত্র রাত্রি ১০ ঘটিকার সময় ধর্ম্মাঙ্কুর সভাগৃহে এক সভা আহূত হয়। শ্রীযুক্ত বাবু অনন্তকুমার বড়ুয়া মহাশয়ের প্রস্তাবে শ্রীযুক্তবাবু অন্নদাচরণ বড়ুয়া মহাশয়ের সমর্থনে ধর্ম্মাঙ্কুর সভার সভাপতি আচার্য্য শ্রীমৎ কৃপাশরণ মহাস্থবির মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাপতি, শ্রীযুক্ত বাবু রেফমগধ, শ্রীযুক্ত বাবু অবিনাশচন্দ্র বড়ুয়া, শ্রীযুক্তবাবু উপেন্দ্র লাল চৌধুরী শ্রীযুক্তবাবু অন্নদাচরণ বড়ুয়া ও শ্রীযুক্তবাবু অনন্তকুমার বড়ুয়া, মহোদয়-গণ স্বর্গগত রাজকুমার বাবুর গুরুভক্তি বদান্যতা প্রভৃতি অশেষ গুণা-বলীর বর্ণনা করেন। তৎপর রাজকুমার বাবুর পারলৌকিক মঙ্গলোদ্দেশ্যে সভ্যবৃন্দ বুদ্ধসমীপে দীপ পূজা করিয়াছিলেন। অনন্তর সমণ পুণ্ণানন্দ মহোদয় সভ্যবৃন্দকে পঞ্চশীল প্রদান করিয়া সময়োপযোগী অনিত্যতা বিষয়ক এক অতি সুন্দর বক্তৃতা করেন। তৎপরে সঙ্গীতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্রলাল চৌধুরী ও শ্রীযুক্তবাবু সর্ব্বানন্দ বড়ুয়া সুরলয় সংযোগে অনিত্যতা বিষয়ক সঙ্গীতে সভ্যবৃন্দকে মুগ্ধ করেন। আমরা রাজ-কুমার বাবুর শোকসন্তপ্ত পরিজনবর্গের শান্তি কামনা করি।

স্বর্গগত ভূপেন্দ্রশ্রী ঘোষের মৃত্যু-উপলক্ষে

শোকসভা

গত ২৮শে এপ্রেল বুধবার রাত্রি ১০ ঘটিকার সময় বৌদ্ধধর্ম্মাঙ্কুর সভাগৃহে ৺ভূপেন্দ্রশ্রী ঘোষের মৃত্যু উপলক্ষে এক সভা হয়। পূর্ব্বাহ্নে এই সংবাদ ভূপেন্দ্র বাবুর বাটীতে জানাইলে তাঁহার ভ্রাতা শ্রীযুক্ত ভারতশ্রী ঘোষ, বাটীতে একজন মহিলার সঙ্কটাপন্ন পীড়ার কথা জানাইয়া সভায় উপস্থিত হইতে না পারার জন্য বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে পত্র লেখেন এবং ধর্ম্মাঙ্কুরের এই বিশেষ অধিবেশনের জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। অধিকন্তু বাটীতে এরূপ বিপদ সত্ত্বেও ভূপেন্দ্রবাবুর কনিষ্ঠ জামাতা হাইকোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত বাবু অমরেন্দ্রনাথ বসু সন্ধ্যার পরে ধর্ম্মাঙ্কুরে উপস্থিত হইয়া সভার উদ্দেশ্যের জন্য আমাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ ও সদ্ধর্ম্মব্রত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ মহোদয়দ্বয় কার্য্যনিবন্ধন এই সভায় উপস্থিত হইতে না পারায় সহানুভূতি সূচক পত্র লেখেন।

সভার কার্য্যারম্ভ হইবার পূর্ব্বে সকলে একবার বুদ্ধমূর্ত্তির সমক্ষে দীপ ও মাল্য দান করেন। তদনন্তর কনসার্ট এবং সময়োচিত দুইটী সূচনা গানের পর শ্রীমৎ গুণালঙ্কার মহাস্থবির সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। অনন্তর সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী এই সভার উদ্দেশ্য সকলকে বলিয়া দিয়া, ভূপেন্দ্রবাবুর সদ্‌গুণাবলীর ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং তাঁহার মৃত্যুতে ধর্ম্মাঙ্কুরের কি দারুণ ক্ষতি হইল তাহা প্রকাশ করেন। তিনি দানশীলতার বিষয়ে ভূপেন্দ্রবাবুকে মেঘের সহিত তুলনা করেন অর্থাৎ মেঘ যেমন সর্ব্বত্র বর্ষণ করে, ভূপেন্দ্র বাবুর দানও তদ্রূপ।

বৌদ্ধজাতিও তাঁহার দান যথেষ্ট পরিমাণে উপভোগ করিয়াছে। ধর্ম্মাঙ্কুরে যিনি কখনও প্রবেশ করিয়াছেন, তিনিই দেখিয়াছেন "ভূপেন্দ্রশ্রী ঘোষের প্রথমা কন্যা অন্নপূর্ণার বিবাহোপলক্ষে শ্বেতপ্রস্তর দান" এই দানকথা প্রশস্ত হলের মর্ম্মপ্রস্তুর শোভিত মেজের উপর অঙ্কিত। এই এক দানেরই পরিমাণ ন্যূনাধিক এক সহস্র টাকা। ভূপেন্দ্রশ্রী ঘোষের এইরূপ অশেষবিধ উপকারের বিষয় স্মরণ করিয়া সম্পাদক মহাশয় ধর্ম্মাঙ্কুরে তাঁহার স্মৃতি রক্ষার্থ একখানি তৈলচিত্র কিম্বা ব্রোমাইড এনলার্জমেণ্ট রাখিবার প্রস্তাব করিলে বাবু অশ্বিনীকুমার বড়ুয়া সেই প্রস্তাব সমর্থন করেন।

অতঃপর সভাপতি মহোদয় চট্টগ্রাম হইতে প্রেরিত শ্রীমৎ কৃপাশরণ মহাস্থবিরের গভীর মর্ম্মবেদনাসূচক পত্র পাঠ করেন। সেই সুদীর্ঘ পত্রের একাংশ আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

"বৌদ্ধ সমাজের পরম হিতৈষী ও চিরস্মরণীয় ৺ভূপেন্দ্রশ্রী ঘোষ আমাদিগকে শোকসাগরে ভাসাইয়া অকালে মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যু-উপলক্ষে ধর্ম্মাঙ্কুরের পক্ষ হইতে শোক প্রকাশার্থ একটী বিশেষ অধিবেশন করিবেন। তাঁহার পিতা শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র ঘোষ পেন্সন লইয়া যখন বিন্ধ্যাচলে গমন করেন, সেই সময়ে তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র ভূপেন্দ্রশ্রী ঘোষের উপর ধর্ম্মাঙ্কুর বিহার নির্ম্মাণের ভার অর্পিত করিয়া যান। তিনিও পিতৃ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া ধর্ম্মাঙ্কুর নির্ম্মাণ বিষয়ে আমাদিগকে যথেষ্ট সহায়তা করিয়া পরিশেষে ইহার মেজে শ্বেত মর্ম্মর প্রস্তরে মণ্ডিত করিয়া দেন। গত ১৮ বৎসর কাল যাবৎ তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া দরিদ্র বৌদ্ধগণের যে উপকার করিয়াছেন তাহা আমার লেখনী বর্ণনা করিতে অক্ষম। আমি যতদিন এই মর জগতে জীবিত থাকিব ততদিন তাঁহার কার্য্য হাসিমুখের বাক্যগুলি আমার হৃদয়-পটে অঙ্কিত থাকিবে। তাঁহার পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারের সান্ত্বনার্থে ভগবানের নিকট কায়মনোবাক্যে

প্রার্থনা করিতেছি। তিনি আমাদের বঙ্গীয় বৌদ্ধসমাজের জন্য যে সকল চিরস্মরণীয় কার্য্যকলাপাদি করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বজন সমক্ষে বিস্তারিত ভাবে প্রকাশ করিবেন এবং তাঁহার পরিজনবর্গকে সভার পক্ষ হইতে একখানা চিঠি দ্বারা সান্ত্বনা দিবেন। আমার এই পত্রখানিও সভায় পাঠ করিবেন।" ইতি,

শ্রীকৃপাশরণ মহাস্থবির।

গুঞ্জরা, (চট্টগ্রাম) ১২ই বৈশাখ,

সন ১৩২২ সাল।

পত্র পাঠের পর সভাপতি মহোদয় আরও বিস্তারিত ভাবে ধর্ম্মাঙ্কুর সম্বন্ধে ভূপেন্দ্র বাবুর কার্য্যকলাপের পরিচয় প্রদান করেন। তিনি বলেন,—ভূপেন্দ্রবাবু এই ধর্ম্মাঙ্কুর গৃহের জন্য জমি বন্দোবস্ত করা হইতে আরম্ভ করিয়া—এই সভার প্রতি শিক্ষিত-ভদ্রমহোদয়গণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা পর্য্যন্ত, সকল বিষয়ে যথাসাধ্য উপকার করিয়াছেন। বঙ্গীয় বৌদ্ধগণ তাঁহার নাম চিরদিন কৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্মরণ করিবে। ভূপেন্দ্রবাবু তিন সহোদরের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিলেন। গত ১৫ই এপ্রেল বৃহস্পতিবার রাত্রি ১১ ঘটিকার সময় তিনি দুইটী বিবাহিতা কন্যা এবং দুইটি নাবালক পুত্র রাখিয়া ৪৬ বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। সভাপতি মহোদয় ভূপেন্দ্র বাবুর ঐ শোকসন্তপ্ত পরিবার এবং বাণপ্রস্থাশ্রমে অশীতিপর বৃদ্ধ পিতা শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র ঘোষের গভীর দুঃখে আন্তরিক সমবেদনা প্রকাশ করেন। অনন্তর উপস্থিত সকলে বুদ্ধমূর্ত্তি সমক্ষে দীপ পূজা করেন এবং ভিক্ষুগণের নিকট ত্রিশরণসহ পঞ্চশীল গ্রহণ ও ধর্ম্মশ্রবণ করিয়া অর্জ্জিত পুণ্য সকলে মৃতমহাত্মার পারলৌকিক মঙ্গল উদ্দেশ্যে অর্পণ করেন।

এই সভার একখণ্ড রিপোর্ট ভূপেন্দ্রশ্রী ঘোষের পরিবারবর্গের নিকট পাঠান স্থির হইলে, পুনরায় কনসার্ট ও গানের পর রাত্রি ১টার সময় সভা ভঙ্গ হয়।

স্বর্গগত পঞ্চানন বড়ুয়ার মৃত্যু-উপলক্ষে

শোকসভা

ধর্ম্মাঙ্কুর বিহারের অশীতিপর বৃদ্ধ উপাসক ৺পঞ্চানন বড়ুয়া গত ৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১৭ই মে, সোমবার রাত্রি ১১॥ ঘটিকার সময় পরলোক গমন করিয়াছেন! ধর্ম্মাঙ্কুর সভার সভ্য ও পঞ্চানন বাবুর আত্মীয়গণের সহযোগীতায় ব্যাণ্ডবাদ্য সহযোগে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ ৯ই জ্যৈষ্ঠ রাত্রি ১১ ঘটিকার সময় ধর্ম্মাঙ্কুর সভাগৃহে চট্টগ্রাম বৌদ্ধসমিতির সভাপতি শ্রীমৎ ধর্ম্মবংশ স্থবিরের সভাপতিত্বে এক সভা আহূত হয়। সভার প্রারম্ভে সভ্যবৃন্দ বুদ্ধসমীপে দীপ পূজা করতঃ পঞ্চশীল গ্রহণান্তর অর্জ্জিত পুণ্যের অংশ মৃত মহাত্মাকে দান করেন। শ্রীযুক্ত বাবু রেফ মগধ 'অনিত্যতা' মূলক গান করিলে পর সভাপতি, গুণালঙ্কার মহাস্থবির ও শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজগোপাল বড়ুয়া, মহোদয়গণ উপাসক পঞ্চানন বাবুর গুণাবলী বর্ণনা করেন। উপসংহারে গুণালঙ্কার মহাশয় পঞ্চাননের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া উপলক্ষে যে সকল মহাত্মা দান করিয়াছেন তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এই উপলক্ষে পঞ্চানন বাবুর আত্মীয় শ্রীযুক্ত বাবু বিজয়লাল বড়ুয়াও ৬০৲ টাকা দান করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

শোক সংবাদ

বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্মাঙ্কুর সভা অতি অসময়ে নিম্ন-লিখিত কয়েকজন অকৃত্রিম, পরম হিতৈষী, সজ্জনপ্রিয় ও মহাপ্রাণ বন্ধু হারাইয়া গভীর মর্ম্মবেদনা ভোগ করিতেছে। তাঁহারা জীবিত থাকিলে আমরা হয়ত এই সভাকে সম্পূর্ণ নূতন ভাবে দেখিতে পাইতাম। সভার রীতানুসারে নিম্নে তাঁহাদের নাম প্রদত্ত হইল।

চট্টগ্রাম, হাজারিচর নিবাসী স্বর্গীয় রসিকচন্দ্র বড়ুয়া, পাচরিয়া নিবাসী স্বর্গীয় শ্রীধন চৌধুরী কলিকাতাস্থ স্বর্গীয় বিপিন বিহারী সান্যাল, কর্ত্তালা নিবাসী স্বর্গীয় সুখরাজ চৌধুরী ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে। স্বর্গগত ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়, বৌষ্ট্রীটস্থ ৺রাজচরণ বড়ুয়া, মলঙ্গা লেনস্থ বিহার দায়ক ৺নবীনচন্দ্র বড়ুয়া, বৌদ্ধধর্ম্মাঙ্কুর সভার সহকারী সম্পাদক কালীকুমার মহাস্থবির, পিঙ্গলা নিবাসী রাজকুমার বড়ুয়া ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে, এটর্ণি ভূপেন্দ্রশ্রী ঘোষ, উপাসক পঞ্চানন বড়ুয়া, ধর্ম্মাঙ্কুর সভার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক পাহাড়তলী নিবাসী সুরেন্দ্রলাল মুৎসুদ্দি, কর্ত্তালা নিবাসী কৈলাসচন্দ্র চৌধুরী, মুকুট নাইট নিবাসী কালীকুমার বড়ুয়া ও বগুড়ার নবাব সৈয়দ আবদুলসোভান চৌধুরী ও সিকিমের মহারাজ ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে ইহধাম পরিত্যাগ করেন।

বৌদ্ধধর্ম্মাঙ্কুর সভা

ত্রয়োবিংশ বার্ষিক অধিবেশন

সভাপতি

আচার্য্য শ্রীমৎ কৃপাশরণ মহাস্থবির।

সহকারী সভাপতি

জ্ঞানরত্ন কবিধ্বজ শ্রীমৎ গুণালঙ্কার মহাস্থবির এম্. আর্. এ. এস্.।

সম্পাদক

শ্রীযুক্ত বেণীমাধব বড়ুয়া, এম. এ।

সহযোগী সম্পাদক

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী।

কার্য্যাধ্যক্ষগণ

শ্রীযুক্ত বাবু অন্নদাচরণ বড়ুয়া মাষ্টার,	সাং বৈদ্যপাড়া,	চট্টগ্রাম।
" মহেশচন্দ্র বড়ুয়া,	সাং মেখেরহাটি,	ঐ
" কুঞ্জলাল বড়ুয়া,	সাং ঐ	ঐ
" গোবিন্দচন্দ্র চৌং	সাং উনাইনপুরা	ঐ
" অশ্বিনীকুমার বড়ুয়া,	সাং হেকোটা,	ঐ
" হরিনন্দন চৌধুরী	সাং উনাইনপুরা,	ঐ
" তরণীসেন বড়ুয়া,	সাং ঐ	ঐ
" পুষ্করচন্দ্র বড়ুয়া,	পৌষ্ট্রীট,	কলিকাতা।
" যোগেন্দ্রলাল তালুকদার,	সাং কর্ত্তালা,	চট্টগ্রাম।
" কিশোরী মোহন বড়ুয়া,	সাং পাহাড়তলী,	ঐ

একাউন্টেন্ট—শ্রীযুক্ত সুবলচন্দ্র সওদাগর, সাং পাঁচরিয়া, ঐ।

বৌদ্ধধর্ম্মাঙ্কুর সভার মেম্বরগণ

১। শ্রীযুক্ত বাবু ভূতনাথ মিত্র, প্রোপ্রাইটার, নিউব্রিটেনিয়া প্রেস, ৭৮ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

২। „ অনন্তকুমার বড়ুয়া, ৪নং মেটকাফ্ লেন, ঐ

৩। „ শরচ্চন্দ্র বড়ুয়া, পুলিশ সব্ইন্স্পেক্টর, সাং বরিয়া, চট্টগ্রাম।

৪। „ প্রসন্নকুমার বড়ুয়া, সাং উনাইনপুরা, ঐ

৫। „ ধর্ম্মরাজ বড়ুয়া, সাং উনাইনপুরা, ঐ

৬। „ বিপ্রদাস মুৎসুদ্দি, সাং পাহাড়তলী, ঐ

৭। „ হরকুমার সওদাগর, সাং বঙ্গজোয়ারা, ঐ

৮। „ মহারাজ মহাজন, সাং মুকুটনাইট, ঐ

৯। „ মইয়ক্কুর বড়ুয়া, সাং চেনামতী, ঐ

১০। „ প্রিয়নাথ চৌধুরী, সাং আন্ধারমাণিক, ঐ

১১। „ চন্দ্রকুমার চৌধুরী, সাং গাওরগাঁ, ঐ

১২। „ শ্রীধর বড়ুয়া, সাং ফতেনগর, চট্টগ্রাম।

১৩। „ পুষ্করচন্দ্র বড়ুয়া, ২১।৮ বৌষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

১৪। „ নন্দকুমার বড়ুয়া, সাং বাথুয়া, চট্টগ্রাম।

১৫। „ যুবরাজ চৌধুরী, সাং তেকোটা, ঐ

১৬। „ হিরুলাল বড়ুয়া, ৮ নং ললিতমোহন দাসের লেন, কপালিটোলা, কলিকাতা।

১৭। „ মহেন্দ্রলাল বড়ুয়া, ১১নং লোলিতমোহন দাসের লেন, কপালিটোলা কলিকাতা।

১৮। „ কৃষ্ণচন্দ্র বড়ুয়া, সাং গোয়ালপাড়া, চট্টগ্রাম। (বর্ত্তমান লক্ষ্ণৌ)

১৯। শ্রীযুক্তবাবু দুর্য্যোধন বড়ুয়া, সাং ঠেগরপুণি, (বর্ত্তমান লক্ষ্ণৌ) চট্টগ্রাম।

২০। " প্যারীমোহন চৌধুরী, সাং পাহাড়তলী, ঐ
(বর্ত্তমান লক্ষ্ণৌ)

২১। " অরুণচন্দ্র চৌধুরী, সাং পাঁচরিয়া, চট্টগ্রাম।

২২। " সুবলচন্দ্র সওদাগর, সাং পাঁচরিয়া, ঐ

২৩। " লক্ষ্মীচরণ তালুকদার, সাং কর্ত্তালা, ঐ

২৪। " নীলকমল বড়ুয়া, সাং বাকখালি, ঐ

২৫। " অখিলচন্দ্র বড়ুয়া, সাং কর্ত্তালা, ঐ

২৬। " অন্নদাচরণ বড়ুয়া, সাং বেলখাইন, ঐ

২৭। " মহেশচন্দ্র তালুকদার, সাং নাপধর ঐ

২৮। " অন্নদাচরণ বড়ুয়া, সাং জ্যৈষ্ঠপুরা, ঐ

২৯। ডাক্তার শ্রীযুক্ত যুবরাজ বড়ুয়া, সাং করল, ঐ

৩০। শ্রীযুক্ত বাবু সূর্য্যধন বড়ুয়া, সাং মুকুটনাইট, ঐ

৩১। " বৈদ্যনাথ বড়ুয়া, সাং মুকুটনাইট, ঐ

৩২। " প্যারীলাল বড়ুয়া, সাং ওয়ারিশবাগান, কলিকাতা।

৩৩। সঙ্গীতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত সর্ব্বানন্দ বড়ুয়া, সাং রাউজান, চট্টগ্রাম।

৩৪। শ্রীযুক্ত বাবু রামকুমার বড়ুয়া, সাং হোয়ারাপাড়া, ঐ

৩৫। " রজনীকান্ত চৌধুরী, সাং তালতলা কলিকাতা।

৩৬। " ছাত্তাংপ্রে বড়ুয়া, সাং পাঁচরিয়া, চট্টগ্রাম।

৩৭। " উমাচরণ চৌধুরী, সাং লাখেরা, ঐ

৩৮। " যুধিষ্ঠির বড়ুয়া, সাং কর্ত্তালা। ঐ

৩৯। " রমেশচন্দ্র চৌধুরী, সাং হাসিমপুর,
(বর্ত্তমান আইজল) ঐ।

৪০। সঙ্গীতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্র লাল চৌধুরী,
৭২।৭৩ মলঙ্গালেন, কলিকাতা।

৪১। শ্রীযুক্ত বাবু হরগোবিন্দ বড়ুয়া, সাং হোয়ারাপাড়া, চট্টগ্রাম।

৪২। " মনফুরু বড়ুয়া, সাং উনাইনপুরা, ঐ

৪৩। শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্দ্র বড়ুয়া, সাং করৈলডাঙ্গা, চট্টগ্রাম।
৪৪। " উপেন্দ্রলাল চৌধুরী, সাং বৈদ্যপাড়া, ঐ
৪৫। " রেফমগধ, সাং ঠেগরপুণি, ঐ
৪৬। " ব্রজেন্দ্ররঞ্জন মুৎসুদ্দি, সাং পাহাড়তলী, ঐ
৪৭। " হরিপদ চৌধুরী, ২০৬নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্ কলিকাতা
৪৮। " চন্দ্রমোহন বড়ুয়া, সাং বেতাগী, চট্টগ্রাম।
৪৯। " যামিনীকুমার বড়ুয়া, সাং বেলখাইন, ঐ
৫০। কবিরাজ শ্রীযুক্তবাবু রাজচন্দ্র তালুকদার, সাং পাহাড়তলী, ঐ
৫১। শ্রীযুক্তবাবু গুরাধন বড়ুয়া, সাং উনাইনপুরা, ঐ
৫২। " রামকুমার তালুকদার, সাং তুলাবাড়ীয়া, ঐ
৫৩। " ক্ষেত্রমোহন বড়ুয়া, সাং লাথেরা, ঐ
৫৪। " কেদারপ্র বড়ুয়া, সাং উনাইনপুরা ঐ
৫৫। " লক্ষীন্দর বড়ুয়া, সাং বেলখাইন, ঐ
৫৬। ড্রয়িংমাষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু হরকিশোর চৌধুরী, সাং সাতবাড়ীয়া, ঐ
৫৭। ওভারসিয়ার শ্রীযুক্ত বাবু বিপিনচন্দ্র বড়ুয়া, সাং রাউজান, ঐ
৫৮। ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু প্যারীমোহন বড়ুয়া, সাং আবুরখীল ঐ
৫৯। শ্রীযুক্ত বাবু বিকর্ণ বড়ুয়া সওদাগর, সাং আবুরখীল ঐ
৬০। " পুলিনবিহারী চৌধুরী সওদাগর, সঙ্গুভেলি টি কোম্পানি ১৪৯ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
৬১। উকিল শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র মুৎসুদ্দি, সাং পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম।
৬২। সবরেজিষ্টার শ্রীযুক্তবাবু অধরলাল বড়ুয়া, সাং পাহাড়তলী, ঐ
৬৩। স্কুল সব্ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্তবাবু বিপিনচন্দ্র মুৎসুদ্দি, পাঁচখাইন, ঐ
৬৪। শ্রীযুক্ত বাবু দশরথ বড়ুয়া, সাং কেয়াগড়, ঐ
৬৫। " কৃষ্ণচন্দ্র বড়ুয়া, সাং তিসরী, ঐ
৬৬। পালিশিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু অনন্তকুমার বড়ুয়া, সাং আন্ধারমাণিক ঐ

৬৭। শ্রীযুক্ত বাবু জ্ঞানেন্দ্রলাল চৌধুরী, সঙ্গুভেলি টি কোম্পানি
৮৪ ড্যালহৌসী ষ্ট্রীট্ রেঙ্গুন।

৬৮। „ মহানন্দ চৌধুরী, সাং কর্ত্তালা, চট্টগ্রাম।

৬৯। „ হরিশচন্দ্র চৌধুরী, সাং কর্ত্তালা, ঐ

৭০। „ জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু সতীশচন্দ্র পাল, সাং চাঁদপুর,
নরায়ণগঞ্জ হাং সাং কামাদং বাজার, আকিয়াব।

৭১। „ দীনবন্ধু বড়ুয়া, মাষ্টার, সাং হায়েদচক্ষা, চট্টগ্রাম।

৭২। „ রমেশচন্দ্র বড়ুয়া, বৌদ্ধবালক হিতৈষিণীর সহ সম্পাদক,
সাং করৈয়ানগর সাতকানীয়া চট্টগ্রাম।

৭৩। „ যুবরাজ বড়ুয়া, সাং উনাইনপুরা, ঐ

৭৪। „ প্রসন্ন কুমার বড়ুয়া, সওদাগর, হায়েদচক্ষা ঐ

৭৫। সবডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত রেবতী রমণ বড়ুয়া, এম, এ, বি, এল,
পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম।

৭৬। সবডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু উমাচরণ বড়ুয়া, সাং রত্নপালং
চট্টগ্রাম।

৭৭। মিষ্টার এল গ্রেসিয়াস ৭৮ নং কর্পোরেশন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৭৮। শ্রীযুক্তবাবু কমলাকান্ত বড়ুয়া, সাং পাঁচরিয়া, চট্টগ্রাম।

৭৯। „ অরণেশ্বর বড়ুয়া, সাং পাহাড়তলী, ঐ

৮০। „ রসিকচন্দ্র বড়ুয়া, বৌষ্ট্রীট্ কলিকাতা।

৮১। „ রমানাথ বড়ুয়া, মলঙ্গালেন, ঐ

৮২। „ নবীন চন্দ্র চৌধুরী, সাং ঠেগরপুণি চটগ্রাম।

৮৩। „ অমৃতলাল বড়ুয়া, ওয়ারিশ বাগান কলিকাতা।

৮৪। „ মনোমোহন বড়ুয়া, সাং লাখেরা চট্টগ্রাম।

৮৫। ডাক্তার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র বড়ুয়া, সাং জলদি চট্টগ্রাম।

৮৬। „ সবডেপুটি কলেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রলাল দেওয়ান,
সাং বরাদম রাঙ্গামাটী।

৮৭। শ্রীযুক্ত বাবু যুবরাজ চৌধুরী সওদাগর, সাং হাসিমপুর চট্টগ্রাম।

(হাল সাং আইজল)

৮৮। „ গোপীরাজ চৌধুরী সওদাগর, সাং ঐ

৮৯। „ কালীকুমার বড়ুয়া সওদাগর, সাং ঠেগরপুণি ঐ

৯০। „ মহেন্দ্র বড়ুয়া সওদাগর, সাং রাঙ্গুনীয়া ঐ

৯১। ডাক্তার শ্রীযুক্ত অনন্ত কুমার বড়ুয়া, সাং রাঙ্গুনীয়া ঐ

(হাল সাং মাণিকছড়ি)

৯২। ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রসন্ন কুমার বড়ুয়া, সাং হোয়ারাপাড়া, চট্টগ্রাম।

৯৩। শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রলাল তালুকদার, সাং কর্ত্তালা ঐ

৯৪। শ্রীযুক্ত বাবু জগদ্বন্ধু বড়ুয়া, সাং পিঙ্গলা ঐ

৯৫। শ্রীযুক্ত বাবু শান্তকুমার বড়ুয়া, সাং রাউজান ঐ

৯৬। কম্পাউণ্ডার শ্রীযুক্ত তরণী সেন বড়ুয়া, সাং কর্ত্তালা ঐ

(হাল সাং আকিয়াব)

৯৭। শ্রীযুক্ত বাবু বিপিনবিহারী বাবাজি, ১৭৮ লোয়ার চিৎপুর রোড

কলিকাতা।

৯৮। উপাসিকা শ্রীমতী যমুনা সুন্দরী বড়ুয়া, সাং কর্ত্তালা, চট্টগ্রাম।

৯৯। শ্রীমতী মহেশ্বরী বড়ুয়া, মলঙ্গালেন, কলিকাতা।

১০০। শ্রীমতী মাসু (ব্রহ্মদেশীয় মহিলা) ১৭ টিরেটী বাজার, ঐ

১০১। কুমারী মাথই অংকম্মা (ব্রহ্ম দেশীয় উপাসিকা) ১২ রিচরোড রেঙ্গুন।

বৌদ্ধধর্ম্মাঙ্কুর সভার ত্রয়োবিংশ বর্ষের জমা খরচের হিসাব।

জমা—	খরচ—
মেম্বরগণের প্রদত্ত ৫০০৲ টাকা।	অনুষ্ঠান পত্র, চিঠিছাপান ও ডাকে পাঠাইবার খরচ— ২০৷৷৶০
এককালীন দান ১০৲	সভা সজ্জিত করা— ২০৲
বৈশাখী-পূর্ণিমা উপলক্ষে দানপ্রাপ্ত ১১৮৲	কেরোসিন তৈল ও সুগন্ধি দ্রব্যাদি— ২৭৲
সভাপতি শ্রীমৎ কৃপাশরণ মহাস্থবিরকর্ত্তৃক দান ২৫০৲	রোসনচৌকী নহবৎ প্রভৃতি বাদ্যকরগণের মজুরী— ৩৬৷৷০
গত বৎসরের জমা—৩৫৷৷০৲১৫	পাখা বেহারা ও চাকরের বেতন— ১৭৲
মোট— ৯১৩৷৷০৲১৫	চিম্‌নি, গ্লাস, কাপড় ধোলাই ও অন্যান্য খরচ প্রভৃতি— ২২৷৷০
জমা— ৯১৩৷৷০৲১৫	আশ্বিনী পূর্ণিমার অধিবেশন হইতে ১৪টা অধিবেশনে সভ্যবৃন্দকে জলযোগ করান ও আনুষঙ্গিক খরচ— ২০০৲
খরচ— ৮৭০৷৷৶০	কার্য্য বিবরণী (ইং বাং) ছাপান ও ডাকে পাঠাইবার খরচ—১২০৲
অবশিষ্ট — ৪২৸৴১৫	বিহার ফণ্ডে দান--৩০০৲
	সভাপতি মহোদয় কর্ত্তৃক চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থানের স্কুল সমূহে দান— ৬০৲ টাকা
	কৃপাশরণ ফ্রি ইনষ্টিটিউসনে দান ৪০
	মোট—৮৭০৷৷৶০

হিসাব পরিষ্কার পাইলাম।

একাউণ্টেণ্ট—

শ্রীসুবলচন্দ্র সওদাগর।

বৌদ্ধধর্ম্মাঙ্কুর বিহার নির্ম্মাণ ও লক্ষ্ণৌ বোধিসত্ত্ব বিহার নির্ম্মাণের প্রারম্ভ হইতে ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত যাবতীয় আয় ব্যয়ের হিসাব।

জমা—

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ও ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত
জমা— ৪২২৫৪।/৭॥

দাতব্য বাক্সে প্রাপ্ত— ৬৪॥/০

বিহার পরিদর্শন পুস্তকে লিখিত
মহাত্মগণের দান— ৫০৲

কলিকাতা বার্ষিক চাঁদা ও
অন্যান্য দানপ্রাপ্ত— ২০৫৲

সিলংপ্রবাসী হইতে শ্রীযুক্ত ক্ষেমানন্দ বড়ুয়া মারফতে প্রাপ্ত— ৩৩৲

লাইব্রেরী উপলক্ষে দানপ্রাপ্ত—২০০৲

চট্টগ্রামের অন্তর্গত কর্ণফুলী নদীর উত্তরকূল, কুমিল্লা, নোয়াখালী প্রভৃতি স্থান হইতে প্রাপ্ত— ৯০০৲

সভা ফণ্ড হইতে দান— ৩০০৲

বিভিন্ন স্থান হইতে প্রেরিত— ৬০০৲

মোট—৪৪৬০৬৸৴৭॥

মোট জমা—৪৪৮০৬৸৴৭॥

মোট খরচ— ৪৭৩৮৭।১০

ফাজিল— ২৭৬০।৴৭॥

খরচ—

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ও ১০১৪ খৃষ্টাব্দের আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত
খরচ— ৪০৪৪১৸৴৫

ধর্ম্মাঙ্কুর বিহারের দ্বিতল নির্ম্মানার্থে ও লক্ষ্ণৌ বিহারের কলেবর বৃদ্ধি এবং লাইব্রেরী নির্ম্মাণার্থে
খরচ— ৬৬০০৲

বিহার চুণকাম ও রং
দেওয়া প্রভৃতি খরচ— ৫০৴১০

লাইব্রেরীর পুস্তক খরিদ ও
বাইণ্ডিং প্রভৃতি খরচ—২২৫

সভাপতি মহোদয় চাঁদা সংগ্রহার্থ চট্টগ্রাম পরিভ্রমণের
খরচ— ৫০৲

মোট খরচ—৪৭৩৬৭৸৴১৫

কৃপাশরণ ফ্রি ইন্‌ষ্টিটিউসন

(১৯১৩ খৃষ্টাব্দের ১৫ই নবেম্বর স্থাপিত)

বৌদ্ধ বালকবালিকাগণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করা, বৌদ্ধধর্ম্মাঙ্কুর সভার একটি প্রধান উদ্দেশ্য হইলেও কর্ম্মবীর মহাস্থবির কৃপাশরণ মহোদয় নানা গুরুতর কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় এতদিন উক্ত মহৎ উদ্দেশ্য প্রকৃত পক্ষে কার্য্যে পরিণত করিবার অবসর প্রাপ্ত হন নাই। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে তাঁহার সেই মহৎ উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিবার মানসে তিনি স্থানীয় কয়েকজন উৎসাহী বৌদ্ধযুবক লইয়া এক কমিটী গঠন করতঃ "কৃপাশরণ ফ্রি ইনষ্টিটিউসন" (Kripasharan Free Institution) নামে এক উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। বর্ত্তমান সময়ে এই বিদ্যালয়ের কার্য্য অতীব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছে। এই বিদ্যালয়টি উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় হইলেও বাঙ্গালা ভাষার সহিত ইংরেজি ভাষাও এরূপ ভাবে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে যে, যেন ছাত্রগণ এই বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপন করিয়া কোন H. E. School এর 7th class এ ভর্ত্তি হইতে পারে। বর্ত্তমান এই বিদ্যালয়ে বালক বালিকার সংখ্যা ৪৬ জন, তন্মধ্যে ৩৩ জন বালক ও ১৩ জন বালিকা। ১ জন মুসলমান বালক ও ১ জন হিন্দু বালক ব্যতীত অপর সকল বালক বালিকাই বৌদ্ধ। বর্ত্তমান সময় ২ জন বালক 5th Standard, ২ জন 4th standard, ৩ জন 3rd standard এবং অপর বালক বালিকা Infant classএ পড়ে। নিম্নে উক্ত বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য, নিয়মাবলী ও মেম্বরগণের নামের তালিকা প্রদত্ত হইল।

উদ্দেশ্য

অত্রত্য বৌদ্ধ বালকবালিকাদিগের শিক্ষার পথ সুগম করাই এই বিদ্যালয়ের একমাত্র উদ্দেশ্য।

নিয়মাবলী

১। বৌদ্ধধর্ম্মাঙ্কুর সভার প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি স্বনামধন্য কর্ম্মবীর আচার্য্য শ্রীমৎ কৃপাশরণ মহাস্থবির মহোদয়ের নামে এই বিদ্যালয়ের নাম, 'কৃপাশরণ ফ্রি ইন্‌ষ্টিটিউসন' রাখা হইল। যতদিন এই বিদ্যালয় বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন কেহ ইহার নাম পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন না।

২। এই বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী কোন বালকবালিকা হইতে বেতন লওয়া হইবে না।

৩। এই বিদ্যালয়ের যাবতীয় ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ধর্ম্মাঙ্কুর সংশ্লিষ্ট একটী ফণ্ড থাকিবে। এই ফণ্ডের টাকা এই বিদ্যালয় ভিন্ন অপর কোন সম্পর্কে ব্যয়িত হইতে পারিবে না।

৪। এই বিদ্যালয়ের পরিচালন কার্য্যের সহায়তা কল্পে একটী সাধারণ সমিতি গঠিত থাকিবে।

৫। যাঁহারা মাসিক অন্যূন এক টাকা চাঁদা দিবেন তাঁহারা সাধারণ সমিতির মেম্বর শ্রেণীভুক্ত হইতে পারিবেন।

৬। বিদ্যালয়ের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ ও সুপরিচালন কল্পে একটী কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি গঠিত থাকিবে। এই সমিতিতে সাধারণ সমিতি হইতে নির্ব্বাচিত তেরজন মেম্বর থাকিবেন। এতদ্ভিন্ন সভাপতি, সহকারী সভাপতি, সম্পাদক, পরিদর্শক এবং বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতিতে স্থান পাইবেন।

৭। কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির মেম্বরগণ দুই বৎসরের জন্য নির্ব্বাচিত-হইবেন ; দুই বৎসর পরে তাঁহাদিগকে পুনঃ নির্ব্বাচিত হইবার অধিকার দেওয়া যাইবে। সাধারণ সমিতির মেম্বরগণ ভোটের দ্বারা কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির মেম্বরগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইবেন। যাঁহারা মাসিক অন্যূন দুই টাকা চাঁদা দিবেন, কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির মেম্বর হইতে তাঁহাদের দাবী থাকিবে।

৮। বৌদ্ধধর্ম্মাঙ্কুর সভার সভাপতি ও সহকারী সভাপতি যথাক্রমে উক্ত সাধারণ সমিতি ও কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভাপতি ও সহকারী সভাপতি থাকিবেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহাদিগকে কোষাধ্যক্ষের কার্য্যভার দেওয়া হইবে। সহকারী সম্পাদক কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি হইতে নির্ব্বাচিত হইবেন।

৯। বৌদ্ধধর্ম্মাঙ্কুর সভার সম্পাদক বিদ্যালয়-পরিদর্শকের কার্য্য করিবেন।

১০। বিদ্যালয় সম্পর্কীয় সকল কার্য্য কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির পরামর্শানুসারে করিতে হইবে। সম্পাদক ও প্রধান শিক্ষক কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি আহ্বান করিতে পারিবেন। অন্যূন ৫ পাঁচজন মেম্বর উপস্থিত থাকিলে সমিতির কার্য্য চলিতে পারিবে। অধিক সংখ্যক মেম্বরের ভোট লইয়া বিষয় নির্দ্ধারিত হইবে।

১১। কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির নির্দ্দেশমতে ফণ্ডের টাকা ব্যয়িত হইবে। দৈবাৎ কোন কার্য্য উপস্থিত হইলে সমিতির বিনানুমতিতে সভাপতি মহোদয় ঊর্দ্ধসংখ্যা দশ টাকা পর্য্যন্ত ব্যয় করিতে পারিবেন। কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি আবশ্যক মনে করিলে বিদ্যালয় সংক্রান্ত প্রথম নিয়ম ব্যতীত অন্যান্য নিয়ম সমূহ পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিতে পারিবেন

১২। বৈশাখ মাসের ১লা তারিখ হইতে বিদ্যালয়ের বৎসর গণনা করা হইবে। ঐ তারিখে সাধারণ সমিতির অধিবেশন, পুরস্কার বিতরণ ও বিদ্যালয়ের বার্ষিক রিপোর্ট পাঠ হইবে।

১৩। কোন সদাশয় মহাত্মা এক কালীন দান করিতে চাহিলে তাহা সাদরে গৃহীত হইবে।

১৪। মেম্বরগণের দেয় চাঁদা প্রতি মাসের ১৫ই কিম্বা তৎপূর্ব্ব তারিখে সভাপতির নিকট জমা দিতে হইবে।

১৫। বিদ্যালয়ের বার্ষিক রিপোর্টে বৎসরের আয়ব্যয়, ছাত্রসংখ্যা,

মেম্বর ও চাঁদাদাতৃগণের নাম প্রভৃতি সকল আবশ্যকীয় বিষয় সমূহ প্রকাশিত হইবে।

১৬। বিদ্যালয়ে ইংরেজী ও বাঙ্গালা শিক্ষা দেওয়া হইবে। তদ্ব্যতীত প্রত্যহ অপরাহ্ণ ৪ হইতে ৫ ঘটিকা পর্য্যন্ত পালি শিক্ষা দেওয়া হইবে।

১৭। বিদ্যালয়ের কোন শিক্ষক শিক্ষার জন্য ছাত্রগণকে শাসন করিলে যদি কোন অভিভাবকের মনে পীড়া জন্মে, তাহা যথাসময়ে সভাপতির গোচরীভূত করিতে হইবে। কেহ তাঁহার বিচারের অপেক্ষা না করিয়া স্বয়ং প্রতিকার বিধানে অগ্রসর হইতে পারিবেন না; বিদ্যালয়ের নিকটে কিংবা অপর কোন স্থানে থাকিয়া শিক্ষক মহাশয়কে মন্দ তিরস্কার করিতে পারিবেন না। শিক্ষক মহাশয়ের প্রতি কেহ এইরূপ অন্যায় আচারণ করিলে, কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি উহার সমুচিত প্রতিবিধান করিতে পারিবেন। মোটের উপর, শিক্ষক মহাশয়ের আচরণ সম্পর্কে শিক্ষক মহাশয়কে কোন অভিভাবক কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিবেন না।

কৃপাশরণ ফ্রি ইনষ্টিটিউসন

সভাপতি

আচার্য্য শ্রীমৎ কৃপাশরণ মহাস্থবির।

সহকারী সভাপতি

জ্ঞানরত্ন কবিধ্বজ—শ্রীমৎ গুণালঙ্কার মহাস্থবির
এম্. আর্. এ. এস্।

পরিদর্শক

শ্রীযুক্তবাবু বেণীমাধব বড়ুয়া, এম, এ।

সহকারী পরিদর্শক

শ্রীমৎ আর্য্যালঙ্কার ভিক্ষু।

সম্পাদক

শ্রীযুক্তবাবু পুলিনবিহারী চৌধুরী।

সহকারী সম্পাদক

শ্রীযুক্তবাবু অনন্তকুমার বড়ুয়া।

কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির মেম্বরগণ

১। শ্রীযুক্ত বাবু হীরুলাল বড়ুয়া, ৮ ললিত মোহন দাসের লেন,
কলিকাতা।

২। শ্রীযুক্তবাবু অনন্তকুমার বড়ুয়া, ৪ মেট্‌কাপ লেন, ওয়ারিণবাগান
কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত বাবু ধীরেন্দ্র লাল চৌধুরী, সাং সাত বাড়ীয়া, চট্টগ্রাম।

৫। শ্রীযুক্তবাবু রজনীকান্ত চৌধুরী, তালতলা, কলিকাতা।

৭। শ্রীযুক্তবাবু সেরসিংহ চৌধুরী, বৌবাজার, কলিকাতা।

৮। শ্রীযুক্তবাবু পুষ্করচন্দ্র বড়ুয়া, বৌদ্ধীট্, কলিকাতা।

৯। শ্রীযুক্তবাবু চুনীলাল বড়ুয়া, ৬ ললিতমোহনদাসের লেন, কলিকাতা।

১০। শ্রীযুক্তবাবু হরকিশোর বড়ুয়া তালুকদার, সাং পিঙ্গলা, চট্টগ্রাম।

১১। প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্তবাবু গজেন্দ্রলাল চৌধুরী,

সাধারণ সমিতির মেম্বর ও মাসিক চাঁদাদাতৃগণের নাম।

ওয়ারিশ বাগান ৪নং মেট্‌কাফ লেনস্থ শ্রীযুক্ত বাবু অনন্তকুমার বড়ুয়া ৩৲টাকা। সাতবাড়ীয়া নিবাসী প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত বাবু ধীরেন্দ্র লাল চৌধুরী (বর্ত্তমান আকিয়াব) পিঙ্গলানিবাসী শ্রীযুক্তবাবু হরকিশোর তালুকদার, বৌদ্ধীট্‌স্থ শ্রীযুক্ত বাবু সেরসিংহ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত বাবু পুষ্করচন্দ্র বড়ুয়া ও শ্রীযুক্তবাবু রাজকুমার বড়ুয়া ৬নং ললিত মোহন দাসের লেনস্থ শ্রীযুক্ত বাবু চুনীলাল বড়ুয়া প্রত্যেকে ২ টাকা। ৮নং ললিত মোহন দাসের লেনস্থ শ্রীযুক্ত বাবু হীরলাল বড়ুয়া বৌদ্ধীট্‌স্থ শ্রীযুক্ত বাবু কুঞ্জলাল বড়ুয়া, শ্রীযুক্তবাবু দ্বারিকা নাথ বড়ুয়া, ওয়ারিশ বাগানস্থ শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল বড়ুয়া, রাউজান নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু সর্ব্বানন্দ বড়ুয়া ও মুকুট নাইট নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু মহারাজ মহাজন প্রত্যেকে ১৲ টাকা।

আনন্দ প্রকাশ

আমরা হৃদয়ের প্রগাঢ় আনন্দ সহকারে প্রকাশ করিতেছি যে, বৌদ্ধধর্ম্মাঙ্কুর সভার সভাপতি শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ কৃপাশরণ মহাস্থবির মহোদয় সদ্ধর্ম্মে জীবন উৎসর্গ করিয়া স্বধর্ম্মের ও স্বজাতির উন্নতি মানসে কি রকম প্রাণপাত পরিশ্রম স্বীকার করিয়া আসিতেছেন তাহা কাহারও অবিদিত নহে। তাঁহার উদারতা ও কার্য্যকুশলতার জন্য বৌদ্ধসমাজ তাঁহার নিকট যে কত ঋণী তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। তাঁহার এইরূপ অসাধারণ কার্য্যকুশলতা দেখিয়া বৌদ্ধগণ মনের আনন্দ প্রকাশ মানসে অনেকেই অভিনন্দন পত্রের দ্বারা তাহাকে অভিনন্দিত করিয়াছেন ; তন্মধ্যে কয়েক খানি অভিনন্দন নিম্নে প্রদর্শিত হইল। *

সম্পাদক।

চট্টল-গৌরব ঋষিকল্প

শ্রীমৎ কৃপাশরণ মহাস্থবির

মহোদয়ায় প্রদত্তমিদম্

অভিনন্দন পত্রম্

স্বাগতং তে চিরং ভূয়াৎ
বিজ্ঞান-জ্ঞান সেবিনে।
কায়েন মনসা বাচা—
শিক্ষাবিস্তার-কারিনে॥

---

* পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

অভিনন্দন পত্র

(১)

স্বদায়ত্তিলৌ'ক বিলোকনীয়া
নিশাকরস্তেব মধ্যে নিশায়াং
বিশাল বিশ্বস্ত কলা বিকাশে
দিবাকরো ধ্বান্তহরো বিভাতি ॥

(২)

দিশঃ প্রসন্না মরুতঃ সুখাবহাঃ
ধরাবিধূলির্বিমলং নভঃ-স্থলং।
লতাঃ সুপুষ্পাভরণা ক্রমাস্তথা—
বিচিত্রতামেতি জগৎ শুভায়তৌ ॥

(৩)

পাশ্চাত্যভাষাধিকৃতেতু ভারতে
সাভারতী ভাতি বিলীনতা কৃতিঃ।
ফল্গুর্যথান্তঃ সলিলা বহিঃস্থিরা
তস্যাঃ সমুৎকর্ষগতিঃ কথং ভবেৎ ॥

(৪)

সাদেবভাষাপ্যমৃতায় মাতা
বিদেশি বৈধর্ম্মাপরেণ রাজ্ঞা।
গুণগ্রহে স্বীয় মথোপরম্বং
উচ্চারয়ন্তোব থলান সন্তঃ ॥

(৫)

ইভার্য্যভাষারস সাধকানাং
মনোরথং নঃ সফলং কুরুষ।
ঋতে হিমাংশো স্তুহিনান্তরেণ
নভঃ শ্রিয়ং কো বিমলী করোতি ॥

(৬)

দয়াবিধানেন বিবেক দৃশ্বনা
সরস্বতী তোয় মিবাম্বরাশ্রিতং।
সদর্থসন্ধান পরেণ কোবিদ!
বচোঽমৃতং প্রাচ্য ভবং সমুদ্ধর॥

(৭)

হেবুদ্ধ ধর্ম্মালয় রঙ্গজীবন!
অধ্যাপকান্ রক্ষচ পালয়ন্মনঃ।
দিবনাহি বর্ষাভব মেঘ সঞ্চয়ং
শরদ্ ঘনেহা খলু চাতকস্তন।

(৮)

প্রদত্ত মস্তাভি রিহাভি নন্দনং
সমাধিরস্মিংস্তু বিধেয় এবহি।
মলীমসাচ্ছন্ন কলাবিমোক্ষণে
বিশেষ দক্ষঃ প্রতিভাতি ভাস্করঃ॥

(৯)

যঃ পঞ্চতত্ত্বাশ্রিত বেদবিদ্যঃ
পঞ্চায়নঃ পঞ্চ কলানুরক্তঃ।
পঞ্চাবশেষঃ স্থির পঞ্চমূর্ত্তিঃ
পঞ্চাননস্তে শ্রিয় মাতনোতু॥

ছোট কমলদহ ৺ শম্ভুনাথ চতুষ্পাঠিনোঽন্তে বাসিভিঃ

অভিনন্দন পত্র

কলিকাতা বৌদ্ধধর্ম্মাঙ্কুর বিহারের অধ্যক্ষ ও
বৌদ্ধধর্ম্মাঙ্কুর সভার সভাপতি আরাধ্যতম
শ্রীমৎ কৃপাশরণ মহাস্থবির মহো-
দয়ের শ্রীচরণকমলেষু—

দয়াময় !

অবতরি বৌদ্ধকুলে চট্টল মাঝার,
সার্থক মানব জন্ম ক'রেছ তোমার,
সংসারের নানা সুখ করিয়া বর্জ্জন,
মুক্তিপ্রদ ভিক্ষুধর্ম্ম করিয়া গ্রহণ ;
ভারতের লুপ্তরত্ন করিতে উদ্ধার,
সহিয়াছ, সহিতেছ যাতনা অপার।
স্বজাতির শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া,
সহিয়াছ কত কষ্ট মস্তক পাতিয়া।
বিদ্যা, জ্ঞান, ধর্ম্ম-আদি উন্নতির তরে,
নিরন্তর করিতেছ চেষ্টা অকাতরে।
ভারতের নানা স্থানে করিয়া গমন,
পুণ্যতীর্থ সমুদায় করিয়া দর্শন ;
স্থানে স্থানে ধর্ম্মশালা নির্ম্মায়ে বিহার,
এ ভারতে বৌদ্ধস্মৃতি করিলা বিস্তার।
কি কষ্ট না করিয়াছ দিক্ দিগন্তরে,
যাত্রীদের অবারিত কষ্ট দূরিবারে,

কি উদার, কি মহৎ, হৃদয় তোমার,
আত্ম ভুলি স্বজাতিরে করিলে উদ্ধার!
স্বজাতি বাৎসল্য ভবে রবে যতদিন,
ততদিন তব যশঃ হবে নাকো লীন,
পারেনা বলিতে কোন সভ্য ইতিহাস,
হেন ভাবে মহত্বের অপূর্ব্ব বিকাশ।
তবকাছে নাহি কিছু ভেদাভেদ জ্ঞান,
রাজা প্রজা দয়া লভে সকলে সমান।
স্থানে স্থানে স্কুলের উন্নতি করিয়া,
স্বজাতি বিজাতিদের অভাব দূরিয়া;
জ্ঞান ধর্ম্ম সমভাবে করিছ প্রদান,
তব সম নাই দেখি দয়ার নিদান।
কিন্তু হে ভূদেব! মোরা অতীব অজ্ঞান,
একেত বালক, তাহে দরিদ্র সন্তান,
শীলবান, মহারাজ, পূজে যেই পদ,
কি দিয়ে পূজিব মোরা সে পরম পদ?
বামন হইয়া চাই ধরিতে আকাশ,
ভয় পাই পাছে, কেহ করে উপহাস।
প্রেম অশ্রু দিয়া পদ করি প্রক্ষালন,
ভক্তি মাখা ফুলহারে করিনু পূজন!
কৃপাময়! কৃপা বলে করিয়া গ্রহণ,
সার্থক করুন এই বালক জীবন!

১৫ই আষাঢ়, ২৪৫৯ বুদ্ধাব্দ,
বিনাজুরী,
চট্টগ্রাম।

একান্ত শ্রীচরণাকাঙ্ক্ষী—
(বিনাজুরী) সোনাইরী মুখ
স্কুলের ছাত্রবৃন্দ।

নমঃ ত্রিরত্নায়

অভিনন্দন পত্র

বৌদ্ধ ধর্ম্মাঙ্কুর সভার সভাপতি

পরম ভক্তিভাজন

শ্রীমৎ কৃপাশরণ মহাস্থবির

মহোদয়ের শ্রীচরণ কমলেষু

পতিতেরে উদ্ধারিতে, হে কৃপাশরণ !
এসেছ কি এই দীন নাসুপুর গ্রামে ?
ধন্য গুরুদেব, ধন্য তব নিঃস্বার্থতা
তব ধর্ম্মযশঃ মহাযশঃ এ ভবের—
পবন, মানব, পাখী সুস্বর লহরে—
ঘোষিছে, গাহিছে, এই ভারত মাঝারে।
শীতলিছ নিত্য তুমি সদয় হৃদয়ে,
তাপদগ্ধ বড়ুয়ার সতৃষ্ণ অন্তর,
সরল-মধুর ধর্ম্ম সুধা বরিষণে।
কৃতার্থ হয়েছি মোরা এ মর ভুবনে,
পাইয়া চরণ তব সেবিতে আদরে।

(১)

দেব,

সাংসারিক সুখৈশ্বর্য্য দিয়া বিসর্জ্জন,
হিংসা আদি রিপুচয় করিয়া দমন ;
কাষায় বসন তুমি করিলে ধারণ ;
সত্য ধরমের তরে সঁপি প্রাণমন।

(২)

ভারতের স্থানে স্থানে করিয়া গমন,
দেবালয়, ধর্ম্মশালা করিয়া স্থাপন।
বহুশ্রমে "জগজ্জ্যোতিঃ" করিয়া প্রকাশ,
করহ শীতল মানবের জ্ঞানের বিকাশ।

(৩)

এ প্রার্থনা করি সবে ওপূত চরণে,
বছরে বছরে হেথা পদধূলি দানে—
করো সফল মোদের তাপিত জীবন ;
বৌদ্ধ ধর্ম্ম-সুধা দেব, করি বিতরণ।

(৪)

কি দিয়ে পূজিব তব রাতুল চরণ,
মোরা অতি অভাজন, নাহি কোন ধন।
ভক্তি কৃতজ্ঞতা আর বনফুল হার,
কৃপা করি, লও দেব, প্রেম-উপহার।

২রা জ্যৈষ্ঠ, ১২৭৭ মগাব্দ,
নানুপুর, চট্টগ্রাম।

পদ প্রসাদ প্রার্থী
নানুপুর বৌদ্ধ সমিতি

অভিনন্দন পত্র

বৌদ্ধধর্ম্মাঙ্কুর সভার স্থায়ী সভাপতি শ্রীমৎ কৃপাশরণ মহাস্থবির মহোদয়ের শ্রীচরণে

১

দেব !

সুপ্রশান্ত অচঞ্চল মুখশ্রী গম্ভীর,
অকৃত্রিম পবিত্রতা করুণা-আধার
জ্যোতির্ম্ময় সৌম্যকান্তি সুমতি সুধীর,
প্রশান্ত হৃদয়, যথা পুণ্য-পারাবার।

২

মধুমাখা হাসিমুখে সরল বচনে,
ভুলাইয়া কত শত সংখ্যাতীত নরে,
বিতরি সদ্ধর্ম্ম-সুধা আনন্দিত মনে,
সৃজিলে ভকতি-স্রোত মানব-অন্তরে।

৩

শুনিয়া বারেক সেই মধুর বচন,
লয় নাই যেই জন শরণ তোমায়,
এমন পাপাত্মা নাই এ মর ভুবনে,
গলে নাই মন যার দর্শনে তোমায়।

৪

নীতিগর্ভ উপদেশে মানবের মন
সদ্ধর্ম্মে সুদৃঢ়, তব কি শুভ দর্শন !

রোপিয়াছ ধর্ম্মবীজ করিয়া যতন,
উৎপাটিয়া তৃণগুচ্ছ, হৃদয়-কন্দরে।

৫

ভ্রমিয়াছ কত শত দেশ দেশান্তরে,
কত বন উপবন অতিক্রম করি ;
না ডরি শার্দ্দূলে সিংহে অরণ্য মাঝারে,
সদ্ধর্ম্ম উন্নতি তরে আশা বুকে ধরি।

৬

অলঙ্ঘ্য পর্ব্বতশ্রেণী অকূল সাগর,
অতিক্রম করি ভীম সাহসের ভরে,
ভ্রমিয়া সুদূরগম বিজন প্রান্তর,
জ্বালিতেছ জ্ঞান দীপ অজ্ঞান তিমিরে।

৭

এরূপ নির্ভীক চিত্তে অর্থ আহরণে,
সহিয়াছ কত দুঃখ বিপদ ভীষণ।
গড়িয়াছ কত আশা প্রীতি-ফুল্লমনে,
ভাঙ্গিয়াছ কতবার, অলীক-স্বপন।

৮

যেই কলিকাতা ভুমে নাহি ছিল স্থান,
হতভাগ্য বৌদ্ধজাতি করিতে বিশ্রাম,
আজি সেই কলিকাতা স্বর্গের সমান,
কতদীন নিরাশ্রয় লভিছে আরাম।

৯

কি বিচিত্র কারুকার্য্য কিবা মনোহর,
নানা সাজে সুসজ্জিত চারু দরশন।

রঞ্জিত ত্রিদিব-সম উজ্জ্বল সুন্দর,
দেখিতে সে দৃশ্য দীপ্তি ঝলসে নয়ন।

১০

অক্লান্ত পরিশ্রমে উৎসাহের বলে,
বাজালে সদ্ধর্ম্ম ভেরী সাগর কান্তারে।
স্থাপিলে অমর কীর্ত্তি'ব্রিটিশ আমলে,
জাগালে ঘুমন্ত বিশ্ব প্রফুল্ল অন্তরে।

১১

তব পদতলে দেব, পাব কিহে স্থান?
মিলিয়াছি ছাত্রবৃন্দ অবোধ অজ্ঞান,
পাইতে তোমার কৃপা, হে কৃপাশরণ!
তুমি প্রভু দীনবন্ধু পতিত পাবন।

"রাউজান ছাত্র সম্মিলনী"
বিমলানন্দ বিহার।
১৮ই জুন, ১৯১৫ খৃষ্টাব্দ,
৩রা আষাঢ়, ১২৭৭ মগাব্দ।

পদপ্রসাদ-প্রার্থী—
রাউজান ছাত্রসম্মিলনীর
ছাত্রবৃন্দ।

———

বৌদ্ধধর্ম্মাঙ্কুর সভার সভাপতি ও বিহারাধ্যক্ষ কর্ম্মবীর
স্বদেশবৎসল ধর্ম্মপ্রাণ মহাত্মা শ্রীমৎ কৃপাশরণ
মহাস্থবির মহোদয়ের

"শুভ আবাহন গীতি"

কে তুমি ধার্ম্মিকবর নর-নারায়ণ !
হিংসা দ্বেষ আদি সবে দিয়ে বিসর্জ্জন
দিবানিশি মনে মনে স্বীয় উদারতা গুণে,
ভাবিতেছ সর্ব্বজীবে করে প্রাণপণ
বিদূরিয়া দুঃখ জরা করিতে রক্ষণ।

কে তুমি পুরুষোত্তম আদর্শ মহান !
স্বজাতি বিজাতি ভেদ নাহি তব জ্ঞান
আত্মপর নাহি তব আহা কিবা অভিনব !
তোমার মানসচক্ষে সকলি সমান
গরীবের বন্ধু তুমি ধার্ম্মিক প্রধান।

কে তুমি উদার জ্ঞানি ! ওহে মহাজন !
অনাথের অশ্রুবারি করিছ মোচন ?
গরীব ছাত্রের বন্ধু, কে তুমি হে কৃপাসিন্ধু
আশ্রয় আহার দানে, করিছ যতন,
তুমি যে গো সৃষ্টিরাজ্যে আরাধ্য রতন।

সুমহান কৃপাসিন্ধো ! কে তুমি সুজন !
যদ্যপি যশমানে নাহি আকিঞ্চন
নিতি নিতি করে দান অর্জ্জিতেছ যশমান

স্বীয় উদারতা গুণে হয়ে সুশোভন
অন্ধ খঞ্জ আদি জনে করিছ পালন।

যেবা তুমি হও দেব হেন লয় মন—
অনাথের নাথ তুমি কৃপার শরণ
তাই তোমা পূজিবারে যাচে মন সকাতরে
নিজগুণে কৃপা ক'রে ওহে মহাজন
দাও শিক্ষা উদারতা ভাবিতে আপন।

ইতি—

বিদ্যোৎসাহিনী সভা।
১৫ই আষাঢ়, ১৩২২ সাল।
বিনাজুরী, চট্টগ্রাম।

ভবদীয় কৃপাকণা-ভিখারী—
বিনাজুরী নবীন মধ্য-ইংরেজী
বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ।

অভিনন্দন পত্র

কলিকাতা বৌদ্ধধর্মাঙ্কুর সভার সভাপতি ও বিহারাধ্যক্ষ পরম পূজনীয় শ্রীমৎ কৃপাশরণ মহাস্থবির মহোদয়ের শ্রীপাদ কমলে

(১)

হৃদয় কন্দরে মলয় পরশে
তব আগমনে আজ,
উঠিল ফুটিয়া হরষে নাচিয়া
ধরম কুসুম-রাজ।
সবার অধরে আনন্দ না ধরে
ভাসে আনন্দ লহরে।

অভিনন্দন পত্র

ভুলি দুঃখ দৈন্য   মহৎ ও সামান্য
আজি সবে একাকারে,
পেয়ে তব রাজীব চরণ।
ধন্য কপাল কৃপাশরণ॥

(২)

এ গ্রীষ্মের দিনে   এ মরু প্রাঙ্গনে
ভৃঙ্গ সুস্বর ঝঙ্কারে,
ফুটাতে কমল   দিতে পরিমল
বিশুষ্ক কমল পরে।
বসন্ত রূপেতে   এসেছ ধরাতে
প্রথম বরষ মাসে,
আবার ভূলোকে   অমিয় আলোকে
পুরিয়া পুলকে ভাসে,
আজি সবে আনন্দে মগন।
ধন্য কপাল কৃপাশরণ॥

(৩)

কোকিল কুহরে   কুহু কুহু স্বরে
মরি কি মধুর তান।
পবন হিল্লোলে   বসি তরু ডালে
গাহিছে বিহঙ্গ গান।
যেই ভগবানে   লুম্বিনী কাননে
ধরি মানব জীবন,
নিজ জ্ঞানবলে   অবনী মণ্ডলে
করে সদ্ধর্ম্ম স্থাপন ;
তাঁরি সহ তোমারি কীর্ত্তন।
ধন্য কপাল কৃপাশরণ॥

(৪)

ভিক্ষাপাত্র করে দেশ দেশান্তরে
করি জাতীয় দুঃখ মোচন,
জীবনের সুখে হইয়া বিরাগী
অনুরাগী, মহাব্রতের সাধনে
শুষ্কপুষ্প তরুমূলে ঢালি বারি কুতূহলে
ভ্রমিতেছ নানাস্থানে
জাগায়ে মানবে অতীত গৌরবে
তুলি ধরম নিশান
মোদের গৌরব কেতন।
ধন্য কৃপাল কৃপাশরণ॥

(৫)

সদ্ধর্ম্ম আলোক ছিল ম্লানমুখ
ভাতিয়ে তুলিছ পুনঃ;
বাহু তুলে সবে নাচিয়ে গৌরবে
গাহিছে তোমারি গুণ
বলি জয় জয় ভূভারত ময়
গাহিছে তোমারি যশঃ
অনল অনিলে সাগর সলিলে
গায় বলি দয়াময়,
তুমিই চট্টলা মায়ের ধন,
ধন্য কৃপাল কৃপাশরণ।

(৬)

যত্ন করে কত এবে বিকশিত
সদ্ধর্ম্ম জগতজ্যোতিঃ

প্রচারিছ তাহে সুশিক্ষা নিবহে—
মানবের মোক্ষগতি
অবোধ সন্তানে ভবে দয়া দানে
পবিত্র ধরম ধন
করিতেছ বিতরণ,
তব লীলা না যায় বর্ণন
ধন্য কৃপাল কৃপাশরণ।

(৭)

মোরা দীন হীন অতি অভাজন
নাহি কিছু ধন,
কিবা উপহারে পূজিব সাদরে
তব ও রাঙ্গা চরণ
আশিস প্রদানি বৌদ্ধ শিরোমণি!
কর বাসনা পূরণ।
দিবাহু প্রসারি গাহিবারে পারি
তোমারি মহিমা গান—
এই অবোধ সন্তানগণ।
ধন্য কৃপাল কৃপাশরণ॥

(৮)

শ্রীপদে তোমারি এ প্রার্থনা করি
অবোধ সন্তানগণ
বছরে বছরে এ দীন-বিহারে
(যেন) পাই তব দরশন,
শ্রদ্ধাপ্রণোদিত ভক্তি উছলিত
মোদের এ অশ্রুধার

লহ গুরুবর মাখিয়ে আদর

ভকতি প্রসূন হার

লভি সবে সার্থক জীবন।

ধন্য কৃপাল কৃপাশরণ॥

বৌদ্ধ-বালক সমিতি,
হস্তীচক্ষু
২০শে বৈশাখ
সন ১২৭৭ মঘী।

অনুগ্রহপ্রার্থী—
বৌদ্ধ বালক-সমিতির
সভ্যবৃন্দ।

অভিনন্দন পত্র

বৌদ্ধধর্ম্মাঙ্কুর সভার সভাপতি ও বিহারাধ্যক্ষ

পূজ্যপাদ শ্রীমৎ কৃপাশরণ মহাস্থবির

মহোদয়ের বিদায়-উপলক্ষে

(১)

দেব,

কিরূপে বিদায় আজ করিব তোমারে।
ব্যথায় ব্যথিত প্রাণ বাক্য নাহি সরে॥
নাহিক শকতি হেন নাহি হেন আশা।
নাহি হেন গুণ জ্ঞান নাহি হেন ভাষা॥

(২)

তথাপি প্রাণের বেগ না পারি রাখিতে।
সতত তোমার দয়া জাগিতেছে চিতে॥
ধর্ম্মতত্ত্ব সরলতা করিয়া বিস্তার।
করিতেছ কত শত পর উপকার॥

(৩)

তব দীপ্ত গুণ জ্ঞান সুযশ গরিমা।
পর দুঃখ কাতরতা অপার মহিমা॥
সুবিস্তীর্ণ ভারতের প্রান্তরে কান্তারে।
মুক্তকণ্ঠে সুকীর্ত্তিত হবে চির তরে॥

(৪)

হে কৃপাশরণ! তুমি অতীব সুধীর।
ধন্য ধন্য ভবদীয় সুযশ গভীর॥
বারবার নান্নুপুরে করি পদার্পন।
ধর্ম্মের বিমল জ্যোতিঃ কর প্রকটন॥

(৫)

কিরূপে বিদায় আজ করিব তোমারে।
ব্যথায় ব্যথিত প্রাণ বাক্য নাহি সরে॥
শুধু কৃতজ্ঞতা আর ভকতি প্রসূনে।
দিতেছি এ উপহার রাতুল চরণে॥

২রা জ্যৈষ্ঠ ১২৭৭ মগাব্দ,
১৯১৫ খৃষ্টাব্দ
নান্নুপুর, চট্টগ্রাম

নান্নুপুর বৌদ্ধ সমিতির পক্ষ হইতে
নান্নুপুর বিহার স্কুলের ছাত্রবৃন্দ

———

অভিনন্দন পত্র

বৌদ্ধধর্ম্মাঙ্কুর সভার সভাপতি ও
বিহারাধ্যক্ষ আরাধ্যতম শ্রীমৎ
কৃপাশরণ মহাস্থবির মহোদয়ের
শ্রীচরণ কমলে

দেব! আজি শুভ দিনে পূর্ব্বপুণ্য ফলে
পেয়ে তব পদধূলি হইনু পবিত্র
মোরা, পবিত্র এই জন্মভূমি তোমার
পরশে। কলিকাতা ধর্ম্মাঙ্কুর, লক্ষ্ণৌ
বিহার ঘোষিতেছে যশঃ তব
ভারতের দিগন্ত উজলি।
স্বজাতির হিত তরে ত্যজিয়া
সংসার, সহিতেছ কত দুঃখ
দেশ দেশান্তরে ভ্রমি। সেই
কর্ম্মবলে, রাজা প্রজা নতশির
তব পদতলে। প্রেমের শৃঙ্খলে
হিন্দু মুসলমানে বাঁধিয়াছ
এই ক্ষেত্রে। বিদ্যাবুদ্ধি শূন্য
অভাগা দরিদ্র মোরা জানি না
পূজিতে তোমা। সামান্য বালক-
জ্ঞানে লও এই পুষ্পাঞ্জলি ও
রাঙ্গা চরণে।

নয়াপাড়া
২৪৫৯ বুদ্ধাব্দ

শ্রীচরণাকাঙ্ক্ষী
(নয়াপাড়া) বৌদ্ধবালক সমিতি

প্রীতি-পূজা

বৌদ্ধধর্ম্মাঙ্কুর বিহার ও সভার প্রতিষ্ঠাতা
সভাপতি, বিহারাধ্যক্ষ, ভারত-গৌরব,
সদ্ধর্ম্ম প্রচারক শ্রীমৎ কৃপাশরণ
মহাস্থবির মহোদয়ের
শ্রীচরণে

দেব ! শ্রীমুখ গম্ভীর অতি আয়ত লোচন।
ধীর পুণ্য পূর্ণজ্যোতিঃ,
ভগবৎ প্রেমে মাতি,
ভারতের স্থানে স্থানে করেছ ভ্রমণ ॥

তোমার চরণ তরী
নির্ভয়ে আশ্রয় করি
মহানন্দে পশে নর যশের মন্দিরে।
ভাবি নাই কভু যাহা,
তুমিই করিলে তাহা,
নিরোধিলে মিথ্যা-দৃষ্টি-চিরদিন তরে।
কত নগণ্য দেশে,
ভ্রমিতেছ ঋষি বেশে
সদ্ধর্ম্ম দুন্দুভিনাদে সকলে মাতাও
নাশিয়ে অজ্ঞান তম,
নাশিয়ে মনের ভ্রম,
হরিয়ে অধর্ম্ম-তম সধর্ম্মে মজাও,

অভিনন্দন পত্র

কত অকূল সাগর,
কত বিজন প্রান্তর,
নবীন সন্ন্যাসী রূপে করিলে ভ্রমণ।
তব শুভ আগমনে,
"এ সুহৃদ-সম্মিলনে,"
নগণ্য আমরা কিহে, পূজিতে চরণ?
প্রচারি ধরম—প্রথা,
ভ্রমিতেছ যথা তথা,
চন্দ্র কি দেয় না আলো, চণ্ডালের ঘরে?
(কিন্তু প্রভু) কি আছে কি দিব আর,
বিনা ক্ষুদ্র উপহার,
ভক্তি কুসুমের মালা গাঁথিয়াছি তব তরে,
মোরা অতি হীন মতি,
না জানি ভকতি স্তুতি,
খইয়াখালী গ্রামের বালক মণ্ডলী,
আনন্দেতে সবে মিলি,
দিই ভক্তি পুষ্পাঞ্জলী
দয়া করে লও প্রভু! এই পুষ্পাঞ্জলী

১৩২২ সাল,
২৪৫৯ বুদ্ধাব্দ,
খইয়াখালি, চট্টগ্রাম।

আপনার একান্ত পদানত
খইয়াখালী সুহৃদ-সম্মিলনীর
বালকবৃন্দ।

অভিনন্দন পত্র

বৌদ্ধধর্ম্মাঙ্কুর সভা ও বিহার প্রতিষ্ঠাতা
এবং স্থায়ীসভাপতি ঋষিকল্প
পূজ্যপাদ আচার্য্য শ্রীমৎ কৃপা-
শরণ মহাস্থবির মহোদয়ের
শ্রীপাদ পঙ্কজেষু

দেব! প্রকাশিতে জ্ঞানদীপ অজ্ঞান তিমিরে,
কে তুমি এ সুপ্ত দেশে,
মূর্ত্তিমান পুণ্য বেশে,
মধুমাখা হাসিমুখে পবিত্র চীবরে ?

লইয়া সদ্ধর্ম্ম সুধা সত্য সনাতন,
এলে আজি পথ ভুলে,
প্রদানিতে দীন বালে,
সত্যধর্ম্ম সূত্রাবলী সদ্ধর্ম্ম কিরণ।

চিনেছি তোমায় দেব! তুমি অনাথ শরণ,
দেব! সুমতি সুধীর,
তুমি সেই কর্ম্মবীর,
চট্টলা মায়ের অতি আদরের ধন।

ঘুচিতে জাতীয় কষ্ট দিলে প্রাণমন,
তুচ্ছ করি ধরাধাম,
পুরাইতে মনস্কাম,
ভিক্ষাপাত্রে পীতবাসে যাপিছ জীবন।

ধেয় জ্ঞানে তুচ্ছ করে পার্থিব রতন,
সাহসে করিয়া ভর,
ভ্রমি দেশ দেশান্তর,
জীবনের মহামন্ত্র করিলে সাধন।

অক্লান্ত পরিশ্রমের ধ্রুব কোহিনূর,
উন্নত শৃঙ্খলে বাঁধা,
সদ্ধর্ম্ম রঞ্জিত ধ্বজা,
ভাতিছে ত্রিদিব সম "বৌদ্ধ-ধর্ম্মাঙ্কুর"।

জম্বুদ্বীপে বৌদ্ধদের গৌরব কেতন,
বৌদ্ধ ধর্ম্মাঙ্কুর নাম
জাতীয় আশ্রম ধাম,
নির্ম্মাইলা ধর্ম্মশালা সার্থক জীবন।

সনাতন আর্য্যসত্য করিয়া গ্রহণ,
কোথায় ইংলণ্ড দূর,
চীন, জাপান, সুদূর,
বুদ্ধ ধর্ম্ম সংঘ নাম করিছে কীর্ত্তন।

লঙ্ঘিয়া পর্ব্বত শ্রেণী নেপাল ভূটান,
পবনের সমগতি
চলিছে পরম জ্যোতিঃ,
ছুটিছে নক্ষত্রবেগে ধাঁধিয়া নয়ন!

অবিদ্যা আঁধার কাটি জ্ঞানের কৃপাণে,
বিলুপ্ত সদ্ধর্ম্ম সুধা,
বিতরি হরিলে দ্বিধা,
তুলিলে ধর্ম্মের ধ্বজা ভারত গগনে।

অভিনন্দন পত্র

এমন যে কত, দেব! না যায় বর্ণন।
লক্ষ্মৌ, সিমলাগিরি,
আসাম চট্টলে মরি!
উচ্চকণ্ঠে গাহিতেছে সকর্ম্ম কীর্ত্তন।

ঘরে ঘরে ধরমের বাখিতে আভাব,
স্বজাতীয় পত্রিকার
দেখিয়া অভাব আর
বহুশ্রমে "জগজ্জ্যোতিঃ" করিলা প্রকাশ।

অন্ধ মোরা কি বুঝিব রতন কেমন,
অতি দীন অভাজনে,
আশা প্রীতি-ফুল্লমনে,
প্রদানিব তব পদে স্নেহ-নিদর্শন।

জ্ঞানের প্রদীপ আশা, যতনের ধন,
সে নহে কিছুই আর,
মোদের কণ্ঠের হার,
"শিলক ডাউলিং স্কুল" নামেতে ভূষণ।

তাই আজি সকাতরে ডাকিয়া তোমায়,
মোরা দীন বৌদ্ধগণ,
তব করে সমর্পণ,
করিতেছি; "বিদ্যালয়" করুক গ্রহণ।

দেব! অধম অজ্ঞান মোরা দরিদ্র সন্তান,
নাহিক সম্বল আর,
বিনা ভক্তি উপহার,
গাঁথিয়ে এনেছি মালা করিতে প্রদান।
কর্ম্মবীর কৃপাশরণ করুণা-নিদান॥

যদি ও অযোগ্য দেব অধমের দান,
গাথিয়াছি অশ্রুজলে,
দিতেছি চরণে তু'লে,
সমাদরে লও দেব! কৃপার নিদান।
আশীর্ব্বাদ কর, দিয়ে শ্রীচরণে স্থান॥

শিলক, চট্টগ্রাম
১৩২২ সাল-

শিলক ড্রাউলিং স্কুলের পক্ষ হইতে
শ্রীনগেন্দ্র চন্দ্র তালুকদার
(জনৈক বিদ্যার্থী)

ভক্তি উপহার

বৌদ্ধধর্ম্মাঙ্কুর সভার সভাপতি ও বিহারাধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎকৃপাশরণ মহাস্থবির মহোদয়ের শ্রীপদারবিন্দেষু

সাধিবারে মহৎ সাধনা, মিটাইতে
দেবতার আশ, সুরধাম ত্যজি, দেব,
আসিয়াছ এই দীন মরতে; ঢালিয়া
অমৃত, বিতরি করুণা, সরস করে'
সুর--গঙ্গা সম, নিরস উবর ভূমি।
ওগো, মোরা মর্ত্ত্যবাসী,—শান্তির পিয়াসী;
আকাঙ্ক্ষার তীব্র জ্বালা নিয়ে এতদিন
ছুটিতেছি লক্ষ্যহীন, বাসানার পিছু

রাত্রি দিন ; তাই, বুঝি দেব তুমি
দয়া করি দেহ পদধূলি, বাড়াইয়া
হাত লইতেছ টানি, তোমার কোমল
বক্ষে, জুড়াইতে মনের বেদনা, দিতে
শান্তি ! মোরা দীন, উপচার হীন ; কোথা
পাব হেম-দীপ ! তোমার আরতি তরে !
কোথা পাব তেমন বন্দনা গান ? আজি
আনিয়াছি এই ক্ষুদ্র উপহার তব
চরণেরি তলে, সার্থক মানিব মোরা,
যদি তুমি দয়া করে ওগো লও এবে !

ফতেনগর
২রা ভাদ্র
১৩২২ সাল,

বিনয়াবনত—
ফতেনগর সুবর্ণসমিতি
শ্রীশ্রীধর বড়ুয়া।

বৌদ্ধধর্ম্মাঙ্কুর সভার সভাপতি পরম পূজ্যপাদ
শ্রীমৎ কৃপাশরণ মহাস্থবির মহোদয়ের
শ্রীচরণারবিন্দেষু

এস দেব ! এস ওগো, শান্ত-সৌম্য-স্নিগ্ধ-মধুর-মূরতি !
এস, দয়া-অবতার !—জ্ঞানের আধার,—মূর্ত্তিমান কর্ম্ম-জ্যোতিঃ
তুমি ফুটায়েছ কত শীর্ণ তরু শাখে, বসন্তের ফুল ;
জ্ঞানের সুবর্ণ বর্ণে কত হৃদয় কমল !

অভিনন্দন পত্র

অতীতের স্মৃতি ওগো উঠিতেছে জাগি, আজি সুপ্ত মর্ম্ম মাঝে,
সে অপূর্ব্ব মহান ত্যাগের ছবি, আজি স্মরণে বিরাজে।
—ঐশ্বর্য্যে লালিত, আনন্দ-উৎসবে রত কোমল প্রাণ,
কোন দূরতীর্থে, কি মহান লক্ষ্য নিয়ে করিছে প্রয়াণ।
মোরা জ্ঞানহীন, পাপেতে মলিন, অতিশয় মূঢ়মতি,
জানিনা পূজিতে, পদে অর্ঘ্য দিতে, করিতে তোমার স্তুতি।
শুধু গাঁথিয়াছি মালা নির্গন্ধ কুসুমে ভকতি ডোরে;
শুধু এনেছি হৃদয়ের প্রীতি, অশ্রুজলে-সিক্ত করে,
ধর উপহার, দয়া অবতার! ওগো, করিওনা ঘৃণা!
তোমারি মন্ত্রে উঠিবে বাজিয়া, হৃদি-বীণা গীতহীনা।

১২৭৭ মগাব্দ, ২৪৫৯ বুদ্ধাব্দ,	}	ভবদীয় চরণাশ্রিত
কদলপুর জয়নগর, চট্টগ্রাম।		জয়নগর গ্রামবাসীগণ।

নমঃ ত্রিরত্নায়

বৌদ্ধধর্ম্মাঙ্কুর বিহার ও সভার প্রতিষ্ঠাতা
পূজনীয় শ্রীমৎ কৃপাশরণ মহাস্থবির
মহোদয়ের বিদায়-উপলক্ষে
ভক্তি উপহার

দেব!

এসেছিলে দয়া করি বিতরিতে কৃপা,
তুমি কৃপাসিন্ধু প্রভু এপর্ণ কুটিরে,
শিখাইতে আমাদেরে সত্যধর্ম্ম নীতি,
নাশিয়া অজ্ঞানতম জ্ঞানের আলোকে;

দরিদ্র মানব মোরা জ্ঞান বুদ্ধি হীন
নাহি শাস্ত্রজ্ঞান, নহি জ্ঞানেতে প্রবীণ,
কি দিয়ে পূজিব তব রাঙ্গা পা দুখানি,
তবু ক্ষুদ্র এই হৃদয়ের বিমল মন্দিরে
কল্পনায় তুলিকায় স্মৃতি পটে সদা,
যতনে পূজিব মোরা ও শান্ত মূরতি।
হৃদয়ের ভাব মাখা দীন উপচারে
ভকতি প্রসূনে তোমা পূজিবার তরে
হইয়াছি উপনীত বিশাল প্রান্তরে।
দয়া করি লও পূজা প্রফুল্ল-অন্তরে ॥

আবদুল্লাপুর বৌদ্ধ বালক সমিতির পক্ষ হইতে
ডাক্তার শ্রীসহদেব বড়ুয়া

বৌদ্ধধর্ম্মাঙ্কুর সভার সভাপতি ও বিহারাধ্যক্ষ আচার্য্য শ্রীমৎ কৃপাশরণ মহাস্থবির মহোদয়ের শ্রীচরণ কমলে

১। কি মহা পুলকে হৃদিনদে আজ
ছুটেছে মোদের শোণিত স্রোত।
কি সুখ-সঙ্গীতে আনন্দ লহরী
উচ্ছ্বাসে নাচায় অন্তর পোত ॥
২। কোন গিরিবর, পাদধৌত করি,
মন প্রাণ ধন্য, করিতে আশে

ধাইছে ছুটিয়া, উৎফুল্লিত হিয়া,
পদধূলী সনে, যাইতে মিশে ॥

৩। মরি মরি আজ, কি সুন্দর সাজে,
সেজেছে উল্লাসে, কাননচয়
পিক শুক শারী, পুষ্পরেণু মাখী
কার যশোগানে, বিভোর হয়।

৪। মলয় পবন কিশলয় সনে
কার আগমনে, করিবে খেলে
ফল-ভরে নত, যত তরুরাজী
উল্লাসিত হয়ে সতত দোলে।

৫। কার পদরজে, এ আঁধার দেশ
জ্ঞানের আলোকে হ'য়ে উদ্ভাসিত।
তরুণ তপন, এ হেন হৃদয় গগনে
হেমদ্বার খুলি, পরকাশে জ্যোতিঃ।

৬। চরণে কাহার অর্ঘ্য দিতে ধায়
মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, হিন্দু
আবেগেতে রুদ্ধ অন্তর যাহার
ঝরিতেছে সেই প্রেমঅশ্রু বিন্দু।

৭। কত শত যুগের বীরেন্দ্র বৃন্দের
লীলাভূমি ছিল, ঐ মহা প্রান্তর
এক দিন এথা তথাগত নামে
ভাষিত সানন্দে প্রেমের গাথা।

৮। সে দিন আজ গিয়াছে চলিয়ে
এ বিশাল মধ্য ভারত হতে,
কীর্তিস্তম্ভ আজও রয়েছে দাঁড়ায়ে;
জগতবাসীরে জ্ঞান শিক্ষা দিতে।

৯। কোথা হ'তে পুনঃ অজানিত ধ্বনী,
প্রবেশি মোদের শ্রবণ মূলে।
বলে যেন ধীরে দীন বৌদ্ধগণ
উঠ সবে এবে জড়তা ভু'লে।

১০। দিব্য পীত বস্ত্র পরিহিত কায়
উপবিষ্ট হের মহর্ষি-যুগল
জ্যোতির্ম্ময় সৌম্য মূরতি সুধীর
জিতেন্দ্রিয় প্রাজ্ঞ, বিনয়মণ্ডিত।

১১। এ মধ্য ভারতে অহিংসা নিশান,
আবার উড়াতে এসেছে দোঁহে
প্রাণপণকরি, সম্বুদ্ধের নীতি
প্রচার করিছে সকল গৃহে।

১২। বামে বোধানন্দ, সদানন্দমূর্ত্তি,
দক্ষিণে রয়েছেন, কৃপাশরণ।
উন্নত নির্ভীক, উদার সুহৃদ,
স্নেহপারাবার, মহাত্মা দু'জন॥

১৩। কি সৌভাগ্য আজি, বহুপুণ্য ফলে,
দুই মহাপুরুষ দুদিক্ হ'তে,
যুগপৎ আসি মিলিত হয়েছে,
দরিদ্র শিমলা, সমিতি কাছে।

১৪। সাদরে স্থাপিত, এ সমিতি তব,
আবার এসেছ হেরিবার তরে;
অসংখ্য জনের, কাতর আহ্বান
উপেক্ষিয়া প্রভু, মোদের তরে।

১৫। দীন, অতি দীন, সিমলা সমিতি,
কি দিয়ে পূজিব, দেব যুগলে
ভক্তি পুষ্পদিয়ে, গাথিয়া মালা
দিতেছি দোঁহার চরণ তলে।

২৪৫৮ বুদ্ধাব্দ, ১৯১৫ খৃষ্টাব্দ। আপনাদের স্নেহাশিস ও পদধূলী প্রার্থী
সিমলা সমিতির সভ্য বৃন্দ।

নমঃ ত্রিরত্নায়

বৌদ্ধধর্ম্মাঙ্কুর বিহার ও সভার প্রতিষ্ঠাতা
পূজ্যপাদ শ্রীমৎ কৃপাশরণ মহাস্থবির
মহোদয়ের আগমন উপলক্ষে
প্রীতি পূজা

১

এস এস প্রভু, লই পদ ধুলি
চির সুখে হরি কাল।
তব আগমনে, (মোদের) গুজরা বিপিনে
উদিল চন্দ্রিমা জাল।

২

উজল আজি হে বৌদ্ধের নাম
উজল ভারত ভুমি।
ভারতে প্রধান বৌদ্ধের আসনে—
আজি হে প্রধান তুমি।

এস দেব এস, লই পদধূলি
এক্ষুদ্র সমিতি গণ,
জয় জয় জয়, ধ্বনি করি মোরা
আজি উৎফুল্লিত মন।

৪

আজি এ রবে, কেবা ঘরে র'বে
আনন্দে বাজিছে ভেরী।
"কৃপাশরণের জয় কৃপাশরণের জয়
উঠিছে বদন ভরি।

৫

পরিব্রাজক বেশে, ঋষিতুল্য নর
এদেশে উদয় যবে।
গুজরার লক্ষ্মী, ফিরিয়ে আবার
আসিয়া উদয় হবে।

৬

আনন্দে বাজ্ রে মৃদঙ্গ মুরলী
আনন্দে বাজ্ রে ভেরী,
কৃপাশরণের জয়, কৃপাশরণের জয়
সঘনে নিনাদ করি॥

৭

জয় জয় ধ্বনি করি এবে মোরা
হয়ে আনন্দিত অতি,
পূজিব তোমারে, ভক্তি উপহারে
তব পদে রাখি মতি

১২৭৭ মগাব্দ

২৪৫৯ বুদ্ধাব্দ

গুজরা ধর্ম্মসম্মিলনী

সঙ্গীত সমিতি

চট্টগ্রাম।

একান্ত পদ প্রসাদ প্রার্থী—

গুজরা ধর্ম্ম-সম্মিলনীর সঙ্গীত

সমিতির পক্ষ হইতে

সম্পাদক—শ্রীরমনী মোহন বড়ুয়া।

গাথা-সংগ্রহ

নমো তস্স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্স ॥

তিলোক পূজিতং বুদ্ধং পঞ্ঞা চক্খুপ্পকাসকং,
ধম্মঞ্চ তেন অক্খাতং সংঘঞ্চ বিমলপ্পভং,
করুণা সীতল হদয়ং আচরিয়ঞ্চ মুত্তমং,
বন্দিত্বা তীহি দ্বারেহি সুদ্ধচিত্তেন সাদরং,
পিটকাদিতো সঙ্কচ্চং সংগহেস্সান সুন্দরং,
এসাতি মিত্ত হিতাথায় করিস্সং গাথা-সংগহং
[গ্রন্থারম্ভ প্রণাম গাথা]

১। অকম্পিতং অচলিতং অপুথুজ্জন সেবিতং,
অগতি যত্থ মারস্স তত্থরিয়াভিমোদরে।

আর্য্যশ্রাবকগণের রম্যস্থান (নির্ব্বাণ) নিষ্কম্প ও নিশ্চল এবং যে স্থান মার রাজ্যের অতীত সেই স্থানেই আর্য্য শ্রাবকগণ অভিরমিত হন।

২। গমনেন ন পত্তব্বো লোকস্সন্তো কুদাচনং,
নচ অপত্বা লোকন্তং দুক্খা অত্থিপমোচনং ॥

গমনের দ্বারা কখনও লোকান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় না এবং লোকান্ত (নির্ব্বাণ) প্রাপ্ত হইতে না পারিলেও আবার দুঃখ-মুক্ত হইতে পারা যায় না।

৩। উজুকো নামসোমগ্গো অভয়ানামসাদিসা,
রথো অকূজনো নাম ধম্মচক্কেহি সংযুতো।
হীরিতস্স অপালম্বো সত্যস্স পরিবারণং,
ধম্মাহং সারথী ব্রূমি সম্মাদিট্ঠিপুরেজবং।
যস্স এতাদিসা যানং ইত্থিয়া পুরিসস্স বা,
সবে এতেন যানেন নিব্বাণস্সেব সন্তিকেতি।

সেই অষ্টাঙ্গিক মার্গ ঋজু, সেই নির্ব্বাণ দিক অভয় (ভয়শূন্য)। অষ্টাঙ্গিক মার্গ রথ সদৃশ এবং তাহাতে ধর্ম্মচক্র (কায়িক, চৈতসিক ও বীর্য্য রূপচক্র) সংযুক্ত, হ্রী ঔত্তপ্য তাহার অবলম্বন। স্মৃতি (কুশলকর্ম্মে স্মৃতি-শীলতা) তাহার আবরণ, সম্যক্‌দৃষ্টি তাহার পূর্ব্বগত (পুরোস্থিত)। লোকুত্তর সম্যকদৃষ্টিকে আমি তাহার (সেই অষ্টাঙ্গিক মার্গরূপ রথের) সারথী বলিয়া বলি। যে স্ত্রী বা পুরুষের এতাদৃশ যান (অষ্টাঙ্গিক মার্গরূপ শকট) আছে সেই স্ত্রীপুরুষগণ নিশ্চিতই ঐ যানের দ্বারা নির্ব্বাণে পৌঁছিতে পারেন।

৪। জাতং ভূতং সমুপ্পন্নং কতং সঙ্খতমদ্ধুবং,
জরা মরণ সংঘট্ঠং রোগ নিদ্দং পভঙ্গুনং।
আহার নেত্তি পভাব নালং তং অভিনন্দিতুং,
তস্‌স নিস্‌সরণং সন্তং অতক্কাবচরং ধুবং।
অকতং অসমুপ্পন্নং অসোকং বিরজং পদং
নিরোধো দুক্‌খা ধম্মানং সঙ্খারুপসমো সুখো।

জাত, ভূত, সমুৎপন্ন, কৃত (কর্ম্ম, চিত্ত, ঋতু, আহার প্রভৃতি হেতু কৃত) সংস্কার জনিত দেহ (পঞ্চস্কন্ধ রূপ স্থূলদেহ) অধ্রুব (নশ্বর) জরা মৃত্যু উপদ্রুত, রোগাগার, ভঙ্গশীল (ক্ষয়ধর্ম্মী) ও আহার প্রসূত স্থূল দেহকে আদর যত্ন করা (ভালবাসা) উচিত নয়। সেই স্থূল দেহের গভীর বাহির হইবার হেতু ভূত অতর্কবচর (লৌকিক চিন্তার বহির্ভূত) ধ্রুব অকৃত (কর্ম্মচিত্ত, ঋতু আহার প্রভৃতি হেতু চতুষ্টয় অকৃত) অসমুৎপন্ন (স্থূল দৃষ্টির বহির্ভূত) পরমার্থবশে একান্ত সত্য নির্ব্বাণ, শোক,—দুঃখহীন, ও নির্ম্মল (রাগ দ্বেষ প্রভৃতি মলরহিত) ও দুঃখধর্ম্মের নিরোধকারী এবং সংস্কার-ধর্ম্ম উপশান্ত হওয়া হেতু অতি সুখকর।

৫। সীলং সমাধি পঞ্ঞাচ যস্‌স এতে সুভাবিতা,
অতিক্কম্ম মার ধেয়্যং আদিচ্চোব বিরোচতি।

শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা এই তিনটী যিনি সম্যক্‌রূপে ভাবনা করিয়াছেন তিনি মাররাজ্য অতিক্রম করিয়া আদিত্যের ন্যায় শোভা পান।

৬। যস্‌স কায়েন বাচায় মনসা নত্থি দুক্কটং,
তং বে কল্যাণসীলোতি আহু ভিক্‌খুং হীরিমনং।

যে ভিক্ষুর কায়িক, বাচনিক ও মানসিক দুষ্কৃত নাই সেই হ্রীশীল (পাপে লজ্জা বিশিষ্ট) ভিক্ষুকে কল্যাণশীল বলা হয়।

৭। যো দুক্‌খস্‌স পজানতি ইধেব খয়মত্তনো,
তং বে কল্যাণপঞ্ঞোতি আহু ভিক্‌খুং অনাসবং।

যে ভিক্ষু ইহজন্মেই চতুরার্য্য সত্যের নিরোধ সত্য অবগত হইয়াছেন, সেই অনাস্রব ভিক্ষু কল্যাণপ্রজ্ঞ নামে কথিত হন।

৮। যস্‌স ধম্মা সুভাবিতা পত্তং সম্বোধ গামিনো,
তং বে কল্যাণ ধম্মোতি আহু ভিক্‌খুং অনুদ্ধতং।
তেহি ধম্মেহি সম্পন্নং অনীঘং ছিন্ন সংসয়ং,
অসিত্তং সব্বলোকস্‌স আহু সব্ব পহায়িনং।

যে ভিক্ষু সম্বোধি প্রাপ্ত হইবার জন্য সম্বোধগামী ধর্ম্ম (চতুর্মার্গফল প্রদানে সমর্থ ধর্ম্ম) সম্যক্‌রূপে ভাবনা করিয়াছেন সেই অনুদ্ধত ভিক্ষুকে কল্যাণধর্ম্মী বলা হয়। সেই সমস্ত ধর্ম্মসম্পন্ন, দুঃখহীন, ছিন্ন সংশয় ও সর্ব্বলোকে তৃষ্ণা বিহীন ভিক্ষুকে সর্ব্বপ্রহীণধর্ম্মী বলিয়া উক্ত হয়।

৯। সীলমেবিধ সিক্‌খেথ অস্মিং লোকে সুসিক্‌খিতং,
সীলং হি সব্ব সম্পত্তিং উপনামেতি সেবিতং।

এই সংসারে সম্যক্‌রূপে শীলরক্ষা করাই উচিত, যেহেতু শীলপরায়ণ ব্যক্তি শীলপ্রভাবে সর্ব্বসম্পত্তি লাভে সমর্থ হয়।

১০। সীলবাহি বহুমিত্তে সঞ্ঞমে নাধিগচ্ছতি,
দুস্‌সীলো পন মিত্তেহি ধংসতে পাপমাচরং।

শীলবান ব্যক্তি সংযম হেতু বহুমিত্র লাভ করেন, পাপাচারী ও দুঃশীল ব্যক্তি মিত্রলাভে বঞ্চিত হয়।

১১। অবণ্ণঞ্চ অকিত্তিঞ্চ দুস্সীলো লভতে নরো,
বণ্ণং কিত্তিং পসংসঞ্চ সদা লভতি সীলবা।

দুঃশীল ব্যক্তি নিন্দা ও অকীর্ত্তি ভাজন হয়—শীলবান ব্যক্তি প্রশংসা ও যশভাজন হন।

১২। সীলং রক্খেয্য মেধাবী পত্থয়ানো তয়োসুখে,
পসংসং বিত্তিলাভঞ্চ পচ্চ সগ্গেচ মোদনং।

পণ্ডিতগণ ইহ সংসারে প্রশংসাও বিত্ত লাভ এবং লোকে স্বর্গসুখ কামনা করিয়া শীল রক্ষা করেন।

১৩। আদি সীলং পতিট্‌ঠাচ কল্যাণঞ্চ মাতুকং
পমুখং সব্ব ধম্মানং তস্মাসীলং বিসোধয়ে।

শীল, সমস্ত কুশল ধর্ম্মের আদি ও প্রতিষ্ঠা (আশ্রয় স্থল) সর্ব্ব মঙ্গলময় ধর্ম্মের প্রসূতি স্বরূপ এবং ধর্ম্মসমূহের মূল এই হেতু পণ্ডিতগণ শীল বিশুদ্ধ করেন।

১৪। বেলা চ ধম্মানং সীলং চিত্তস্স অভিহাসনং,
তিত্থঞ্চ সব্ব বুদ্ধানং তস্মা সীলং বিসোধয়ে।

শীল, কুশলধর্ম্মের বেলাভূমি সদৃশ ও চিত্তের সন্তোষবিধায়ক (প্রীতিপ্রকাশক) এবং বুদ্ধগণের সর্ব্বজ্ঞতা জ্ঞানলাভের তীর্থস্বরূপ তজ্জন্যই পণ্ডিতগণ শীল বিশুদ্ধ করেন।

১৫। ইধেব কিত্তিং লভতি পচ্চ সগ্গেচ সুমনো,
সব্বত্থ সুমনো ধীরো সীলেসু সুসমাহিতো।

শীল সমাহিত পণ্ডিত ব্যক্তি ইহ সংসারে কীর্ত্তি লাভ ও পরলোকে স্বর্গসুখ ভোগ করেন এবং সর্ব্বত্রই সুখী হন।

১৬। ইধেব নিন্দং লভতি পচ্চপায়েচ দুম্মনো,
সব্বত্থ দুম্মনো বালো সীলেসু অসমাহিতো।

দুঃশীল মূর্খ ব্যক্তি ইহলোকে নিন্দাভাজন ও পরলোকে অপায়ে পতিত হয় এবং সর্ব্বত্রই দুর্ম্মনাঃ হয়।

১৭। সীলং সেতু মহেসক্খো সীল গন্ধো অনুত্তরো,
সীলং বিলেপনং সেট্ঠং যেন বাতি দিসো দিসং।

যেই শীল নির্ব্বাণ গমনের সুদৃঢ় সেতু সদৃশ, শীলগন্ধ অতি উত্তম, শীল দানের গন্ধ দিক বিদিক প্রবাহিত হয় সেই শীল অতিশ্রেষ্ঠ বিলেপন।

১৮। সীলফলং অপতিমং সীলং আবুধ মুত্তমং
সীলং আভরণং সেট্ঠং সীলং কবচ মব্ভুতং।

শীলের ফল অপ্রতিম, শীল উত্তম আয়ুধ সদৃশ ও শীল শ্রেষ্ঠ আভরণ এবং শীল অদ্ভুত কবচ সদৃশ।

১৯। সীলং সম্বলমেবগ্গং সীলং পাথেয্য মুত্তমং,
সীলং সেট্ঠো অভিবাহো যেন বাতি দিসোদিসং।

শীলই শ্রেষ্ঠ সম্বল শীলই উত্তম পাথেয়। যেই শীল দ্বারা দিক বিদিক গমন করা যায় সেই শ্রেষ্ঠ শীল শ্বেতাশ্ব রত্ন সদৃশ—

২০। সীলমেব ইধ অগ্গং পঞ্ঞবা পন উত্তমো,
মনুস্সেসু চ দেবেসু সীল পঞ্ঞানতো জয়ন্তি।

ইহ জগতে শীলই শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানবান ব্যক্তিই উত্তম, দেবমনুষ্য লোকে শীলবান ও প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিরই জয় হয়।

২১। পঞ্ঞাহি সেট্ঠা লোকস্মিং যায়ং নিব্বেধ-গামিনী,
সা চ যস্মা পজানাতি জাতিভব পরিক্খয়ং।
তেসং দেবা মনুস্সা চ সম্বুদ্ধানং সতি মতং,
পিহন্তি হাস পঞ্ঞানং সরীরন্তিমধারিনন্তি।

জগতে প্রজ্ঞাই শ্রেষ্ঠ যেহেতু নির্ব্বেধগামিনী প্রজ্ঞাদ্বারাই জাতি ও ভবের পরিহীন (শেষাবস্থা) অর্থাৎ নিরোধ সত্য অবগত হওয়া যায়। স্মৃতিমান অন্তিম দেহধারী প্রজ্ঞা সম্পন্ন সম্যক্সম্বুদ্ধগণ দেব মনুষ্যগণের প্রিয়।

২২। পঞ্ঞায় পরিহীনেন পস্স লোকং সদেবকং,
নিবিট্ঠং নাম রূপস্মিং ইধং সচ্চন্তি মঞ্ঞতি।

যেহেতু মনুষ্যগণ নির্ব্বেধগামিনী প্রজ্ঞা পরিহীনতা হেতু নামরূপস্কন্ধ অহং মমত্ব ভাবাপন্ন হইয়া এই অনিত্য নশ্বর শরীরকে নিত্য ও অবিনশ্বর বলিয়া জ্ঞান করিতেছে।

২৩। পীয়োচগরু ভাবনিয়ো বত্তাচ বচনক্খমো,
গম্ভীরঞ্চ কথং কত্থা নোচট্ঠানে নিয়োজকো।
যম্হি এতানি ঠানানি সংবিজ্জন্তি চ পুগ্গলে,
সো মিত্তো মিত্তকামেন ভজিতব্বো তথাবিধোতি।
এতেথো সংগহানস্থু ন মাতা পুত্তকারণা,
লভেথ মানং পূজং বা ন পীতা পুত্তকারণা।
যস্মা চ সংগহা এতে সমবেক্খান্তি পণ্ডিতা,
তস্মা মহত্তং পপ্পোন্তি পাসংসা চ ভবন্তিতে।

যে ব্যক্তি প্রিয়শীল, গৌরবধর্ম্মী, ভাবনা পরায়ণ বক্তা নীচের অজ্ঞা-নিত বিষয় জিজ্ঞাসনশীল, গম্ভীর বিষয় কথনশীল ও যথাযোগ্য স্থানে নিয়োগশীল মিত্রকামী ব্যক্তি তদ্রূপ ব্যক্তির ভজনা করিবে। তৎসমস্ত গুণ (অর্থাৎ উপরে উক্ত গুণ সমূহ) নাথাকিলে মাতা পুত্রের নিকট হইতে কোন মান বা পূজা লাভ করিতে পারেন না,—পিতাও পারেন না। যেহেতু পণ্ডিতগণ এই গুণ সমূহ সম্যকরূপেই দর্শন করেন এবং তজ্জন্যই মহত্ত্ব ও প্রশংসা লাভ করেন।

২৪। সব্ভিরেব সমাসথ সয়ং ঠত্বান সংভূমিং,
সতং সদ্ধম্মমঞ্ঞায় সব্বদুক্খা পমুচ্চথ।

স্বয়ং সুস্থানে থাকিয়া কল্যাণ মিত্রের সঙ্গেই মিত্রতা স্থাপন কর এবং সন্তের সদ্ধর্ম্ম জ্ঞাত হইয়া সর্ব্বদুঃখ হইতে মুক্ত হও।

২৫। সুসুখং অমতং পুরং লোকন্তং বুদ্ধদেসিতং,
মগ্গঙ্গিকেন যানেন এথ সিস্সা গমাম্হসে।

হে শিষ্যগণ! বুদ্ধদেশিত লোকান্ত অমৃতপুর নির্ব্বাণ অতি সুখময়; চল আমরা অষ্টাঙ্গিক মার্গরূপ যানের দ্বারা তথায় গমন করি।

২৬। সুসুখং অমতং পুরং লোকস্তং বুদ্ধদেসিতং,
সমাধিকেতাসেন এথ সিস্সা গমামহসে।

হে শিষ্যগণ! বুদ্ধদেশিত লোকান্ত অমৃতপুর নির্ব্বাণ অতি সুখময়; চল আমরা সমাধিরূপ দর্পণ সাহায্যে তথায় গমন করি।

২৭। সুসুখং অমতং পুরং লোকন্তং বুদ্ধদেসিতং,
বোজ্ঝঙ্গিকেন যানেন এথ সিস্সা গবেমহসেতি।

হে শিষ্যগণ! বুদ্ধদেশিত লোকান্ত অমৃতপুর নির্ব্বাণ অতি সুখময়; চল আমরা বোধ্যঙ্গরূপযানের দ্বারা তথায় অচিরেই চলিয়া যাই।

২৮। সীলং যাব জরা সাধু সদ্ধা সাধু পতিট্‌ঠিতা,
পঞ্ঞা তুনরানং রতনং পুঞ্ঞং চোরেহি দুহরং।

হে শিষ্যগণ! শিশু হইতে যাবৎ বার্দ্ধক্যকাল পর্য্যন্ত শীলই তোমাদের উত্তম জিনিস, শ্রদ্ধায় প্রতিষ্ঠিত হওয়াই তোমাদের মঙ্গল, প্রজ্ঞাই তোমাদের রত্ন এবং চোর কর্তৃক দুঃহরণীয় পুণ্যই তোমাদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

২৯। পথবী অপোচ তেজোচ বায়োকাস বিঞ্ঞাণিদং,
নেসো হমস্মি নেতং মে এবং তত্থ বিরজ্জতি।
এবং বিরত্তং খেমত্তং সব্ব সঞ্ঞোজনাতিগং,
অন্বেসং সব্বঠানেসু মার সেনাপি নাধিগচ্ছতি।

হে শিষ্যগণ! এই ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম প্রভৃতি আমিও নহি, আমার নিজস্বও নহে, পণ্ডিতগণ এইরূপ ভাবনা করিয়া তাহাতে অলিপ্ত থাকিয়া তাঁহারা সর্ব্ববন্ধনের অতীত হয়েন ঈদৃশ ক্ষেমপ্রাপ্ত (নির্ব্বাণ প্রাপ্ত) ব্যক্তিকে সর্ব্বস্থানে অন্বেষণকারী মারসৈন্য ও পাইতে পারে না।

৩০। ইথত্তলে ঠপেত্বান পেকৃথির ঞান চক্‌খুনা,
যথা ইদং তথা এতং যথা এতং তথা ইদং,
অজ্‌ঝত্তঞ্চ বহিদ্ধাচ সঠবিং বো বিরজ্জথ।

হে শিষ্যগণ! ক্ষিতি ধাতুকে হস্ততলে স্থাপন করিয়া যেমন ইহা আমার নয়, তদ্রূপ আমিও ইহা নহি, এইরূপ জ্ঞানচক্ষুর দ্বারা দর্শন করিয়া আভ্যন্তরীণ ও বাহ্য ক্ষিতি ধাতুতে অলিপ্ত থাকিবে।

৩১। হত্থত্তলে ঠপেত্বান পেক্খিয়া ঞান চক্খুনা.
যথা ইদং তথা এতং যথা এতং তথা ইদং,
অজ্ঝত্তঞ্চ বহিদ্ধাচ আপস্মিং বো বিরজ্জথ।

হে শিষ্যগণ! অপ্ ধাতুকে হস্ততলে স্থাপন করিয়া. যেমন ইহা আমার নয়,তদ্রূপ আমিও ইহা নহি, এইরূপ জ্ঞান চক্ষুর দ্বারা দর্শন করিয়া আভ্যন্তরীণ ও বাহ্য অপ্ ধাতুতে অলিপ্ত থাকিবে।

৩২। আয়ু উস্মাচ বিঞ্ঞানং যদাকায়ং জহন্তিমং,
অপবিদ্ধো তদা সেতি পরভত্তং অচেতনং।

ভিক্ষুগণ! আয়ুঃ, উষ্ণধাতু ও বিজ্ঞান (চিত্ত) যখন এই দেহ ছাড়িয়া যায়, তখন অচেতন ও পরের আহারীয় হইয়া এই দেহ শ্মশানে পরিত্যক্ত হয়।

৩৩। হত্থতলে ঠপেত্বান পেক্খিয়া ঞান চক্খুনা,
যথা ইদং তথা এতং যথা এতং তথা ইদং,
অজ্ঝত্তঞ্চ বহিদ্ধাচ তেজস্মিং বো বিরজ্জথ।

হে শিষ্যগণ! তেজধাতুকে হস্ততলে স্থাপন করিয়া যেমন ইহা আমার নয়, তদ্রূপ আমি ও ইহা নহি, এইরূপ জ্ঞান চক্ষুর দ্বারা দর্শন করিয়া আভ্যন্তরীণ ও বাহ্য তেজ ধাতুতে অলিপ্ত থাকিবে।

৩৪। (১) অলঙ্কতা সুবসনা মালিনী চন্দনুস্সদা,
মজ্ঝে মহাপথে নারি তুরিয়ে নচ্চতি নাটকী।
(২) পিণ্ডিকায় পবিট্ঠো'হং গচ্ছন্তোনং উদিক্খিস্সং,
অলঙ্কতং সুবসনং মচ্চুপাসংবওট্ঠিতং।
(৩) ততো মে মনসিকারো যোনিসো উদপজ্জথ,
আদি নবো পাতুরহু নিব্বিদা সমতিট্ঠথ।

(৫) ততো চিত্তং বিমুচ্চিমে পস্স ধম্ম সুধম্মতং,
তিসেসা বিজ্জা অনুপ্পত্তা কতং বুদ্ধান সাসনন্তি।

বন্ধুগণ! অলঙ্কৃতা, সুন্দর বসন পরিহীতা, সর্ব্বাঙ্গ চন্দন চর্চ্চিত করিয়া, ফুলের মালা গলে নর্ত্তকী তূর্য্যশব্দে মহাপথ মধ্যে নাচিতে ছিল। আমি পিণ্ডাচরণে প্রবিষ্ট হইয়া গমন কালীন অলঙ্কৃতা সুন্দর বসন পরিহিতা সেই নর্ত্তকীকে মৃত্যুপাশের ন্যায় দর্শন করিলাম। সেই নর্ত্তকীকে দর্শন করিয়া আমার য়োনিস মনসিকার উৎপন্ন হইল এবং সংসারে আদীনব প্রাদুর্ভূত ও নির্ব্বেধজ্ঞান উপস্থিত হইল। নির্ব্বেধ জ্ঞান উৎপন্ন হওয়ার পর চিত্ত আশ্রব বিমুক্ত হইল। ধর্ম্মের সুফল দর্শন কর। আমি ত্রিবিদ্যা প্রাপ্ত হইলাম এবং বুদ্ধ সাশনে কৃতকার্য্য হইলাম।

৩৫। হত্থতলে ঠপেত্বান পেক্খিয়া ঞান চক্খুনা,
যথা ইদং তথা এতং যথা এতং তথা ইদং,
অজ্ঝত্তঞ্চ বহিদ্ধাচ বায়ুস্মিং বো বিরজ্জথ।

হে শিষ্যগণ! মারুৎ ধাতুকে হস্ততলে স্থাপন করিয়া, যেমন ইহা আমার নয়, তদ্রূপ আমিও ইহা নহি, এইরূপ জ্ঞান চক্ষুর দ্বারা দর্শন করিয়া আভ্যন্তরীণ ও বাহ্য মারুৎ ধাতুতে অলিপ্ত থাকিবে।

৩৬। নাবা মালুত বেগেন অগ্যাগারঞ্চ বায়ুনা,
যথা যাতি, তথা কায়ো যাতি বাতাচতো অয়ং।

হে শিষ্যগণ! নৌকা যেমন বায়ুর বেগেতে চালিত হয় এবং অগ্নি আগার ও (ফানুস বাজি ও ব্যোমযান প্রভৃতি) যেমন বায়ুর বেগে চালিত হয়—তদ্রূপ (ক্ষিতি অপ প্রভৃতি ধাতুর সমষ্টিরূপ) এই দেহও বায়ুর দ্বারা চালিত হইতেছে।

৩৭। হত্থতলে ঠপেত্বান পেক্খিয়া ঞান চক্খুনা,
যথা ইদং তথা এতং যথা এতং তথা ইদং,
অজ্ঝত্তঞ্চ বহিদ্ধাচ আকাসে বো বিরজ্জথ।

শিষ্যগণ! ব্যোমধাতুকে হস্ততলে স্থাপন করিয়া—যেমন ইহা আমার

নয়, তদ্রূপ আমি ও ইহা নহি, এইরূপ জ্ঞান চক্ষুর দ্বারা দর্শন করিয়া আভ্যন্তরীণ ও বাহ্য ব্যোম ধাতুতে অলিপ্ত থাকিবে।

৩৮। তিণ কট্ঠ সমং লোকং যদা পঞ্ঞায় পস্সতি,
মমত্তং সো অসংবিন্দং নত্থিমেতি নসোচতি।

যে ব্যক্তি প্রজ্ঞা-চক্ষু দ্বারা এই জগতকে তৃণ ও কাষ্ঠ সদৃশ দর্শন করেন, সে নীজস্ব (ধন সম্পত্তি পরিজন প্রভৃতি) লাভ করিতে না পারিয়া অর্থাৎ মমত্ব জ্ঞান রহিত হইয়া শোচনা করেন না।

৩৯। কদাহং কট্ঠে তিণে লতাচ খন্ধে ইমেহং অমিতেচ ধম্মে,
অজ্ঝত্তিকানেব বাহিরানিচ সমং তুলেয়্যং তদিদং কদামে।

কখন আমি কাষ্ঠ তৃণলতাস্কন্ধে ও অপরিমিত বাহ্যরূপ এবং আভ্যন্তরীণ রূপে সমভাবে তুলনা করিতে পারিব। আমার সে সময় কবে হইবে?।

৪০। (১) অট্ঠিনহারু সংযুত্তো লোহিত মংসলেপনো,
চম্ম কঞ্চুক সন্নদ্ধা নানা ধাতুস্স পূরিতো।
(২) এতাদিসেন কায়েন যো মঞ্ঞে উন্নমে তবে,
পরং বা অবজানেয়্য কিমঞ্ঞত্র অদস্সনা।
(৩) যে'মং কায়ং মমায়ন্তি অন্ধবালা পুথুজ্জনা,
বড্ঢেন্তি ঘটসিং ঘোরং আদিয়ন্তি পুনব্ভবং।
(৪) যে'মং কায়ং বিবজ্জেন্তি পৃথলিত্তং ব পন্নগং
ভবমূলং বধিত্বান পরিনিব্বিংস্সু অনাসবা
(৫) তস্মা বো'হুস্সরং তেসং সুখায় ধাতু ভত্তিকং
মুঞ্চিত্বানুপেক্খেথ কুসলো থবিকং যথা।

হে শিষ্যগণ! অস্থি নাড়ী সমন্বিত রক্তমাংস লেপিত চর্ম্মাবৃত ও নানা ধাতু প্রপূরিত এতাদৃশ শরীর লইয়া অভিমানী হওয়া এবং পরকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখা যথাভূত দর্শনের অভাব হেতু ব্যতীত আর কিসে হইয়া থাকে? যে অন্ধ মূর্খ পৃথগ্জনেরা এই শরীরকে আমার বলিয়া

জ্ঞান করে ও ঘোর পুতি রাশিকে বর্দ্ধন করে এবং পুনঃ পুনঃ জন্মের হেতু বর্দ্ধন করে; যাঁহারা এই শরীরকে বিষ্টালিপ্ত পুতিগন্ধ ময় সর্প শরীরের ন্যায় জ্ঞান করে তাঁহারা ভবমূল ছেদন করিয়াও আশ্রব হীন হইয়া পরিনির্ব্বাণ লাভ করেন। তজ্জন্যই তোমরা তাঁহাদিগকে অনুসরণ করিয়া নিপুণ ব্যক্তি যেমন নীজের স্বর্ণভাণ্ড খুলিয়া অবলোকন করেন তদ্রূপ তোমরাও নীজ দেহরূপ ধাতুভাণ্ডকে খুলিয়া দেখ।

৪১। হত্থতলে ঠপেত্বান পেক্‌খিয়া ঞান চক্‌খুনা,

যথা ইদং তথা এতং যথা এতং তথা ইদং,

অজ্‌ঝত্তঞ্চ বহিদ্ধাচ ধাতু কুম্ভিং বিরজ্জথ।

হে শিষ্যগণ! ধাতুভাণ্ডকে হস্ততলে স্থাপন করিয়া যেমন ইহা আমার নয়, তদ্রূপ আমিও ইহা নহি, এইরূপজ্ঞানচক্ষুর দ্বারাদর্শন করিয়া আভ্যন্তরীণ ও বাহ্য-ধাতুভাণ্ডে অলিপ্ত থাকিবে।

৪২। যোগিনীনং আয়তনং অসীতি কিমি আলয়ং,

অবিচ থেন সংযুত্তং পুত্তিগত্তং জিগুচ্ছিয়ং।

হে শিষ্যগণ! যোগিনী ডাকিনীর আয়তন অশিতি কৃমি-আলয় ও বহুদ্বার সংযুক্ত এই পুতিগাত্র অতি জুগুপ্সিত (ঘৃণিত)।

৪৩। সুঞ্ঞতো লোকং অবেক্‌খস্সু মোঘ রাজ সদাসতো,

অত্তানুদিট্‌ঠিং উহচ্চ এবং মচ্চুতরো সিয়া,

এবং লোকং অবেক্‌খন্তং মচ্চুরাজা ন পস্সতি

মোঘ রাজ! তুমি আত্মানুদৃষ্টি (সৎকায় দৃষ্টি) পরিত্যাগ করিয়া জগতকে শূন্য ভাবে দর্শন কর এবং এইরূপেই মৃত্যু রাজের অতীত হইতে পারা যায়; এইরূপ দর্শনকারী ব্যক্তিকে মৃত্যুরাজ দেখিতে পায় না।

৪৪। কেনস্সু নিম্মিতো লোকো কেনস্সু অভিসঙ্খতো,

অবস্সং ইচ্ছিতব্বোব মাপকো পণ্ডিতেহিসো,

হে শিষ্যগণ! এই জগত কাহা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত ও কাহার দ্বারা অভিসংস্কৃত সেই অভিসংস্কারককে পণ্ডিতগণের অবশ্যই জানা কর্ত্তব্য

৪৫। চিত্তেন নিম্মিতো লোকো চিত্তেন অভিসঙ্খতো,
. তংযেবমাপকো সিস্সা ঞাতব্ব পণ্ডিতেহিবো।

চিত্তের দ্বারাই এই জগত নির্ম্মিত এবং চিত্তের দ্বারাই অভিসংস্কৃত পণ্ডিতগণ চিত্তকেই মাপক বলিয়া জানিবেন।

৪৬। "জরামরণ দুক্খেহি চোদিতা ভুসং পীল্হিতা,
সব্বাসু লোক ধাতুসু উপ্পজ্জন্তি মহেসিনো।

শিষ্যগণ! জরামৃত্যু দুঃখ প্রপীড়িত সমস্ত লোক ধাতুতেই মহর্ষিগণ উৎপন্ন হন।

৪৭। একস্সেন কপ্পেন পুগ্গলস্সট্ঠি সঞ্চয়ো
সিয়া পব্বত সমোরাসী ইতিবুত্তং মহেসিনো।

ভগবান বুদ্ধ বলিয়াছেন, যদি কোন ব্যক্তির অস্থি সমূহ এক কল্পকাল পর্য্যন্ত সঞ্চিত করিয়া রাখা হয়, তাহা হইলে পর্ব্বত প্রমাণ স্তূপ হইবে।"

৪৮। অনিচ্চা সব্বাসঙ্খারা উপ্পজ্জিত্বা নিরুজ্ঝরে
তেসুত্তং নিব্বিন্দেয়্যাথ বিবজ্জেয়্যাথ সাধবো।"

সাধুগণ! সর্ব্বসংস্কার অনিত্য এবং উৎপত্তি শীলও নিরোধ ধর্ম্মী (ক্ষয়শীল) সুতরাং তোমরা তাহার প্রতি (সংস্কার সমূহের প্রতি) মায়া মমতা (অহং মমত্বাবিজ্ঞান) রহিত হও।

৪৯। "যথা বুব্বুলকং পস্সে যথাপস্সে মরীচিকং
এবং লোকং অবেক্খন্তং মচ্চুরাজান পস্সতি।"

রূপনাম স্কন্ধও সংস্কার সমূহকে জল বুদ্বুদ ও মরীচিকার ন্যায় দর্শনকারী ব্যক্তিকে মৃত্যুরাজ দেখিতে পায় না।

৫০। অহুত্বা যে বুপ্পজ্জন্তি ন কুতোচিপি আগতা
হুত্বা অন্তরধায়ন্তি নতু কত্থচি পুঞ্জিতা

যে রূপ নাম স্কন্ধ ও সংস্কার সমূহ অভূত হইয়া উৎপন্ন হয়, কোন স্থান বিশেষ হইতেও আসে না, উৎপন্ন হইয়া আবার অন্তর্হিত (বিনষ্ট) হয়। কিন্তু কোথাও পুঞ্জীকৃত হইয়া থাকে না।

শ্রী—

বৌদ্ধধর্ম্মাঙ্কুর সভা হইতে অভিনন্দন পত্র।

প্রবল প্রতাপান্বিত, সত্যানুরাগী,
বৌদ্ধকুলতিলক শ্রীল শ্রীযুক্ত তাসি লামা
মহোদয়ের শ্রীকরকমলেষু।

পবিত্রাত্মা!

বঙ্গদেশীয় বৌদ্ধসাধারণের প্রতিনিধিস্বরূপে "বৌদ্ধ ধর্ম্মাঙ্কুর সভা" আজ ভক্তিভরে সাগ্রহে গভীর শ্রদ্ধা ও প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে এই ক্ষুদ্র অভিনন্দন লিপি আপনার শ্রীকরকমলে অর্পণ করিবার অনুমতি ভিক্ষা করিতেছে।

"বৌদ্ধধর্ম্মাঙ্কুর সভা" বৌদ্ধ জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং স্বধর্ম্মাবলম্বিগণের মধ্যে একটী মুখ্য সমিতি ও শিক্ষিত বঙ্গবাসী বৌদ্ধগণের অভিমত প্রকাশের এক প্রধান মুখপাত্র বলিয়া বিখ্যাত।

মহোদয় সুশিক্ষিত মহানহৃদয় পবিত্রাত্মা, তথাগত সম্যক্‌সম্বুদ্ধ প্রচারিত নিত্য ও সত্যপূর্ণ আর্য্যধর্ম্মের প্রতি আপনার জীবনউৎসর্গ ভবাদৃশ মহাত্মার স্বভাবসিদ্ধ।

সমধিক শোভান্বিত সম্রাট-কণ্ঠে সুদুর্লভ রত্নহারের ন্যায় বৌদ্ধধর্ম্ম রত্নহার ভবাদৃশ প্রতিভা-ভূষিত মহোদয়ের কণ্ঠ চিরসমালঙ্কৃত করিয়া গৌরবান্বিত হইতেছে, ইহা আমাদের পরম সৌভাগ্য ও অপরিসীম আনন্দের বিষয়। আমাদের ধর্ম্মের শিরোভূষণ মহাস্থবির অধিনায়কগণ মহোদয়ের উদারহৃদয়, গভীরজ্ঞান, বৌদ্ধধর্ম্মানুরাগ, প্রগাঢ় সত্যপ্রিয়তা, সদ্‌গুণরাজি-চিরপরিশোভিত প্রতিভা-প্রদীপ্ত হৃদয়াকাশ প্রভৃতি সদ্‌গুণসমূহের সম্যক্ পরিচয় পাইয়া আপনাকে ভারতপ্রসূত বৌদ্ধধর্ম্মের শীর্ষস্থানীয় স্বীকার করিতেছেন, আমরাও তাঁহাদের অনুগামী হইয়া সাগ্রহে মহোদয়কে ধর্ম্মের নেতৃত্ব পদে বরণ করিতেছি।

বৌদ্ধধর্ম্মের জন্মভূমি ভারতভূমি এক দিন বৌদ্ধধর্ম্মের গৌরবে গৌরবান্বিত ও জগৎপূজ্য ছিল সত্য, কিন্তু এক্ষণে তিব্বত প্রদেশই বৌদ্ধধর্ম্মের আকরভূমি বলিয়া বিখ্যাত ও ভবিষ্যতে আশার প্রদীপস্বরূপ। এ কালে অপরাপর দেশসমূহ ভারতবর্ষীয় বৌদ্ধধর্ম্মের বিমলা-

লোকেই আলোকিত ছিল, আজিও সুদূর আমেরিকা, জাপান, চীন প্রভৃতি মহাদেশ সেই নির্ম্মলালোকেই উদ্ভাসিত। কিন্তু হায়! সনাতন ধর্ম্মের জন্মভূমি ভারতবর্ষে ইহার জ্যোতিঃ নির্ব্বাপিত-প্রায়।

ধর্ম্মের ইতিহাসে দৃষ্ট হয়, সময়চক্রের অবিশ্রান্ত পরিবর্ত্তনে যখনই সনাতন ধর্ম্মের দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে তখনই কোন প্রতিভাশালী মহানুভব ব্যক্তি পতনোন্মুখ ধর্ম্মকে স্বীয় অসাধারণ ধর্ম্মপ্রাণতা ক্ষমতাবলে আবার উন্নতির উচ্চ সোপানে প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইয়াছেন। মহারাজ ধর্ম্মাশোক, প্রসন্নজিৎ প্রভৃতি মহাত্মগণের জীবনীই তাহার দৃষ্টান্ত।

বৌদ্ধধর্ম্মের বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে আজ আপনাকে আমাদের ধর্ম্মের নেতা-স্বরূপে পাইয়া হৃদয় মহাআশায় পরিপূর্ণ। গৃহে গৃহে আজ আপনার নাম কীর্ত্তিত। অচির কাল মধ্যে আমাদের ধর্ম্মের পুনরুত্থান সংসাধিত হইবে এই বিশ্বাস প্রত্যেক বৌদ্ধ নরনারী-হৃদয়ে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উৎস প্রবাহিত করিতেছে।

মঙ্গলময় আদিদেব অমিতাভ-সকাশে আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা এই যে, আপনি সুখময় দীর্ঘজীবন লাভ করতঃ এই পবিত্র ধর্ম্মের আশাতীত উন্নতি সাধন করিয়া ইহলোকে যশস্বী, পরলোকে চিরশান্তিপূর্ণ কল্যাণময় নির্ব্বাণলাভে সমর্থ হউন।

বৌদ্ধধর্ম্মাঙ্কুর সভার সভাপতি—
শ্রীকৃপাশরণ মহাস্থবির।

সহকারী সভাপতি—
জ্ঞানরত্ন কবিধ্বজ শ্রীগুণালঙ্কার মহাস্থবির।

সম্পাদক—
শ্রীকৈলাসচন্দ্র চৌধুরী।

সহকারী সম্পাদক—
শ্রীগোলাপসিংহ চৌধুরী।

বৌদ্ধধর্ম্মাঙ্কুর বিহার,
৫ নম্বর ললিতমোহন দাসের লেন,
কপালীটোলা, কলিকাতা।
৩১ শে ডিসেম্বর, ১৯০৫।
২৪৪৯ বুদ্ধাব্দ।

---

* এই অভিনন্দন পত্রখানি সর্ব্ব সাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশিত হইল।

বৌদ্ধধর্ম্মাঙ্কুর সভা.

দার্জ্জিলিং-শাখা

(সভাপতি—শ্রীমৎ কৃপাশরণ মহাস্থবির কর্ত্তৃক ১৯১০ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত)

ষষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশন

আশ্বিনী পূর্ণিমোৎসব

প্রথম অধিবেশন

সময়—৯ই আশ্বিন ২৬শে সেপ্টেম্বর, বুদ্ধাব্দ ২৪৫৮, খৃঃঅঃ ১৯১৪

সভারম্ভ—অদ্য সসমারোহে রাত্রি ১০ ঘটিকার সময় সভার কার্য্যারম্ভ হয়।

সূচনা গান—হাজারীর চর নিবাসী সঙ্গীতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত কালী কুমার বড়ুয়া ও ভাণ্ডার গাঁও নিবাসী শ্রীযুক্ত রজনীরঞ্জন চৌধুরী কর্ত্তৃক কন্‌সার্ট সহযোগে সূচনা গান গীত হয়।

সভাপতি বরণ।—রুহুরা নিবাসী শ্রীযুক্ত রাজকিশোর বড়ুয়ার প্রস্তাবে ও বাথুয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার বড়ুয়া মহাশয়ের সমর্থনে সভার স্থায়ী সভাপতি শ্রীমৎ কৃপাশরণ মহাস্থবির মহোদয় সভাপতি পদে বরিত হন।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।—সভার প্রারম্ভে সম্পাদক শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র বড়ুয়া মহাশয় বলেন—সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশের পূর্ব্বে একটি শোককর সংবাদ বিজ্ঞপ্তি করিতেছি। সভাপতি ও সমবেত সভ্যমহোদয়গণের অবিদিত নহে যে, ধর্ম্মাঙ্কুরের সহ-সম্পাদক শ্রদ্ধেয় কালীকুমার মহাস্থবির মহোদয় আসামে দীর্ঘকাল রোগ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া গত ১লা আশ্বিন ইহধাম পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি ধর্ম্মাঙ্কুরের ও বৌদ্ধসমাজের উন্নতি কল্পে অক্লান্ত পরিশ্রমে জীবন যাপন

করিয়াছেন। তিনি নানাভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। দুর্গম সিকিম ও পার্ব্বত্য আসাম প্রদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারে বহু কৃতিত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার এ অকাল মৃত্যুতে বৌদ্ধসমাজ একটি অমূল্য রত্ন হারাইয়াছে। তাঁহার প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন আমাদের ভাগ্যে না ঘটিলেও বুদ্ধ-সমীপে দীপদান, পঞ্চশীলগ্রহণের অর্জ্জিত পুণ্য মৃত মহাত্মার পারলৌকিক মঙ্গলোদ্দেশ্যে অর্পণ করা হউক! অতঃপর সভ্যবৃন্দ সাধুবাদ প্রদানে উক্ত প্রস্তাবের অনুমোদন করেন।

সভাপতির অভিভাষণ।—"সমবেত সভ্যবৃন্দ! আমাদের আনন্দের বিষয় অদ্য এ সমিতি পঞ্চম বর্ষ অতিক্রম করিয়া ষষ্ঠ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে! তজ্জন্য আমি এ সমিতির সভ্যবৃন্দকে আন্তরিক ধন্যবাদ এবং তথাগত বুদ্ধ-সমীপে তাঁহাদের মঙ্গল কামনা করিতেছি। পরলোকগত কালীকুমার মহাস্থবিরের প্রতি ভক্তি প্রদর্শনে এই সমিতি সাতিশয় গুণগ্রাহীতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। কালীকুমারের গুণাবলী কাহারও অপরিজ্ঞাত নহে। গত ছয় বৎসর কাল আমারও ধর্ম্মাঙ্কুরের প্রতি যেরূপ অনুরাগ প্রদর্শন করিয়াছেন, ইহা চিরকাল আমার হৃদয়পটে অঙ্কিত থাকিবে। তিনি লক্ষ্ণৌ-বিহার-নির্ম্মাণ, সিকিম ও আসামে ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যে পরিশ্রম সহকারে যেরূপ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা অনেক হিন্দু বৌদ্ধের অবিদিত নহে। বিশেষতঃ তিনি সিকিমে ধর্ম্মপ্রচার কালীন যেস্থানে যেভাবে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা যথাসময়ে সাময়িক ইংরেজি পত্রে (Statesman, Bengalee, Indian mirror) যথাযথ প্রকাশিত হয়। এমন কি, তিব্বতের দালাইলামার প্রধান মন্ত্রীর সহিত ধর্ম্মসংক্রান্ত যে আলাপ হয়; তাহাও সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়। আমি আর বিশেষ কি বলিব, শ্রীমৎ গুণালঙ্কার মহাস্থবির যেমন ধর্ম্মাঙ্কুরের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন কালীকুমারও তেমন করিয়াছিলেন। আমার আশা ছিল, আমারও গুণালঙ্কারের অবর্ত্তমানে ধর্ম্মাঙ্কুরের সমস্ত ভার তাঁহারই হস্তে ন্যস্ত করিব। কিন্তু আমার সে আশা সফল হইল না। হায়!

কালের কি বিচিত্র গতি! এই নশ্বর জগতে জীবের কি পরিণতি! তাহা অবিদ্যা প্রভাবে আমরা সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিতে অক্ষম। হে সভ্যবৃন্দ! আপনারা সকলেই জীবনের ক্ষণভঙ্গুরত্ব চিন্তা করিয়া একবার নিত্যবস্তু লাভে যত্নবান হউন।

বক্তৃতা।—বরমা নিবাসী শ্রীযুক্ত নকুল চন্দ্র বড়ুয়া মহাশয় সভাপতি ও সহকারী সভাপতি মহোদয়গণের গুণাবলী বর্ণনা করেন। ধর্ম্মাঙ্কুরের সহ সম্পাদক কালীকুমার মহাস্থবিরের অকাল-মৃত্যুতে দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন, কালীকুমার মহাস্থবিরের মৃতদেহ কলিকাতা অথবা চট্টগ্রাম লইয়া যাওয়া উচিত, এই বিষয়ে যাহা ব্যয় হয় এই সমিতি সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন। কুণ্ডুরা নিবাসী শ্রীযুক্ত রাজকিশোর বড়ুয়া মহাশয়, মহাস্থবির মহোদয়ের সভায় উপস্থিতিতে আনন্দ প্রকাশ ও তাঁহার গুণাবলী বর্ণনা করেন এবং কালীকুমার মহাস্থবিরের মৃত্যুতে বৌদ্ধসমাজ একজন ধর্ম্ম প্রচারক হারাইয়াছেন বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করেন।

উনাইনপুরা নিবাসী রূপনারায়ণ বাবু বলেন,—কালীকুমার মহাস্থবির একজন উপযুক্ত ধর্ম্মপ্রচারক, তিনি ১০।১২ রকম ভাষায় বক্তৃতা করিতে পারিতেন তাঁহার অকাল মৃত্যুতে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত। তিনি আরও বলেন,ভাণ্ডারগাঁও গ্রামে একখানি বিহার প্রস্তুতের প্রস্তাব হইয়াছে শুনিয়াছি,তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য স্বদেশবাসিগণ সবিশেষ মনোযোগী হওয়া উচিত। বরমা নিবাসী শ্রীযুক্ত নকুলচন্দ্র বড়ুয়া মহাশয়ও ভাণ্ডার গাঁও বিহার নির্ম্মাণের বিলম্ব ঘটিতেছে বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করেন।

গান।—মেহেরহাটী নিবাসী শ্রীযুক্ত শীলকুমার বড়ুয়া একটী অনিত্যতা মূলক গান করিয়া সভ্যবৃন্দের সন্তোষ বিধান করেন।

সভাভঙ্গ।—সভ্যবৃন্দের পঞ্চশীল গ্রহণের পর সর্ব্বসম্মতিক্রমে রাত্রি তিন ঘটিকার সময় সভার কার্য্য স্থগিত রাখা হয়।

দ্বিতীয় অধিবেশন

সভারম্ভ।—৩০শে আশ্বিন রাত্রি ১০ ঘটিকার সময় সভার কার্য্যারম্ভ হয়।

সূচনা গান।—চেনামতি নিবাসী শ্রীযুক্ত শশীকুমার বড়ুয়া সূচনা গান করেন।

সভাপতির আসন গ্রহণ।—স্থায়ী সভাপতি আচার্য্য শ্রীমৎ কৃপাশরণ মহাস্থবির মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

কার্য্যবিবরণী পাঠ।—কুতুয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রাজকিশোর বড়ুয়া মহাশয় কর্ত্তৃক সভায় গত বর্ষের কার্য্যবিবরণী পঠিত হয়।

রচনা পাঠ।—উনাইনপুরা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু বিপ্রমোহন বড়ুয়া "কর্ম্মফল ও গোপা" সম্বন্ধে অতি হৃদয়গ্রাহী রচনা পাঠ করেন।

গাথা পাঠ।—হাজারীরচর নিবাসী শ্রীযুক্ত কালী কুমার বড়ুয়া মহাশয় ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে ধর্ম্মে রক্ষা করে, তদ্বিষয়ক পালি গাথা আবৃত্তি করিয়া বিস্তৃতরূপে বুঝাইয়া দেন।

সভাপতির বক্তৃতা।—সভাপতি মহোদয় সংক্ষেপে তাঁহার চট্টগ্রাম পরিভ্রমণের বিষয় বর্ণন করেন, তৎপর সিদ্ধার্থ যে বহুপরিশ্রমে বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া তাঁহার অমৃতময় ধর্ম্মোপদেশে অসংখ্য নরনারীকে মুক্ত করিয়াছেন, তদ্বিষয় অতি প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝাইয়া দিয়া সভাবৃন্দের চক্ষুবিনোদন করেন। তিনি আরও বলেন,—এই সমিতির সভ্যবৃন্দের যত্ন ও চেষ্টায় গত ছয় বৎসর কাল এই সভার কার্য্য অতি সুচারুরূপে সম্পাদিত হইতেছে। তজ্জন্য তিনি সভ্যবৃন্দকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্য বাদজ্ঞাপন করেন।

গান।—হাজারীরচর নিবাসী সঙ্গীতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত কালী কুমার বড়ুয়া, ভাণ্ডারগাঁও নিবাসী শ্রীযুক্ত রজনী রঞ্জন চৌধুরী,

গেছেরহাটী নিবাসী শ্রীযুক্ত দীলকুমার বড়ুয়া, লাথেয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত পীতাম্বর বড়ুয়া মহাশয়গণ বৌদ্ধধর্ম্ম বিষয়ক গান করিয়া সভাবৃন্দের সন্তোষ সাধন করেন।

সভাভঙ্গ।—সভাবৃন্দ পঞ্চশীল গ্রহণের পর জলযোগান্তে রাত্রি ৩॥০ ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ করেন।

তৃতীয় অধিবেশন

মাঘীপূর্ণিমোৎসব

গত ১৬ই মাঘ দার্জ্জিলিং-শাখা সমিতির সভ্য হাজারিরচর নিবাসী শ্রীযুক্ত কালীকুমার বড়ুয়া মহাশয়ের যত্নে এইবার উৎসব ব্যাপার সুচারুরূপে নিষ্পন্ন হইয়াছে। চেনামতি নিবাসী শ্রীযুক্ত শশীকুমার বড়ুয়া কর্ত্তৃক একটী সূচনা গান গীত হইলে হাজারিরচর নিবাসী শ্রীযুক্ত কালীকুমার বড়ুয়া তদপূর্ব্ব অধিবেশনের কার্য্যবিবরণী পাঠ করেন। উনাইনপুরা নিবাসী শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রলাল বড়ুয়া ধর্ম্মই মানবের শ্রেষ্ঠ সম্পদ বিষয়ক একটী সুদীর্ঘ রচনা পাঠ করিয়া সমাজ-হিতৈষী স্বর্গগত পণ্ডিত ধর্ম্মরাজ বাবু ও কৃষ্ণচন্দ্র বাবুর এবং শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ কৃপাশরণ মহাস্থবিরের প্রযত্নে যে লুপ্তপ্রায় বৌদ্ধধর্ম্ম সাধারণ্যের গোচরীভূত হইয়াছে, ইহা তিনি বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন। তাঁহার রচনা সাতিশয় হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। শশীবাবু একতা সম্বন্ধে একটি সুদীর্ঘ রচনা পাঠ করিলে পর, রুণ্ডয়ানিবাসী শ্রীযুক্ত রাজকিশোর বড়ুয়া মাঘী-পূর্ণিমোৎসবের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন।

কনসার্ট সহযোগে একটি ভাবপূর্ণ সঙ্গীতের পর সমবেত জনমণ্ডলী পঞ্চশীল গ্রহণ করিয়া, জলযোগান্তে রাত্রি ২ ঘটিকার সময় সভার কার্য্য নিষ্পন্ন করেন।

চতুর্থ অধিবেশন

বৈশাখী পূর্ণিমোৎসব

সময়—১৪ই জ্যৈষ্ঠ, ২৮শে মে, ১৯১৫ ইং।

অদ্যকার উৎসবে দার্জ্জিলিং সমিতির ধর্ম্মোৎসাহী যুবকবৃন্দ যোগদান করিয়া পরস্পর প্রীতি ও ভাববিনিময়ে সাতিশয় আনন্দিত হইয়াছিলেন। এই সম্মিলনে পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধিবেশনের ন্যায় স্বর্গগত মহাপুরুষগণের স্মরণ এবং শ্রীমৎ কৃপাশরণ মহাস্থবিরের গুণাবলী বর্ণনান্তর ত্রিরত্ন বন্দনা ও জলযোগের পর সভার কার্য্য সম্পন্ন করা হয়।

পঞ্চম অধিবেশন

সময় ৯ই শ্রাবণ—২৫শে জুলাই ১৯১৫ ইং।

অদ্যকার সভার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভদ্রমহোদয়গণও যোগদান করিয়াছিলেন। উপস্থিত সভ্যগণের মধ্যে যাঁহারা সঙ্গীত, কবিতা আবৃত্তি ও রচনাপাঠ ইত্যাদি দ্বারা জনসংঘের হৃদয়ে আনন্দের উদ্রেক করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম অবশ্য উল্লেখ যোগ্য। হাজারিচর নিবাসী শ্রীযুক্ত কালীকুমার বড়ুয়া সঙ্গীত ভাণ্ডারগাঁও নিবাসী শ্রীযুক্ত জয়রাজ বড়ুয়া 'ভক্তবাণী' কবিতা আবৃত্তি, বাথুয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার বড়ুয়া 'অহিংসা পরমোধর্ম্ম' ভাণ্ডারগাঁও নিবাসী শ্রীযুক্ত দুর্য্যোধন বড়ুয়া, 'চারি আর্য্যসত্য' বিষয়ক রচনা পাঠ করেন। তৎপর উপাসনান্তে সভার কার্য্য বন্ধ করা হয়।

ষষ্ঠ অধিবেশন

সময়—৬ই আগষ্ট, ১৯১৫ খৃষ্টাব্দ, ২৪৫৯ বুদ্ধাব্দ।

সভারম্ভ।—অদ্য রাত্রি ১১ ঘটিকার সময় সভার কার্য্য-আরম্ভ হয়। সভারম্ভে সঙ্গীতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত সর্ব্বানন্দ বড়ুয়া কর্ত্তৃক আবাহন সঙ্গীত গীত হয়। অনন্তর হাজারিরচর নিবাসী শ্রীযুক্ত কালীকুমার বড়ুয়ার প্রস্তাবে ও সম্পাদক শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র বড়ুয়ার সমর্থনে স্থায়ী সভাপতি আচার্য্য শ্রীমৎ কৃপাশরণ মহাস্থবির মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

কার্য্যবিবরণী পাঠ।—সভাপতি মহোদয় আসন গ্রহণ করিলে পর উক্ত সঙ্গীতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত সর্ব্বানন্দ বড়ুয়া সুললিত তানলয় মিশ্রিত সুমধুর সঙ্গীতে সভাপতি ও সভ্যবৃন্দের অন্তরে আনন্দের সঞ্চার করেন। উনাইনপুরা নিবাসী শ্রীযুক্ত বিপ্রমোহন বড়ুয়া "ভক্তিপ্রসূন" নামক একটি নাতিদীর্ঘ রচনা পাঠ করিয়া সভাপতির হস্তে একটি পুষ্পস্তবক দান করেন। সভাপতি মহোদয় সানন্দে স্নেহাশিস দানে আপ্যায়িত করেন। বাথুয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার বড়ুয়া গতবৎসরের কার্য্য-বিবরণী সর্ব্ব-সমক্ষে পাঠ করেন।

অনন্তর ভাণ্ডারগাঁও নিবাসী শ্রীযুক্ত দুর্য্যোধন বড়ুয়া "অহিংসা" ও "শান্তি" উনাইনপুরা নিবাসী শ্রীমান জিতেন্দ্রলাল বড়ুয়া "অধ্যবসায়" এবং সামীপুর (জুলধা) নিবাসী শ্রীমান ধর্ম্মরাজ বড়ুয়া "বৌদ্ধধর্ম্মের ক্রমোন্নতি ও অশোকের জীবনের" প্রধান প্রধান ২।৩টী ঘটনার উল্লেখ করেন। তৎপর ডালসরা নিবাসী শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র বড়ুয়া বৌদ্ধধর্ম্মের বহুল প্রচার ইত্যাদি উল্লেখে পূর্ব্বোক্ত রচনার প্রতিধ্বনি করিয়া অশোকের জীবনের ঘটনাবলী সবিশেষ আলোচনা করেন।

অভিভাষণ।—'সমবেত সভাবৃন্দ! কার্য্যক্রমে সভাপতির অভিভাষণ শব্দের উল্লেখ আছে, এই শব্দ অতি গুরুতর। আমি এই শব্দের সার্থকতা রক্ষা করিতে পারিব বলিয়া বোধ হয় না। যাহা হউক সমিতির ক্রমোন্নতি দর্শনে বড়ই প্রীতিলাভ করিলাম। আমরা বৎসর বৎসর যাঁহার প্রসাদে এ সমিতির অধিবেশনের জন্য স্থান লাভ করিয়া আসিতেছি সেই (Mrs. Harlhy) মিসেস হারলির এতাদৃশ উদারতার জন্য আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও ধন্যবাদ প্রদান করা উচিত, সুতরাং তাঁহার সহৃদয়তার ও উদারতার জন্য সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও তাহার মঙ্গল কামনা করিতেছি। অন্য আর একটি আনন্দের বিষয় যে, আমরা শ্রীমান সর্ব্বানন্দবাবুকে এই সুদূর শৈলশৃঙ্গেও পাইয়াছি, তাঁহার সুললিত ধর্ম্মসঙ্গীতে আমরা অতিশয় প্রীতিলাভ করিয়াছি। আশাকরি, তিনি প্রত্যেক বৌদ্ধসমিতিতে সংশ্লিষ্ট থাকিয়া ধর্ম্মের কাহিনী সুমধুর সঙ্গীতে দিগদিগন্ত প্রচার করেন। সভাবৃন্দ! আপনারাও এক বার এই যুবকের নিস্বার্থ ধর্ম্মপ্রাণতা উপলব্ধি করিয়া নিজের জীবনকেও এ বার সৎপথে চালিত করুনা।'

তৎপর তিনি সর্ব্বানন্দবাবুর মুখে কিছু শুনিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে পর সর্ব্বানন্দবাবু সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তৃগণের ঐতিহাসিক তত্ত্বের সমালোচনার জন্য বহুল প্রশংসা করেন। পরিশেষে কলিকাতা ধর্ম্মাঙ্কুরের অসম্পূর্ণ দ্বিতল নির্ম্মাণ কার্য্যের বিষয় সর্ব্বসমক্ষে ব্যক্ত করিয়া ইহার জন্য সহানুভূতি প্রার্থনা করেন এবং একতার বিশেষ উপকারিতা বর্ণন করিয়া উপস্থিত সভ্যবৃন্দের উৎসাহ বর্দ্ধন করেন।

অতঃপর সমবেত সভ্য মহোদয়গণের পঞ্চশীল গ্রহণের পর সঙ্গীতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত সর্ব্বানন্দ বড়ুয়া মহাশয় একটি অনিত্যতা বিষয়ক গান করিয়া সকলকে মোহিত করেন।

সভাপতির মন্তব্য।—প্রিয় প্রবাসী শিষ্যবৃন্দ! অনেক বক্তা

আমার গুণের অশেষ বর্ণনা করিয়াছেন সত্য; কিন্তু অনুষ্ঠিত কার্য্য আমার সহৃদয় শিষ্যবৃন্দের উদার সহানুভূতি দ্বারা সম্পন্ন হইতেছে। আমি সর্ব্বানন্দ বাবুর অনিত্য সঙ্গীতে ক্ষণকালের জন্য সংসার ভুলিয়া যেন স্বর্গেই ছিলাম। আমি সুদীর্ঘ ২৯ বৎসর কাল এই কলিকাতা মহানগরীতে অবস্থান করিতেছি। আমার প্রিয় শিষ্যবর্গের সহিত এই দীর্ঘকাল একযোগে যথাসম্ভব অক্লান্ত পরিশ্রমে কার্য্য সমাধা করিয়া আসিতেছি তাহাও কম আনন্দের বিষয় নহে।

আমার প্রিয় শিষ্যমণ্ডলীর নিকট আমার একটি অনুরোধ, যেন দেব-দেবীপূজারূপ কোন মিথ্যা দৃষ্টির প্রতি মনঃসংযোগ ও অহঙ্কার অভিমান যেন হৃদয়ে পোষণ না করেন। সকলে একতাবদ্ধ হইয়া সদ্ধর্ম্মের উন্নতি সাধনে যত্নবান হয়েন। এই সভার প্রতি আমার যেমন সহানুভূতি ও দৃষ্টি আছে, শ্রীমৎ গুণালঙ্কার মহাস্থবির মহোদয়েরও তেমন সহানুভূতি আছে, যদি আপনাদের কোন কার্য্যের প্রয়োজন হয়, তবে তাঁহার নিকট পত্র যোগে জানাইবেন। তিনি যথাসময়ে পত্রোত্তরে অথবা স্বয়ং উপস্থিত হইয়া যে কোন বিষয়ের মীমাংসা করিয়া দিবেন। সম্প্রতি ধর্ম্মাঙ্কুর বিহারে সুবিজ্ঞ ভিক্ষু জগজ্জ্যোতির লেখক শ্রমণ অগ্রবংশ ও শ্রমণ আর্য্যালঙ্কার নিয়মিত উপস্থিত থাকিয়া সভার কার্য্যে যোগদান করিয়া থাকেন।

বিদায় গান।—বিদায় গান গীত হইলে পর রাত্রি ৪॥ ঘটিকার সময় সভাভঙ্গ হয়।

বৌদ্ধধর্ম্মাঙ্কুর সভা

দার্জ্জিলিং-শাখা

ষষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশন।

স্থায়ী সভাপতি আচার্য্য শ্রীমৎ কৃপাশরণ মহাস্থবির, কলিকাতা।

সহকারী সভাপতি জ্ঞানরত্ন কবিধ্বজ শ্রীমৎ গুণালঙ্কার মহাস্থবির
এম, আর, এ, এস, কলিকাতা।

সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু মহিমচন্দ্র বড়ুয়া সাং ভাণ্ডারগাঁও, চট্টগ্রাম
সহযোগী „ শ্রীযুক্ত বাবু মইয়াপ্রু বড়ুয়া „ চেনামতি „
„ „ শ্রীযুক্ত বাবু মইর প্রু বড়ুয়া „ চরতি „
হিসাব রক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু রাজকিশোর বড়ুয়া „ কড়ুরা „
সহকারী „ „ „ বিপ্রমোহন বড়ুয়া „ ঊনাইনপুরা „
পরিদর্শক শ্রীযুক্ত বাবু মোহান্ত কুমার বড়ুয়া সাং ভাণ্ডারগাঁও „
„ „ „ „ কৃষ্ণকুমার বড়ুয়া „ বাথুয়া „
„ „ রমেশ চন্দ্র বড়ুয়া তালুকদার „ পিঙ্গলা „
কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু দুর্য্যোধন বড়ুয়া সাং চেনামতি „
„ „ „ „ সতীশ চন্দ্র বড়ুয়া „ ঐ „
„ „ „ „ মন কিশোর বড়ুয়া„ চরতি „
„ „ „ „ দুর্য্যোধন বড়ুয়া „ ভাণ্ডার গাঁও „
„ „ „ „ সুরেন্দ্র লাল বড়ুয়া„ ঐ „
„ „ „ „ ললিত মোহন বড়ুয়া ঐ
„ „ „ „ জয়রাজ বড়ুয়া „ ঐ
„ „ „ „ বিরুদ্ধ কুমার বড়ুয়া ঐ
সঙ্গীতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু কালীকুমার সাং হাজারিরচর

মেম্বরগণ

১। শ্রীযুক্ত বাবু সুদর্শন মজুমদার, সাকিন.ঢাকা হাং সাং দারজ্জিলিং বাজার

২।	,,	,,	বিপ্র মোহন বড়ুয়া	,,	ঊনাইন পুরা, চট্টগ্রাম	
৩।	,,	,,	মহিম চন্দ্র বড়ুয়া	,,	ভাণ্ডার গাঁও	,,
৪।	,,	,,	মোহন্ত কুমার বড়ুয়া	,,	ঐ	,,
৫।	,,	,,	শ্রীধন বড়ুয়া	,,	ঐ	,,
৬।	,,	,,	দুর্য্যোধন বড়ুয়া	,,	ঐ	,,
৭।	,,	,,	রজনী রঞ্জন চৌধুরী	,,	ঐ	,,
৮।	,,	,,	সুরেন্দ্র লাল বড়ুয়া	,,	ঐ	,,
৯।	,,	,,	মহেন্দ্র লাল বড়ুয়া	,,	ঐ	,,
১০।	,,	,,	আনন্দ মোহন বড়ুয়া	,,	ঐ	,,
১১।	,,	,,	বরদা প্রসাদ চৌধুরী	"	ঐ	,,
১২।	,,	,,	পীতাম্বর বড়ুয়া	,,	হাজারির চর	,,
১৩।	,,	,,	কালীকুমার বড়ুয়া	,,	ঐ	,,
১৪।	,,	,,	রাম কিশোর বড়ুয়া	,,	জোয়ারা খানখানাবাদ	"
১৫।	,,	,,	দুর্য্যোধন বড়ুয়া	,,	চেনাবত্তি	,,
১৬।	,,	,,	ঈশান চন্দ্র বড়ুয়া	,,	আন্ধারমাণিক	,,
১৭।	,,	,,	কালী কুমার বড়ুয়া	,,	পদুয়া	,,
১৮।	,,	,,	মনকিশোর বড়ুয়া	,,	চরতি	,,
১৯।	,,	,,	হরকুমার চৌধুরী	,,	বরিয়া	,,
২০।	,,	,,	কালী কিঙ্কর বড়ুয়া	,,	বাকখালি	,,
২১।	,,	,,	মহেন্দ্র বড়ুয়া	,,	চেনামত্তি	,,
২২।	,,	,,	হরিশ চন্দ্র বড়ুয়া	,,	বেলখাইন	,,
২৩।	,,	,,	রাজ কিশোর বড়ুয়া	,,	কদুরা	,,

২৪। শ্রীযুক্ত বাবু কালী কুমার বড়ুয়া সাকিন ভাণ্ডার গাঁও চট্টগ্রাম
২৫। ,, ,, মইন্দ্র বড়ুয়া ,, চরতি ,,
২৬। ,, ,, শশী কুমার বড়ুয়া ,, চেনামতি ,,
২৭। ,, ,, কর্ণধন বড়ুয়া ,, ভাণ্ডার গাঁও ,,
২৮। ,, ,, কৃষ্ণকুমার বড়ুয়া ,, বাথুয়া ,,
২৯। ,, ,, নবীনচন্দ্র বড়ুয়া ,, চরতি ,,
৩০। ,, ,, লক্ষীন্দর বড়ুয়া ,, ভাণ্ডার গাঁও ,,
৩১। ,, ,, রমেশ চন্দ্র বড়ুয়া তালুকদার, পিঙ্গলা ,,
৩২। ,, ,, নন্দলাল বড়ুয়া সাং উনাইন পুরা ,,
৩৩। ,, ,, সতীশ চন্দ্র বড়ুয়া ,, চরতি ,,
৩৪। ,, ,, প্রসন্ন কুমার বড়ুয়া ,, উনাইন পুরা ,,
৩৫। ,, ,, নিবারণ চন্দ্র বড়ুয়া ,, জয়নগর ,,
৩৬। ,, ,, দীন নাথ বড়ুয়া ,, ভাণ্ডার গাঁও ,,

দার্জ্জিলিং-শাখা সম্মিলনীর ৬ষ্ঠ বার্ষিকের আয় ব্যয়ের হিসাব।

জমা—

মেম্বরগণের প্রদত্ত	৫৪৲
জমা—	৫৪৲
খরচ—	২২৶০
অবশিষ্ট—	৩১৸/০
এই বৎসরের উদ্বৃত্ত	৩১৸/০
পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের জমা—	২১৯৲
মোট—	২৫০৸/০

এই টাকা সভাপতির নিকট জমা রহিল।

একাউন্টেন্ট—

শ্রীরাজকিশোর বড়ুয়া।

শ্রীবিপ্রমোহন বড়ুয়া।

খরচ—

৬ষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশন সমূহের খরচ—	১২৶০
কার্য্য-বিবরণী-ছাপান খরচ—	১০৲
মোট—	২২৶০

বৌদ্ধ-ধর্ম্মাঙ্কুর সভা

সিমলা-শাখা।

(আচার্য্য শ্রীমৎ কৃপাশরণ মহাস্থবির মহোদয়

কর্ত্তৃক—১৯০৭ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত)

মাঘী পূর্ণিমোৎসব

গত ৩১শে জানুয়ারী উক্ত উৎসব-উপলক্ষে দিল্লী-রাজধানীতে বৌদ্ধ-ধর্ম্মাঙ্কুর সভার শিমলা-শাখা সমিতির নবম বার্ষিক অধিবেশন হয়। উক্ত দিবস রাত্রি ১০ টার সময় সভার কার্য্য আরম্ভ হইলে, কর্ত্তালা নিবাসী শ্রীমান নিত্যানন্দ বড়ুয়া কর্ত্তৃক সূচনা সঙ্গীত গীত হইবার পর শ্রীযুক্ত বাবু সর্ব্বানন্দ বড়ুয়ার প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত বাবু ধীরেন্দ্র লাল চৌধুরীর সমর্থনে আচার্য্য শ্রীমৎ কৃপাশরণ মহাস্থবিরকে সভাপতি পদে বরণ করা হয়। সভাপতি বরণ উপলক্ষে সর্ব্বানন্দ বাবু ঐকতান বাদ্য সহকারে সুমধুর গান করিয়া সকলকে মোহিত করেন। সভাপতি মহোদয় বলেন,—অদ্য বিশেষ ভাবে কোন ধর্ম্মদেশনা করা আমার উদ্দেশ্য নহে, কেবল কয়েকটী কথা বলিয়া আমার মনের আনন্দ প্রকাশ করিব মাত্র। এই দিল্লী নগরের সহিত আমাদের যে প্রবাসের সম্পর্ক এমত নহে। এই প্রদেশে এবং হিন্দুস্থানের অন্যান্য প্রদেশে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের বাস ছিল। এক সময়ে সেই সকল মহাপুরুষগণের চেষ্টায় বৌদ্ধধর্ম্মের বিজয় পতাকা এসিয়াখণ্ডে উড্ডীন হইয়াছিল। কিন্তু হায়! কালের কুটিল গতিতে অধুনা সেই অমৃতময় বৌদ্ধধর্ম্ম ভারত হইতে বিতাড়িত হইয়াছে। এক্ষণে মুষ্টিমেয় বঙ্গীয় বৌদ্ধগণের চেষ্টায় আবার ভারতে সেই বৌদ্ধধর্ম্মের পুনরুত্থানের

সূচনা হইতেছে। এমত অবস্থায় আমার শিষ্যগণের প্রতি আমার একান্ত অনুরোধ যেন তাঁহারা শুভকার্য্যে পশ্চাৎপদ না হইয়া একাগ্রচিত্তে যত্নবান হইয়া কার্যক্ষেত্রে অগ্রসর হয়েন। অনন্তর আন্ধারমাণিক নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রজনীকান্ত চৌধুরী মহাশয় বলেন, ভগবান বুদ্ধ অদ্যকার এই মাঘীপূর্ণিমার দিনে তাঁহার আয়ুসংস্কার বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। আমরা সেই মাঘী-পূর্ণিমার উৎসবে আমাদের প্রাতঃস্মরণীয় আচার্য্য শ্রীমৎ কৃপাশরণ মহাস্থবির মহোদয়কে সভাপতিরূপে পাইয়াছি, ইহা হইতে আনন্দের বিষয় আর কি হইতে পারে? তদনন্তর শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রলাল চৌধুরী বলেন, অদ্য আমার হৃদয়ে আনন্দ ধরে না, কারণ একে মাঘী পূর্ণিমোৎসব, তাহাতে আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় মহাস্থবির মহোদয় আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবার জন্য এই দিল্লী সহরে উপস্থিত হইয়াছেন, ইহা অপেক্ষা সুখের ও গৌরবের বিষয় আমাদের আর কি হইতে পারে? শ্রীযুক্ত কালীকুমার বড়ুয়া প্রথমে সভাপতি মহোদয়ের উপস্থিতিতে আনন্দ প্রকাশ করিবার পর মাঘীপূর্ণিমা সম্বন্ধে এক সুদীর্ঘ ও সারগর্ভ বক্তৃতা করিয়া সর্ব্বানন্দ বাবুকে ধর্ম্মোন্নতি ও সমাজোন্নতি বিষয়ে বক্তৃতা করিবার জন্য অনুরোধ করেন। অতঃপর সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত সর্ব্বানন্দ বড়ুয়া মহাশয় তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ওজস্বিনী ভাষায় বলেন, সর্ব্বদা মনকে সংযত রাখিয়া সৎপথে পরিচালিত করিলে উচ্চ সদভিলাষ এবং আদর্শ চরিত্র গঠিত হয়, ইহারই নাম আত্মোন্নতি। আত্মোন্নতি হইলে মন সতত ধর্ম্মপথে ধাবিত হয়। এইরূপ আদর্শ চরিত্রবান ব্যক্তি পার্থিব সম্পদে সুখী নহেন। তাঁহারা অপার্থিব সম্পত্তি যাহা ইহকালের আলোক ও পরকালের মোক্ষলাভের সহায়—সেই একমাত্র পুণ্যবস্তুকেই খুঁজিয়া বেড়ান, ধর্ম্মের ফলই পুণ্য,—সুতরাং আত্মোন্নতির সঙ্গে ধর্ম্মেরও উন্নতি—চরিত্রবান ও ধার্ম্মিক লোকের সমাবেশে সমাজ আদর্শরূপে গণ্য হয় এবং আদর্শ সমাজই জগতে অগ্রগণ্য হয়। অনন্তর তিনি সভাপতি মহোদয়ের গুণাবলী কীর্ত্তন করিয়া উপবেশন

করিলে সভাপতি মহোদয় বলেন, মানব জীবন দুর্লভ জীবন, মনের বল না থাকিলে কোন কাজ করিতে পারা যায় না—প্রত্যেক বিষয়ে চিন্তা করিয়া কাজ করিতে হয়। যোগ, ধ্যান প্রভৃতির সাহায্যে মনের বল সাধিত হয়। মনকে সর্ব্বদা সৎপথে পরিচালিত করিতে পারিলেও সংদিকেই মনের আকর্ষণ হইবে এবং মনে সংবল আসিয়া উপস্থিত হইবে, এই নরজগত পরিবর্ত্তনশীল, যাহা মানবের কর্ত্তব্য তাহা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। অনন্তর দেহের অনিত্যতাও পরিণাম বিষয় বুঝাইতে গিয়া, তিনি সতিপট্ঠান সূত্রটী সভ্যবৃন্দকে বুঝাইয়া দেন। তদনন্তর কর্ত্তালা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু কালীকুমার বড়ুয়া, শ্রীযুক্ত বাবু ভাস্কর চন্দ্র বড়ুয়া ও আন্ধারমাণিক নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রজনী কান্ত চৌধুরী মহাশয়গণকে ধর্ম্মাঙ্কুর সভার স্থায়ী মেম্বার পদে নিযুক্ত করা হয়। অতঃপর সকলে পঞ্চশীল গ্রহণ করিলে, বেলখাইন নিবাসী শ্রীযুক্ত যামিনী কুমার বড়ুয়া সম্ভ্রান্ত সভ্যবৃন্দকে উত্তমরূপে জলযোগ করাইয়া ধন্যবাদার্হ হন। রাত্রি তিন ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হয়।

দ্বিতীয় অধিবেশন।—অদ্য ১২ই ফেব্রুয়ারী রাত্রি ১০ ঘটিকার সময় শ্রীমৎ বোধানন্দ ভিক্ষুর শুভাগমনোপলক্ষে এক সভা আহূত হয়। সর্ব্বানন্দ বাবুর প্রস্তাবে, সম্পাদক মহাশয়ের সমর্থনে স্থায়ী সভাপতি আচার্য্য শ্রীমৎ কৃপাশরণ মহাস্থবির মহোদয়কে সভাপতি পদে বরণ করা হয়। মহাস্থবির মহোদয় তাঁহার প্রিয় শিষ্য শ্রীমৎ বোধানন্দ ভিক্ষু মহোদয়কে উক্ত পদ প্রদান করেন। সভার প্রারম্ভে শ্রীমৎ কৃপাশরণ মহাস্থবির মহোদয় পিঙ্গলা নিবাসী জনহিতৈষী পরলোকগত রাজকুমার বড়ুয়ার অকাল মৃত্যুতে তাঁহার গুণাবলী কীর্ত্তন করতঃ গভীর শোক প্রকাশ করেন। পরে ধীরেন্দ্রবাবু, সর্ব্বানন্দ বাবু পরলোকগত মহাত্মার অকালমৃত্যুতে গভীর দুঃখ প্রকাশ করিয়া তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গের নিকট সমিতির পক্ষ হইতে সমবেদনা সূচক একখানি পত্র প্রেরণ করিবার প্রস্তাব করেন। তাহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে

পরিগৃহীত হয়। অতঃপর উপস্থিত সকলে পঞ্চশীল গ্রহণ করিয়া ত্রিরত্ন সমীপে মৃত মহাত্মার পারলৌকিক মঙ্গল কামনা করেন। শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রমোহন বড়ুয়া ও শ্রীযুক্ত বাবু রজনীকান্ত চৌধুরী মহাশয়গণ শ্রীমৎ বোধানন্দের শুভাগমন ও ভিক্ষুত্ব গ্রহণ প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া অতি সুন্দর সারগর্ভ প্রবন্ধ পাঠ করেন। তৎপর সভাপতি শ্রীমৎ বোধানন্দ ভিক্ষু মহাশয় প্রথমে বুদ্ধস্তোত্র পাঠ করিয়া আত্মজীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করতঃ বৌদ্ধধর্ম্মের অনেক বিষয়ের আলোচনা করিয়া প্রায় ৩ ঘণ্টা কাল বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তিনি বলেন আমি অবৌদ্ধ ছিলাম, আমার মাতা পিতা বৌদ্ধ ছিলেন না, আমি অল্পদিন মাত্র বৌদ্ধ হইয়াছি; আপনারা আমাকে যাহা শিখাইয়াছেন, তাহাই আপনাদের নিকট বলিব; ভাবুকেরা যেমন পাখীকে দেব দেবীর নাম শিখাইয়া আবার নিজেই তাহা শুনেন, আপনাদের ও সেইরূপ শিখাইয়া শুনা হইবে; এই বলিয়া তিনি সুমধুর ও সরল ভাষায় বৌদ্ধধর্ম্ম সংক্রান্ত অনেক বিষয় সুচারুরূপে সভাবৃন্দকে বুঝাইয়া দেন। সভাস্থ সকলে মন্ত্রমুগ্ধবৎ তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছিলেন। সভাবৃন্দ তাঁহাকে পাথেয় স্বরূপ ৮২৲ টাকা দান করেন। এস্থলে বলা বাহুল্য হইবে না যে, ৩০শে জানুয়ারী হইতে ১৩ ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত উক্ত ভিক্ষুদ্বয় কর্ত্তালা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু কালীকুমার বড়ুয়ার বাসায় অবস্থান করেন, তিনি সভার প্রথমদিন ব্যতীত অন্যান্য দিবসের যাবতীয় ব্যয় বহন করেন তদ্ব্যতীত তিনি কায়িক কষ্টও যথেষ্ট স্বীকার করিয়াছিলেন। এই মেধাবী, দাতা ও ধর্ম্মনিষ্ট ব্যক্তির জন্য ভগবানের নিকট সকলেই মঙ্গল প্রার্থনা করেন। তাঁহাকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রদানান্তর রাত্রি ৪ ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হয়।
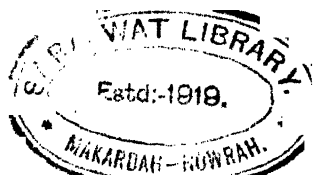
আষাঢ়ী পূর্ণিমোৎসব

সভারম্ভ।—অদ্য রাত্রি ১০ ঘটিকার সময় সসমারোহে সভার কার্য্যারম্ভ হয়।

সভাপতির আসন গ্রহণ।—শ্রীযুক্তবাবু ধীরেন্দ্র লাল চৌধুরীর প্রস্তাবে সর্ব্ব সম্মতি ক্রমে বেলখাইন নিবাসী শ্রীযুক্তবাবু ক্ষীরোদ চন্দ্র চৌধুরী সভাপতি, মুরালীনিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু মইমপ্রু বড়ুয়া সহকারী সভাপতি পদে বরিত হন।

কার্য্য-বিবরণী পাঠ।—রাউজানী নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু ধূর্জ্জটী রঞ্জন বড়ুয়া মহাশয় কার্য্যবিবরণী পাঠ করেন।

রচনা পাঠ।—নাইখাইন নিবাসী শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র লাল বড়ুয়া, "আবাহন" বেত্তাগী নিবাসী শ্রীযুক্ত ললিত কুমার বড়ুয়া "বিদ্যা অমূল্য ধন" শীর্ষক কবিতা পাঠ করেন।

বক্তৃতা।—পাঁচখাইন নিবাসী শ্রীযুক্ত গগন চন্দ্র বড়ুয়া মহাশয়, একতা সম্বন্ধে সুন্দর বক্তৃতা করেন। পিঙ্গলানিবাসী শ্রীযুক্ত ষষ্ঠীচরণ বড়ুয়া 'কর্ম্মফল' সম্বন্ধে এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া পিঙ্গলা নিবাসী ৺রাজকুমারবাবুর মৃত্যুর জন্য শোক প্রকাশ করেন। ঊনাইনপুরা নিবাসী শ্রীযুক্ত অপূর্ব্ব রঞ্জন বড়ুয়া "সৌহার্দ্দ্য" কর্ত্তালা নিবাসী শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র বড়ুয়া, অনিত্যতা, কর্ত্তালা নিবাসী শ্রীযুক্ত চিন্তারাজ বড়ুয়া 'শীলের ফল বর্ণন' বিষয়ক বক্তৃতা করেন। পাঁচখাইন নিবাসী শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র লাল চৌধুরী বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতি ও অবনতির বিষয় বর্ণন করিয়া আত্মোন্নতি সম্বন্ধে এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। সহকারী সম্পাদক মহাশয় কতিপয় বিশিষ্ট সভ্যের অনুপস্থিতিতে দুঃখ প্রকাশ করেন। নাইখাইন নিবাসী শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র লাল বড়ুয়া প্রত্যো-

কে প্রতিদিন এক ঘণ্টা কাল ভগবানের উপাসনা করিতে অনুরোধ করেন, অদ্যকার সভার সহকারী সভাপতি চরতি নিবাসী শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র বড়ুয়া 'বৌদ্ধ দর্শন ও হিন্দু দর্শন' উভয় মতের তারতম্য প্রদর্শন করিয়া কয়েকটি শ্লোক আবৃত্তি করেন। তাঁহার সুদীর্ঘ বক্তৃতা সভ্যমণ্ডলীর সাতিশয় মনঃপুত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য যে, পাচথাইন নিবাসী শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র লাল চৌধুরী প্রত্যেক রচনা ও বক্তৃতার সারাংশ উল্লেখ করিয়া সভাপতির পক্ষ হইতে রচনা পাঠক ও বক্তা গণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

অতঃপর পূর্ব্বোক্ত শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র লাল বড়ুয়া পঞ্চশীল-মাহাত্ম্য ও সম্পাদক মহাশয় মঙ্গল সূত্র আবৃত্তি করেন। পরিশেষে সমবেত সভ্যমণ্ডলী পঞ্চশীল গ্রহণ করেন: আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, শ্রীযুক্ত ধূর্জ্জটি রঞ্জন বড়ুয়া, শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র বড়ুয়া ও শ্রীযুক্ত মেঘরাজ বড়ুয়া প্রভৃতির যত্নে সভার কার্য্য সুচারুরূপে নিষ্পন্ন ও পরিপাটি জলযোগের আয়োজন হইয়াছিল।

Vicregal Lodge এর শ্রীযুক্ত লতিক মিস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত হিরালাল দে কণসার্ট পার্টি সহ দলবলে সভায় যোগদান করিয়া আমাদিগকে বাধ্য করিয়াছিলেন। প্রাতে ৫ ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ করা হয়।

সম্পাদক—

শ্রীচন্দ্রমোহন বড়ুয়া

সিমলা-শাখা

আষাঢ়ী পূর্ণিমোৎসব-উপলক্ষে

আবাহন

যে দিকে ফিরাই আঁখি, আহা! কি সুন্দর,
পলকেতে পরিবর্ত্তন দৃশ্য দৃশ্যান্তর।
অন্নদাতা বর্ষা তুমি,
অবোধ অজ্ঞান আমি,
বুঝিতে অক্ষম দাস মহিমা তোমার,
পলকে প্রলয় সৃষ্টি করহ ধরায়॥

অনিত্য অহংরূপ বুঝিতে সংসারি,
শোভিত বিবিধ-বাসে প্রকৃতি সুন্দরী।
কভু স্বর্ণে বিভূষিতা
কভু নীলে সমুত্থিতা
কখন প্রলয়ঙ্করী কৃষ্ণ ঘনাবৃত
কখন বা শ্বেত সদা বিধবার মত।

কখন গম্ভীর মূর্ত্তি করিয়া ধারণ,
শিখাও জগত জনে সাধনা লক্ষণ।
কভু নিরমলরূপে,
সুখোদয় স্নিগ্ধ তাপে,
জাগাও জীবের প্রাণে পরম উল্লাস,
কভু ধুমাবৃত করি উঠাও তরাস।

কখন ঘর্ঘর করি ভীষণ গর্জ্জন—
চমকে চপলা কভু অশনি
কখন মুষল ধারে,
অতি বারিপাত করে—
ভাসাও কানন দেশ নগর নগরী—
বাত্যায় দলন কভু কর মর্ত্ত্যপুরী।

চঞ্চলা প্রকৃতি তব হেরি শাক্যসিংহ,
দেশান্তর পর্য্যটন ভাবি ভিক্ষুসহ,
ত্রৈমাসিক বর্ষাব্রত,
করিলেন নির্দ্ধারিত,
হইতেন ধ্যানে রত স্থির তরু সমা
(আজি) তাহার প্রথম দিন আষাঢ়ী পূর্ণিমা।

একদিন এ ভারতে আজি শুভ দিনে,
আবাল বণিতা বৃদ্ধ কোটী কোটী জনে,
বুদ্ধ ধর্ম্ম সঙ্ঘ নামে
প্রতি হৃদ তন্ত্রী সনে—
বাজিত মোহন বীণা মধুর ঝঙ্কারে
উঠিত আনন্দ উৎস হৃদয় মন্দিরে।

এস ভাই বন্ধুগণ জড়তা ভুলিয়া,
সাধিগে মহান কার্য্য আনন্দে মাতিয়া,
আজি এই শুভ দিনে,
ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি দানে,
নিজেরে নিজেই করি কৃতার্থ জীবন
অন্তিমে পাইতে সবে শান্তি নিকেতন।

সিমলা-সভ্যবৃন্দ।

———

বৌদ্ধধর্ম্মাঙ্কুর সভা

রাঁচি-শাখা

(সভাপতি অচার্য্য—শ্রীমৎ কৃপাশরণ মহাস্থবির মহোদয় কর্ত্তৃক
১৯১৫ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত)

প্রথম অধিবেশন।

সভারম্ভ।—২০শে মার্চ্চ; পিঙ্গলানিবাসী শ্রীযুক্তবাবু দ্বারিকানাথ বড়ুয়ার বাসায়, রাত্রি দশ ঘটিকার সময়। এই শাখা সভার প্রতিষ্ঠা হয়। আচার্য্য শ্রীমৎ কৃপাশরণ মহাস্থবির মহোদয় সভার স্থায়ী সভাপতি মনোনীত হয়েন। শ্রীযুক্ত দ্বারিকানাথ বাবু ও বাকখালী নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু কালীকিঙ্কর বড়ুয়া সভাপতি বরণ-উপলক্ষে দুইটী সুন্দর গান করেন, এবং সভাপতি মহোদয়কে পুষ্পমাল্যদ্বারা পূজা করেন। সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে পঞ্চশীল প্রদান করিবার পর, এই সভার উদ্বোধন উপলক্ষে বৌদ্ধধর্ম্ম বিষয়ে একটি সুন্দর সারগর্ভ বক্তৃতা করেন এবং মৃষ্টকুণ্ডলের আখ্যায়িকা বর্ণনা করিয়া শ্রোতৃবর্গকে মুগ্ধ করেন। ধর্ম্ম শ্রবণ শেষ হইলে পিঙ্গলানিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু মহেশচন্দ্র চৌধুরী একটি অনিত্যতাবিষয়ক গান করিবার পর রাত্রি ৩টার সময় সভার কার্য্য শেষ হয়।

দ্বিতীয় অধিবেশন।—২১শে মার্চ্চ; লাখেরা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু ভীমরাজ বড়ুয়ার বাসায়। শ্রীমৎ কৃপাশরণ মহাস্থবির সভাপতির আসন গ্রহণ করিবার পর সূচনা সঙ্গীত গীত হয়। তদনন্তর পিঙ্গলা-নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু নীরদারঞ্জন তালুকদার, জুলদা নিবাসী শ্রীযুক্তবাবু রজনীকুমার বড়ুয়া ও পিঙ্গলানিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু নূতনচন্দ্র চৌধুরী প্রভৃতি মহাত্মাগণ প্রবন্ধ পাঠ করেন। অতঃপর সভাপতি মহোদয় সভ্যবৃন্দকে পঞ্চশীল প্রদান করিয়া, ভগবান বুদ্ধের সংক্ষিপ্ত জীবনী বর্ণনা করেন। রাত্রি ৩ ঘটিকার সময় সভাভঙ্গ হয়।

বৌদ্ধধর্ম্মাঙ্কুর সভা

রাঁচি-শাখা

প্রথম বার্ষিক অধিবেশন

সভাপতি আচার্য্য শ্রীমৎ কৃপাশরণ মহাস্থবির।

সহকারী সভাপতি জ্ঞানরত্ন কবিধ্বজ শ্রীমৎ গুণালঙ্কার মহাস্থবির, এম্, আর্, এ, এস্

সম্পাদক শ্রীযুক্ত নূতন চন্দ্র চৌধুরী, সাং পিঙ্গলা চট্টগ্রাম,

সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত দ্রোনকুমার বড়ুয়া সাং পাঁচরিয়া, চট্টগ্রাম

তত্ত্বাবধায়ক শ্রীযুক্ত রামু সওদাগর সাং রাঁচি।

* কোষাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ভীমরাজ বড়ুয়া সাং লাথেরা চট্টগ্রাম।

একাউণ্টেণ্ট শ্রীযুক্ত রাজ কুমার বড়ুয়া সাং হরিহর, "

সহকারী একাউণ্টেণ্ট শ্রীযুক্ত বিহারী লাল চৌধুরী সাং ঠেগরপুণি।

মেম্বরগণ

১।	শ্রীযুক্ত	বাবু	নূতন চন্দ্র চৌধুরী	সাং	পিঙ্গলা	চটগ্রাম।
২।	"	"	পূর্ণ চন্দ্র বড়ুয়া	"	"	"
৩।	"	"	হীরালাল চৌধুরী	"	"	"
৪।	"	"	নিরোদ রঞ্জন তালুকদার		"	"
৫।	"	"	রাজকিশোর বড়ুয়া	"	"	"
৬।	"	"	দ্বারীকানাথ বড়ুয়া	"	"	"
৭।	"	"	ভীম নাথ বড়ুয়া	"	"	"

* কোষাধ্যক্ষ মহাশয়—এই টাকা ধর্ম্মাঙ্কুর সভার কোষাধ্যক্ষের নিকট জমা দিতে হইবে।

৮।	শ্রীযুক্ত বাবু	নবরাজ বড়ুয়া	সাং	লাখেরা	চট্টগ্রাম।
৯।	,, ,,	ভীম রাজ বড়ুয়া	,,	,,	,,
১০।	,, ,,	বিহারী লাল চৌধুরী	সাং	ঠেগরপুনি	,,
১১।	,, ,,	মহেশ চন্দ্র বড়ুয়া	,,	,,	,,
১২।	,, ,,	মনীন্দ্র লাল বড়ুয়া	,,	পোমরা	,,
১৩।	,, ,,	দ্রোন কুমার বড়ুয়া	,,	পাঁচরিয়া	,,
১৪।	,, ,,	অবিরত বড়ুয়া	,,	সদয় পড়ুয়া	
১৫।	,, ,,	রামু সওদাগর	,,	সাং রাঁচি।	
১৬।	,, ,,	গৌর কিশোর বড়ুয়া	সাং	উনাইনপুরা,	চট্টগ্রাম।
১৭।	,, ,,	কৃপাচরণ বড়ুয়া	সাং	বেল খাইন	,,
১৮।	,, ,,	রাজকিশোর বড়ুয়া	সাং	ঐ	,,
১৯।	,, ,,	অভিমন্যু বড়ুয়া	সাং	কেঁয়াগড়	,,
২০।	,, ,,	রাজ কুমার বড়ুয়া	,,	হরিহর	,,
২১।	,, ,,	রমেশ চন্দ্র বড়ুয়া	,,	মুকুটনাইট	,,
২২।	,, ,,	সুরেন্দ্র লাল বড়ুয়া	,,	লাখেরা	,,

বৌদ্ধধর্ম্মাঙ্কুর সভা

লক্ষ্ণৌ-শাখা

আমি দুঃখের সহিত বিজ্ঞপ্তি করিতেছি যে, বৌদ্ধধর্ম্মাঙ্কুর সভার লক্ষ্ণৌ-শাখা—বৌদ্ধ-সমিতির বার্ষিক বিবরণ এবৎসর সর্ব্বসাধারণের গোচরীভূত করিতে অসমর্থ হইলাম। আমি নানা কারণে লক্ষ্ণৌতে উপস্থিত হইয়া সভায় যোগদান করিতে পারি নাই। তথাকার বৌদ্ধগণ যদিও দুই একটি সভা করিয়াছেন বটে, তাহার বিবরণ আমি পাইতে পারি নাই বলিয়া প্রকাশ করিতে অসমর্থ। তজ্জন্য যেন কেহ মনে না করেন, উক্ত সভা কালগর্ভে লীন হইয়াছে। সেই উদ্দেশ্যেই আমার এই সামান্য কৈফিয়ত প্রদান। ইতি—

সভাপতি।

নমঃ ত্রিরত্নায়

আচার্য্য শ্রীমৎ কৃপাশরণ মহাস্থবির ও জ্ঞানরত্ন কবিধ্বজ শ্রীমৎ গুণালঙ্কার মহাস্থবির এম্, আর্, এ, এস্, মহোদয়দ্বয়ের অপার স্নেহানুকূল্যে—

সভাপতি শ্রীযুক্ত সুমঙ্গল ভিক্ষু কর্ত্তৃক

১৯০৮ খৃষ্টাব্দে, ২৫৫১ বুদ্ধাব্দে স্থাপিত

শাকপুরা বৌদ্ধবালক-সমিতির

সপ্তম বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী

সমিতির উদ্দেশ্য—

১। সমাজোন্নতি ও ধর্ম্মোন্নতি।

২। বৌদ্ধ বালক বালিকাগণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার।

সভার সাধারণ নিয়মাবলী—

১। সভায় একজন সভাপতি, একজন সম্পাদক ও তাঁহাদের সহকারী এবং একাধিক কার্য্যাধ্যক্ষ থাকিবেন।

২। যিনি সমিতির মেম্বর হইতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহাকে মাসিক ৵০ তিন আনা ও বার্ষিক দুই টাকা হারে চাঁদা দিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত এককালীন দানও সাদরে গৃহীত ও প্রকাশিত হইবে।

৩। সমিতির সাহায্যকল্পে যিনি টাকা পয়সা পাঠাইবেন, তিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক সভাপতির নামে "শাকপুরা বৌদ্ধ-বালক সমিতি ধর্ম্মানন্দ বিহার" এই ঠিকানায় পাঠাইবেন।

৪। টাকা পয়সা সভাপতির হাতে জমা থাকিবে, তাঁহার ও কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির পরামর্শমতে ব্যয় করা হইবে।

৫। আশ্বিনী পূর্ণিমা হইতে আমাদের বৎসর আরম্ভ হইবে। কার্য্য বিবরণীতে সমিতির বিশেষ বিশেষ অধিবেশন প্রকাশিত হইবে।

সভার বিশেষ নিয়মাবলী—

১। এই সভায় সর্ব্ব সাধারণ যোগ দিতে পারিবেন।

২। সভায় কেবল বৌদ্ধসমাজ ও বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচিত হইবে।

৩। বক্তা বা রচয়িতা ও তাঁহাদের বক্তৃতা বা রচনার আলোচ্য বিষয় সভার পূর্ব্বে সভাপতিকে অবগত করাইবেন।

৪। সভাপতি যেই উপদেশ দেন, তাহা মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করতঃ যথাসাধ্য সেই উপদেশানুযায়ী কার্য্য করিয়া চলিতে হইবে।

৫। প্রদত্ত চাঁদা অপব্যয় হইতেছে বলিয়া, চাঁদাদাতৃগণের মনে সন্দেহ হইলে, তাঁহারা যেন অনুগ্রহ করিয়া আমাদের হিসাব পরীক্ষা করেন।

শাকপুরা বৌদ্ধ বালক সমিতির ৭ম বার্ষিক

বিশেষ অধিবেশন

২৮শে আশ্বিন, ২৪৫৮ বুদ্ধাব্দ, ১৯১৩ খৃষ্টাব্দ।

আরম্ভ—অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকা, সমাপ্তি—রাত্রি ১২ ঘটিকা।

আজ ধর্ম্মানন্দ বিহার প্রাঙ্গনে মিলনের এক অপূর্ব্ব ছুটাছুটী! যেদিকে দৃষ্টিপাত করিনা কেন, সেদিকে মিলনের এক আনন্দ কোলাহল। আজ ধরিত্রী যেন শান্তিভরা বুকে শুভ আসন পাতিয়া মিলনের জন্য অপূর্ব্ব

সাজে সজ্জিত হইয়া রহিয়াছে। আজ তরুরাজি নব মুকুল পল্লব বিকশিত করিয়া নত শিরে মিলনের জন্য বিনম্রবচনে সকলকে আহ্বান করিতেছে। মারুত যেন মৃদু মধুর হিল্লোলে দিগ্ দিগন্তর জগতবাসীর নিকট মিলন সংবাদ প্রচার করিতেছে। আজ প্রকৃতি যেন মিলনের জন্য শান্তভাব ধারণ করিয়া সকলের অন্তরে মিলনোচ্ছ্বাস প্রদান করিতেছে। আজ সকলে হিংসা দ্বেষ ভুলিয়া পরস্পর পরস্পরের সহিত মিলনের জন্য সাদরে আহ্বান করিতেছে। আজ নভোমার্গ হইতে তপন দেব স্নিগ্ধ রশ্মি-জাল বিস্তার করিয়া তাপদগ্ধ মানবকে মিলন বাসরে টানিয়া আনিতেছে, এই মিলনের মধ্য দিয়া ভিক্ষুসংঘ, বৌদ্ধ, হিন্দু, মুসলমান, আবাল বৃদ্ধ-বণিতা প্রায় ৩০০ তিনশত লোকের সমাগম হইয়াছিল। সভা-উপলক্ষে দুইটী তোরণ প্রস্তুত করা হইয়াছিল। একটি বিহারসংলগ্ন, অপরটী সরকারী রাস্তার ধারে, বিহারে ও তোরণে লতাপাতা ধ্বজা পতাকা ইত্যাদি দ্বারা নানা রকমের চিত্র বিচিত্র বৃক্ষ, পুষ্প, ধ্বজা পতাকা ইত্যাদির কারুকার্য্যের সহিত সজ্জিত হইয়া তোরণগুলি অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছিল। বিহারে ও তোরণের যাবতীয় সজ্জার উপকরণ বাবু নবরাজ বড়ুয়া, বাবু বীরেন্দ্রলাল বড়ুয়া ও বাবু অম্বিকা চরণ বড়ুয়া মহোদয়গণ প্রাণপণে অনবরত পরিশ্রম করিয়া অল্প সময়ের মধ্যে সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন। তাঁহারা যদি স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া সভায় যোগদান না করিতেন, তাহা হইলে এই অল্প সময়ের মধ্যে এত সুন্দরভাবে সজ্জিত করিতে পারিতাম না। যাহা হউক আমরা তাঁহাদের এই পরিশ্রমের জন্য ত্রিরত্ন সমীপে তাঁহাদের দীর্ঘায়ু কামনা করিতেছি। আর একটী শুভ সংবাদ আপনাদিগকে না জানাইয়া থাকিতে পারিলাম না। এই শুভদিনে শ্রীযুক্তবাবু রাজমণি বড়ুয়া তাঁহার কন্যাদ্বয় শ্রীমানী সৌদামিনী বড়ুয়া ও উন্মাদিনী বড়ুয়ার কর্ণভেদ-উৎসব সম্পন্ন করিয়াছিলেন, তাই তিনি সভাস্থ নরনারীদিগকে যথাসাধ্য আহার করাইয়া আমাদিগের ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন। তথাগত বুদ্ধ তাঁহার মঙ্গল বিধান করুন।

সভার প্রারম্ভে বাবু নবরাজ বড়ুয়া, বাবু রমেশচন্দ্র বড়ুয়া, বাবু সতীশচন্দ্র দে, বাবু নগেন্দ্রলাল বড়ুয়া ও বাবু নীলকমল বড়ুয়া হারমনিয়ম যোগে সুমধুর ঐকতানে আহ্বান গান করিয়া সভাস্থিত সকলকে মোহিত করেন।

সভাপতি বরণ।—শ্রীযুক্ত বাবু বুদ্ধনন্দন বড়ুয়া, শ্রীমৎ রামধন মহাস্থবির মহোদয়কে সভাপতি পদে এবং পাঁচরিয়া নিবাসী পটীয়া হাই স্কুলের মাষ্টার শ্রীযুক্তবাবু বিপিন চন্দ্র বড়ুয়া মহোদয়কে সহকারী সভাপতি পদে বরন করিবার প্রস্তাব করিলে শাকপুরা হাইস্কুলের মাষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দমোহন দাস মহোদয় কর্তৃক উক্ত প্রস্তাব সমর্থিত হয়।

সভাপতি ও সহকারী সভাপতি আসন গ্রহণ করিলে পর আবুরখীল নিবাসী শ্রীমান দেবেন্দ্রলাল বড়ুয়া স্থানীয় শ্রীমান চন্দ্রকুমার বড়ুয়া বালকদ্বয় সমস্বরে মধুর তানে প্রীতি পুষ্পমালা সভাপতি মহোদয়দিগের করকমলে অর্পণ করেন।

স্তোত্রপাঠ।—অত্রত্য বিদ্যালয়ের বালক শ্রীমান সুরেশ কুমার বড়ুয়া ও তরণীসেন বড়ুয়া বুদ্ধস্তোত্র পাঠ করেন।

গাথা পাঠ।—শ্রীমানী কুঞ্জবালা বড়ুয়া ও সৌদামিনী বড়ুয়া কোমলমতি বালিকাদ্বয় জয়মঙ্গল সূত্র ও তদ্‌ব্যাখ্যা সহ আবৃত্তি করে, শ্রীমানী উন্মাদিনী বড়ুয়া বৌদ্ধধর্ম্মাঙ্কুর সভার সহকারী সভাপতি ও জগজ্জ্যোতিঃ পত্রের সম্পাদক জ্ঞানরত্ন কবিধ্বজ শ্রীমৎ গুণালঙ্কার মহাস্থবির এম, আর, এ, এস্, মহোদয়ের তৈলকটাহ গাথার কয়েক গাথা ও তদব্যাখ্যা কোমলস্বরে খুব সুন্দরভাবে আবৃত্তি করে, বাস্তবিক বালকবালিকাদের সুকোমলকণ্ঠে তাহা বড়ই মধুর প্রতীয়মান হইয়াছিল।

কবিতা আবৃত্তি।—শ্রীমান নিকুঞ্জবিহারী বড়ুয়া, রমণীমোহন বড়ুয়া, আনন্দমোহন বড়ুয়া, অশ্বিনীকুমার বড়ুয়া, হাজারিচর নিবাসী শ্রীমান যশমনি বড়ুয়া প্রভৃতি কোমলমতি বালকগণ অতি সুন্দর সুন্দর কবিতা আবৃত্তি করে।

প্রবন্ধপাঠ।—শ্রীমান নগেন্দ্রনাথ বড়ুয়া "একতা", শ্রীমান নীলকমল বড়ুয়া "জীবনের নশ্বরতা" ও শ্রীমান যুগলকিশোর বড়ুয়া "অধ্যবসায়" প্রবন্ধ পাঠ করে। তাহাদের প্রবন্ধগুলি বড়ই ভাবপূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল।

বক্তৃতা।—শাকপুরা হাই স্কুলের মাষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু অনঙ্গমোহন দাস মৃদুমধুর ভাষায় শ্রীশ্রীভগবান বুদ্ধের জন্ম মহাভিনিষ্ক্রমণ, কঠোর সাধনা সম্বোধিপ্রাপ্তি ও ধর্ম্মপ্রচার বর্ণনা করেন। বৌদ্ধধর্ম্ম একসময় সার্ব্বজনীনধর্ম্ম বলিয়া শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছিল, তখন এই ধর্ম্মবিজয়ভেরী নিনাদে পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত নিনাদিত হইয়া যাগযজ্ঞ নিবারিত করিয়া কোটী কোটী মানবকে উদ্ধার করিয়াছিল। সেই সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। এই সনাতন ধর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতে অন্তর্হিত হইবার একমাত্র কারণ যাগযজ্ঞ নিবারিত হওয়ায় ব্রাহ্মণদের জীবিকানির্ব্বাহের কোন উপায় ছিল না, তাই এহেন নির্ম্মল ধর্ম্মকে তাঁহারা তাড়াইয়া আবার মিথ্যা দৃষ্টির সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং বর্ত্তমান বৌদ্ধ ভিক্ষুদিগের ও ব্রাহ্মণগণের আচার-ব্যবহার ক্রিয়া কলাপের কতদূর পার্থক্য ও উভয় ধর্ম্মের সমালোচনা করতঃ প্রায় দেড়ঘণ্টা যাবৎ সুদীর্ঘ ও ভাবপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁহার বক্তৃতা বড়ই হৃদয়গ্রাহী ও মনোহারিণী হইয়াছিল।

তৎপর পিঙ্গলানিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রলাল বড়ুয়া ডাক্তার মহোদয় পূর্ব্বোক্ত বক্তা মহোদয়ের বক্তৃতার বিশেষভাবে সমালোচনা করতঃ তাঁহার ভূয়ঃ ভূয়ঃ প্রশংসা করিয়া একতা সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন—একতাই মানব সমাজের একমাত্র উন্নতির কারণ। ইহা ব্যতীত সংসারে কেহ কোন কার্য্যই সমাধা করিতে পারে না। তারপর বরিয়া নিবাসী (বর্ত্তমান জুলদা নিবাসী) শ্রীযুক্তবাবু দেবেন্দ্রলাল বড়ুয়া মহোদয় সমিতির বালক বালিকাদের একাদৃশ উন্নতি দেখিয়া অতিশয় আনন্দের সহিত এই সমিতির মেম্বরশ্রেণীতে ভুক্ত হইয়া

তন্মুহূর্ত্তেই ১৲ টাকা প্রদান করেন। আরও বলেন—আমাকে সমিতির মেম্বর বলিয়া গ্রহণ করিবেন।

তৎপর চরকানাই নিবাসী শ্রীযুক্তবাবু ষষ্ঠীচরণ মুন্সী, বাবু শ্রীধন বড়ুয়া, ও পিঙ্গলানিবাসী শ্রীযুক্তবাবু মহিমচন্দ্র মাষ্টার মহোদয়গণ সুন্দর সুন্দর বক্তৃতা প্রদান করিয়া সমিতির স্থায়িত্ব কামনা করেন ও স্থানীয় শ্রীযুক্তবাবু লালমোহন বড়ুয়া মহোদয় অষ্টাঙ্গিক মার্গের সংক্ষেপ ব্যাখ্যা করেন। তাঁহার বক্তব্য শেষ হইলে পর সমিতির সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্তবাবু যোগেন্দ্রলাল বড়ুয়া মহোদয় উপস্থিত ভদ্র মহোদয়দিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া বলেন, দয়া করিয়া বৎসর বৎসর এই সভায় যোগদান করিয়া আমাদিগকে উপদেশ দানে উৎসাহিত করিবেন।

অনন্তর সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্তবাবু বিপিনচন্দ্র মাষ্টার মহোদয় গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহার চির স্বভাবসিদ্ধ প্রাঞ্জল ভাষায় বলেন—

"মহোদয়গণ!

আমি আজ কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত এই বালক সমিতির অধিবেশনে যোগদান করিতে পারিতেছি বলিয়া নিজকে অত্যন্ত গৌরবান্বিত মনে করিতেছি, আমি এই বালক সমিতির আচার ব্যবহার রীতিনীতি অত্যন্ত ভালবাসি, কেন ভালবাসি, বলিতে পারেন, কারণ এই কোমলমতি বালকবালিকাগণ যখন সমস্বরে গাথা সূত্র আবৃত্তি করে, তখন যে সুখানুভব করি তাহা আর কি বলিব! শতবার শ্রবণ করিলেও আমার তৃপ্তি হয় না; বাস্তবিক ইহারা যে ভাবে যে ছন্দে গাথা সূত্র পাঠ করে আমি এ পর্য্যন্ত কোন দেশের বালকবালিকাগণের মুখে এই ভাবে বলিতে শুনি নাই। তজ্জন্যই এই সভায় সতত উপস্থিত থাকিবার একমাত্র ইচ্ছা, তৎপর কয়েকটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন;—

এইগ্রামে বড়ুয়াদের ক্ষুদ্র বালকবালিকাগণ শিক্ষা করিতে পারে তেমনি কোন গ্রাম্য স্কুল আছে কিনা? থাকিলে কতজন বালকবালিকা

অধ্যয়ন করে আপনাদের এইখানে উপাসক উপাসিকা আছে কিনা ? এবং সংবাদ-পত্রিকা আছে কিনা, এই বিষয় জানিতে চাহিলে শ্রীযুক্তবাবু অভিমন্যু বড়ুয়া ও বাবু যোগেন্দ্র লাল বড়ুয়া মহোদয় দ্বয় তাঁহারা যথাযথ প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিলে তিনি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া বলেন—আমাদের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের ভদ্রমহোদয়দিগকে জিজ্ঞাসা করি—এই গ্রামে যেমন বৃদ্ধবৃদ্ধা আছেন আমাদেরও সেইরূপ বৃদ্ধবৃদ্ধা আছেন। এইগ্রামে যেমন বালক বালিকা আছে আমাদেরও তেমন্ আছে. আপনারা শুনিলেন ত এইগ্রামে শতকের অধিক লোকের বাস হইবে না, এই শতাধিক লোকের বাসের মধ্যে কেবল একপাড়ায় ২৫।৩০ জন উপাসক উপাসিকা উপসোথ ব্রত করেন, এবং কতজন বালক বালিকা অধ্যয়ন করিতেছে। শুনিলাম ১৯১২ ইংরেজীতে এই গ্রামে একটী বালিকা গবর্ণমেণ্ট হইতে বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। আমাদের গ্রামে ২০০।২৫০ দুই শত আড়াই শত লোকের অধিক লোক বাস করিতেছে, কিন্তু এত বৃহৎ গ্রামে পাঁচজন লোককেও দেখি নাই যে উপসোথ ব্রত করেন, এবং একটী বালিকাও কোন সময় গবর্ণমেণ্ট হইতে কোন বৃত্তি পাইয়াছে বলিয়া শুনি নাই, আপনারা দেখিলেন ত এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালক বালিকাগণ কি অনর্গল গাথা সূত্র ইত্যাদির আবৃত্তি ও ব্যাখ্যা করেন। আমি আমাদের চতুষ্পার্শ্বের কোন প্রাচীনের মুখেও এইভাবে গাথা সূত্রাদি পাঠ করিতে শুনি নাই। ইহার কারণ আর কিছুই নহে, আমরা উপযুক্ত গুরুপ্রাপ্ত হই নাই। এই বিহারের ভিক্ষু মহোদয় যেভাবে পরিশ্রম করিয়া বালকবালিকাদিগকে বাঙ্গালা ও নৈতিক শিক্ষা প্রদান করিতেছেন বিশেষতঃ গ্রামবাসী হইতে একটী পয়সাও গ্রহণ করিতেছেন না। ইহা গ্রামবাসীদিগের পরম সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে, এবং তাঁহারা এই স্বদেশহিতৈষী পরম গুরুর নিকট চির কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ থাকিতে বাধ্য থাকিবেন। এইভাবে আমাদের গুরুদেবগণ যদি দয়া করিয়া বালক বালিকাগণকে ও আমাদিগকে শিক্ষা দিতেন, তাহা হইলে আমাদের

বালকবালিকাগণ ও গাথা, রচনা ইত্যাদি বলিতে পারিত এবং আমাদের মধ্যেও উপাসক উপাসিকা অবশ্য দেখিতে পাইতাম। যতদিন আমাদের স্ত্রী কন্যাগণ শিক্ষিতা হইবেন না, ততদিন আমাদের উন্নতি কোথায়? শৈশবকালে ছেলে মেয়েগণ মাতার নিকট যে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, সেই শিক্ষার দ্বারা ছেলে মেয়েদের চরিত্র গঠন হইয়া থাকে, যদি আমাদের স্ত্রীকন্যাগণ সুশিক্ষিতা হয়, তবে তাহাদের ছেলে নিশ্চয় সংসারে উন্নতি লাভ করিবে সন্দেহ নাই। আমি সকলকে সানুনয় অনুরোধ করিতেছি, আমরা যাহা হইবার হইয়াছি, ভবিষ্যতে যাহাতে আমাদের বংশধরগণ সংসারে খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারে, তাই চেষ্টা করুন। এখন আর মোহঘুমে থাকিবার সময় নয়, এখন মোহনিদ্রা পরিহার করিয়া জাগ্রত হউন। বর্ত্তমান সময় চতুর্দ্দিকে যেভাবে শিক্ষার স্রোত বহিতেছে, এই সময় যদি আমরা অলসভাবে বসিয়া থাকি, তাহা হইলে আমাদের উন্নতি লাভ করা সুদূরপরাহত।

অনন্তর সমিতির স্থায়ী সভাপতি শ্রীল শ্রীযুক্ত সুমঙ্গল ভিক্ষু সভাস্থ ভদ্রমহোদয়গণকে সম্বোধন করিয়া বলেন—"সমবেত সভ্যমণ্ডলি! অদ্য আমরা শাকপুরা গ্রামবাসিগণ, এই ধর্ম্মানন্দবিহারপ্রাঙ্গণে আমাদের অতিশয় গভীর শ্রদ্ধা ও ঐকান্তিক প্রীতির সহিত আপনাদিগকে স্বাগত অভ্যর্থনা করিতেছি। আপনারা যে এই ক্ষুদ্র সমিতির কাতর প্রার্থনা গ্রাহ্য করিয়াছেন এবং শারীরিক বহু ক্লেশ উপেক্ষা করতঃ এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র সমিতিতে উপস্থিত হইয়া আমাদের মনের অনির্ব্বচনীয় অভিলাষ পূর্ণ করিয়াছেন এবং আমাদিগকে গৌরবান্বিত ও সম্মানিত করিয়াছেন। তজ্জন্য আমাদের অগণ্য ধন্যবাদ ও প্রগাঢ় কৃতজ্ঞতা সাদরে গ্রহণ করুন। এই ধন্যবাদ শুধু লৌকিক ফাঁকা আওয়াজ নহে। ইহা আনন্দবিহ্বল অন্তঃকরণেরই ক্ষীণ প্রতিধ্বনি, ইহা হৃদিগত ঐকান্তিকতারই অস্পষ্ট স্ফুরণ।

মহোদয়গণ !

আপনাদিগকে যথোচিত সম্ভাষণ করিতে পারি এমন ক্ষমতা আমাদের নাই। তবে দয়াপরবশ হইয়া গ্রাম গ্রামান্তর হইতে যখন এই নিরতিশয় দরিদ্র সমিতিতে যোগ দেওয়ার জন্য উপস্থিত হইয়াছেন ; আশা করি আপনারা আমাদের যাবতীয় দোষ, অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি অসাবধানতাপ্রসূত ভুল স্বীয় উদারতাগুণে ক্ষমা করিয়া আমাদিগকে অনুগৃহীত করিবেন, ধর্ম্মাঙ্কুর বিহারের পুণ্যময়ী সুশীতল ছায়া এবং আপনাদের অমায়িক দয়াই আমাদের একমাত্র ভরসা, দয়ার চোখে শত অপরাধ ধর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত হয় না, আশা করি, এইরূপ প্রত্যেক বৎসর এই ক্ষুদ্র সমিতিতে যোগদান করিয়া আমাদের এই ক্ষুদ্রমতি বালকবালিকাদিগকে উপদেশ দানে বাধিত করিবেন।"

উপাসক ও উপাসিকাগণের কঠিন চীবর দান-উৎসব

২রা কার্ত্তিক, ১২৭৬ মগাব্দ।

আজ ধর্ম্মানন্দ বিহারে প্রাতঃকাল হইতে উপাসক উপাসিকা, দায়কদায়িকাগণ দলে দলে দীপ ধূপ, বিবিধ সুগন্ধি নানা উপাদেয় ফল ও অনেকপ্রকার খাদ্যদ্রব্য প্রভৃতি বুদ্ধপূজার যাবতীয় উপকরণসহ উপস্থিত হইয়া প্রথমতঃ ভগবান তথাগতের পূজা শেষ করেন। তৎপর সংকীর্ত্তন মাঙ্গলিক ধ্বনি ঢোল, কাংস ও করতালী ইত্যাদি কত শ্রুতিমধুর বাদ্যের নির্ঘোষে চতুর্দ্দিক প্রকম্পিত করিতেছিল। আজ প্রেমের আনন্দভক্তির স্রোত, ধর্ম্মের উচ্ছ্বাস, এই গুণত্রয়ের সম্মিলনে

সকলে হিংসাদ্বেষ ভুলিয়া পরস্পরের সহিত স্নেহালিঙ্গন করতঃ ধর্ম্মরস-সুধা পান করিবার জন্য লালায়িত হইয়া এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিতেছিলেন।

এই উৎসবের পূর্ব্বদিনে ৭।৮ জন ভিক্ষু ও পাঁচছয়জন শ্রামণেরদিগকে আমন্ত্রণ করিয়া আনা হয়, কারণ এই চীবর একদিবসে প্রস্তুত করিতে হয় (কাপড় ক্রয়, সেলাই, রংকরা) ও শেষে কর্ম্মবাক্য পাঠ করিয়া ভিক্ষুদিগকে দান করিতে হয়।

উক্তদিবসে কাপড় তৈয়ার করিয়া রাত্রি ১০ ঘটিকার সময় উপাসক উপাসিকা, ও বালক বালিকা প্রভৃতি প্রায় ৬০।৭০ জন লোক শ্বেত, লাল, কাল ও নীল প্রভৃতি নানা বর্ণের পতাকা উত্তোলন করতঃ সংকীর্ত্তন সহযোগে ভিক্ষুসংঘ সমভিব্যাহারে বোয়ালখালী নামক ক্ষুদ্র নদীতটে উপস্থিত হইয়া প্রথমতঃ মহাথেরো উপগুপ্ত স্থবির উদ্দেশ্যে কদলীবৃক্ষের বল্কল দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভেলা প্রস্তুত করতঃ তদুপরে তিন শ্রেণী প্রজ্বলিত মোমের বাতি স্থাপন করিয়া ক্রমান্বয়ে একটীর পর একটী নদীমধ্যে ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তখন সেই ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী কুলকুল নাদে লহরীমালা সহ ইহা বক্ষে ধারণ করিয়া পূর্ব্বাভিমুখে ধাবিত হইতে থাকে, তখন সেই ঘোর অমানিশার নৈশ অন্ধকার ভেদ করিয়া ক্ষুদ্র দীপশ্রেণী নক্ষত্রমালার ন্যায় পরিশোভিত হইয়া যখন মিটিমিটি আলো দান করিতে থাকে তখন উভয় তটস্থ দর্শকবৃন্দ আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া সকলে সমস্বরে বুদ্ধ-জয়ধ্বনিতে দিগ দিগান্তর আলোড়িত করিয়াছিলেন। দীপ দানের কার্য্য পরিসমাপ্ত হইলে উপস্থিত ভিক্ষুসংঘগণ তরণীতে আরোহণ করতঃ নদীর মধ্যভাগে উপস্থিত হইয়া, চীবর উদ্দেশ্যে যখন সুমধুর স্বরে কর্ম্মবাক্য পাঠ করেন, তখন তাঁহাদের মুখনিঃসৃত মধুর ধ্বনিতে উভয় পার্শ্বের যাবতীয় সুষুপ্ত প্রাণী জাগ্রত হইয়া সেই ধর্ম্মমিশ্রিত অমিয় ধ্বনি একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করিতেছিল, এই সমস্ত যাবতীয় উৎসব কার্য্য সম্পন্ন করিয়া পুনঃ সংকীর্ত্তন সহকারে বিহারে উপস্থিত হইলে, সমাগত

লোকজন দিগকে প্রচুর পরিমাণে নানা রকমের মিঠাই দান করা হয়। তৎপরদিন আবার ভিক্ষুসংঘদিগকে পিণ্ডদান সমস্ত যাবতীয় উৎসব করা হলে সকলে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করেন। ধর্ম্মপরায়ণ উপাসক বাবু অভিমন্যু ও ধর্ম্মপ্রাণা উপাসিকা শ্রীমতী যুবরাজের মাতার উৎসাহে ও প্রযত্নে এই মহৎ উৎসব-কার্য্য সমাধা করা হইয়াছিল। আমরা এইজন্য অন্তরের সহিত ভগবান তথাগতের সমীপে তাঁহাদের দীর্ঘায়ু কামনা করি।

দ্বিতীয় অধিবেশন

বৈশাখী-পূর্ণিমোৎসব

১৪ই জ্যৈষ্ঠ ১৯১৫ খৃষ্টাব্দ।

অদ্য রাত্রি ১০ ঘটিকার সময় ধর্ম্মানন্দ বিহার প্রাঙ্গনে সমারোহের সহিত বৈশাখী-পূর্ণিমা-উৎসব সুসম্পন্ন হয়। উক্ত সমিতির স্থায়ী সভাপতি শ্রীযুক্ত সুমঙ্গল ভিক্ষু সভার আসন গ্রহণ করতঃ বৈশাখী পূর্ণিমার বিশেষ উপকারিতা সকলকে বুঝাইয়া দিয়া এক সুন্দর বক্তৃতা করেন। তৎপর বাবু নীলকমল বড়ুয়া, বাবু অভিমন্যু বড়ুয়া ও বাবু নগেন্দ্রনাথ বড়ুয়া প্রভৃতি বক্তৃগণ নীতিপূর্ণ বিষয়ক বক্তৃতা করেন। গ্রামবাসীগণ সোৎসাহে উৎসব কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

———

তৃতীয় অধিবেশন

বৌদ্ধকুলতিলক ধর্ম্মাঙ্কুর সভার সভাপতি আচার্য্য— শ্রীমৎ কৃপাশরণ মহাস্থবির মহোদয়ের জন্মোৎসব

৭ই আষাঢ়, ২২শে জুন, ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ।

অদ্য ৭ই আষাঢ় রাত্রি ৮॥ ঘটিকার সময় শাকপুরা ধর্ম্মানন্দ বিহার-প্রাঙ্গনে আচার্য্য শ্রীমৎ কৃপাশরণ মহাস্থবির মহোদয়ের ৫১তম জন্মোৎসব অতি সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হয়। আজ উপাসক, উপাসিকা ও অনেক নরনারী বিহারে উপস্থিত হইয়া নানাবর্ণের পুষ্প, ধূপ, দীপ দানে বুদ্ধপূজা, শীল গ্রহণ ও ধর্ম্ম শ্রবণ করতঃ অর্জ্জিত পুণ্য মহাস্থবির মহোদয়ের উদ্দেশ্যে অর্পণ করিয়া ভগবান তথাগতের শ্রীচরণে তাঁহার অনাময় দীর্ঘায়ু কামনা করেন। তৎপর রাত্রি ১০ ঘটিকার সময় সকলের অনুমতি ক্রমে নয়াপাড়া ধনঞ্জয় বিহারাধ্যক্ষ শ্রীমৎ ধর্ম্মজ্যোতিঃ মহাস্থবির মহোদয়কে সভাপতি পদে বরণ করা হইলে, পরে সভাপতি মহোদয়, বাবু অভিমন্যু বড়ুয়া লোকাচার্য্য, বাবু বুদ্ধনন্দন বড়ুয়া, বাবু নগেন্দ্রনাথ বড়ুয়া ও বাবু নীলকমল বড়ুয়া প্রভৃতি বক্তৃগণ শ্রীমৎ কৃপাশরণ মহাস্থবির মহোদয়ের অশেষ গুণাবলী বর্ণন করিয়া সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। অনন্তর সমিতির স্থায়ী সভাপতি শ্রীযুক্ত সুমঙ্গল ভিক্ষু মহোদয় বলেন:—শ্রীমৎ কৃপাশরণ মহাস্থবির ও জ্ঞানরত্ন কবিধ্বজ শ্রীমৎ গুণালঙ্কার মহাস্থবির এম, আর,এ,এস্ মহোদয়গণের গুণাবলী আমার এই ক্ষুদ্র জ্ঞানে সমালোচনা করা অক্ষম, কারণ তাঁহারা এই পর্য্যন্ত আমাদের এই ক্ষুদ্র সমিতিতে যতদূর সাহায্য করিয়া আসিতেছেন, ইহার মধ্যে ২।১ দুই একটী বিষয় আপনাদিগকে

জানাইতেছি, শ্রীমৎ কৃপাশরণ মহাস্থবির প্রথমতঃ সমিতিতে এককালীন ২৲ দুই টাকা ও ১৯১১ ইংরেজীতে বিনাব্যয়ে কার্য্য-বিবরণী ছাপান খরচ স্বরূপ ৫৲ পাঁচ টাকা দান করিয়াছেন এবং জ্ঞানরত্ন কবিধ্বজ শ্রীমৎ গুণালঙ্কার মহাস্থবির এম্,আর্,এ,এস মহোদয় একটী টাইমপিস্ ঘড়ী ও সমিতি গঠিত হইয়াছে পর্য্যন্ত বিনামূল্যে বৌদ্ধদিগের সুবিখ্যাত "জগজ্জ্যোতি" নামক মাসিক পত্র দান করিয়া আসিতেছেন, তিনি আরও প্রতিশ্রুত হইয়াছেন যে বৌদ্ধধর্ম্মাঙ্কুর সভা কর্ত্তৃক যে সমস্ত গ্রন্থ প্রকাশিত হইবে, সেই সমস্ত পুস্তক বিনামূল্যে সমিতিতে প্রদান করিবেন। তাঁহাদের অশেষ গুণ ব্যাখ্যা করিলে পর উপাসিকা শ্রীমতী যুবরাজের মাতা উপস্থিত নরনারীদিগকে চা, লুচী, মিঠাই দান করেন। অনন্তর রাত্রি ১২টাব সময় সভাভঙ্গ করা হয়।

শাকপুরা বৌদ্ধবালক সমিতির পৃষ্ঠপোষক।

শ্রীল শ্রীযুক্ত রামধন মহাস্থবির পাঁচরিয়া বিহার।

শ্রীমৎ কৃপাশরণ মহাস্থবির, কলিকাতা বৌদ্ধধর্ম্মাঙ্কুর বিহার,

জ্ঞানরত্ন কবিধ্বজ শ্রীমৎ গুণালঙ্কার মহাস্থবির এম্,আর্, এ,এস্
বৌদ্ধধর্ম্মাঙ্কুর বিহার কলিকাতা।

শ্রীল শ্রীযুক্ত ধর্ম্মজ্যোতি মহাস্থবির
চট্টগ্রাম নয়াপাড়া বিহার,

শ্রীযুক্ত বাবু বেণীমাধব বড়ুয়া এম্ এ,
পাহাড় তলী, চট্টগ্রাম, (লণ্ডন)

সভাপতি—শ্রীযুক্ত সুমঙ্গল ভিক্ষু
শাকপুরা ধর্ম্মানন্দ বিহার চট্টগ্রাম,

সহযোগী সম্পাদক—শ্রীঅর্পণাচরণ বড়ুয়া

কার্য্যাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত বাবু অপর্ণা চরণ বড়ুয়া একাউন্টেন্ট—শ্রীযুক্ত বাবু বুদ্ধ নন্দন বড়ুয়া, বাবু নীলকমল বড়ুয়া ও বাবু নগেন্দ্র নাথ বড়ুয়া

কমিটির মেম্বরগণ

শ্রীযুক্ত ইন্দ্রসর মহাস্থবির
জগজ্জ্যোতি বিহার, পিঙ্গলা চট্টগ্রাম।

শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র কবিরাজ,
" " লাল মোহন বড়ুয়া,
" " মহিমচন্দ্র বড়ুয়া কেরানী
" " অভিমন্যু বড়ুয়া
" " রাম দয়াল বড়ুয়া,
" " রাজ মণি বড়ুয়া,
" " রাম কুমার বড়ুয়া
" " অভিমন্যু বড়ুয়া লোকাচার্য্য,
" " হরিধন বড়ুয়া.

মেম্বরগণ

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র লাল ভিক্ষু, কর্ত্তালা লক্ষ্মী বিহার, চট্টগ্রাম।
" বিমল বিহারী ভিক্ষু
বৈদ্যপাড়া (বর্ত্তমান শাকপুরা লাল চাঁদ বিহার) চট্টগ্রাম।
" জ্ঞানদীপ ভিক্ষু জন্মস্থান
ইদলপুর "
" জ্ঞান বিধু ভিক্ষু, ছনদারিয়া-বিহার। "
শ্রীযুক্ত বাবু নবরাজ বড়ুয়া

শ্রীযুক্ত বাবু ত্রিপুরা চরণ বড়ুয়া,
" " বিপিন চন্দ্র বড়ুয়া কম্পাউণ্ডার
" " যুবরাজ বড়ুয়া,
" " রমণী মোহন বড়ুয়া
" " অধীনচন্দ্র বড়ুয়া
" " মনমোহন বড়ুয়া
" " গগন চন্দ্র বড়ুয়া, বাড়ী ওয়ালা,
শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্র লাল বড়ুয়া সরকার,
সাকিম জুলদা।
" " বীরেন্দ্র লাল বড়ুয়া
প্রেমলাল বড়ুয়া
সদাগর
লক্ষীন্দর বড়ুয়া শাকপুর

শাকপুরা বৌদ্ধবালক সমিতির ৭ম বার্ষিক আয় ব্যয়ের হিসাব।

জমা—

মেম্বরগণ প্রদত্ত—	৩৲
বিহার ফণ্ড—	৫৲
মৃত্যুফণ্ড—	১।৵০
এক কালীন চাঁদা—	১॥০
দৈনিক মুষ্টিভিক্ষা—	২৭৲
পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের জমা	৭৲
মোট জমা—	৪৪৸৵০

মোট জমা—	৪৪৸৵০
মোট খরচ—	২১।/০
মোট—	২৩॥/০

২৩॥/০ সভাপতি শ্রীল শ্রীযুক্ত সুমঙ্গল ভিক্ষুর নিকট জমা রহিল।

খরচ—

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ও বর্ত্তমান বর্ষে	
কার্য্য বিবরণী ছাপান—	১৫
সভার গত বৎসরের এবৎসরের যাবতীয় খরচ—	৬।/০
মোট খরচ—	২১।/০

আবাহন-গীতি *

আয়রে আয় ভাই ভগিনী
ধরম শুন্‌তে যাই,
শুন্‌লে পরে মধুর বাণী
পরমানন্দ পাই।
ধরম নীতি মধুর অতি
জুড়াইবে প্রাণ ;
আয় সকলে পরাণ খু'লে
করি বুদ্ধ-গান।
পশুপাখী সব হবে নীরব
শুন্‌বে তুলে কান।
আর কি রবে হিংসা বিদ্বেষ
শুন্‌লে প্রেমের গান ?
আমরা আজি এমন দিনে
ভাই ভগিনী মিলি,
(মোদের) হিংসা বিদ্বেষ পর ভেদাভেদ
সব যাইগো ভুলি।
কারো প্রাণে ব্যথা দিব না
প্রাণে লাগে ভাই,
সব জীবের প্রাণ একই সমান
প্রাণে মেরনা তাই।

শ্রীগজেন্দ্রলাল চৌধুরী।

---

* ধর্ম্মাঙ্কুর সভায় কোন অধিবেশনবিশেষে "কৃপাশরণ ফ্রি ইনষ্টিটিউসনের" ছাত্রগণ কর্ত্তৃক সুরলয়ে নিম্নলিখিত সঙ্গীত সমূহ গীত হয় :—

গান

হবে না জনম আমার

দুঃখের জনম শেষ করেছি

জরা ব্যাধি মৃত্যুকে আজ

সাধনাতে জয় করেছি।

এ ভবের মায়ায় মজে

রঙ্গমঞ্চে সং সেজে

কতবার এসে গিয়ে দুঃখ আমি

ঢের সহেছি।

আর্য্য সত্য তত্ত্ব করি

অষ্টমার্গ অনুসরি

দানশীলের তরি নিয়ে ভবসাগর

পার হয়েছি।

শ্রীগজেন্দ্রলাল চৌধুরী।

গান

(তুমি) গাহিতে কহিলে আমারে
কি গাব দিলেনা কহিয়া,
(তাই) মুগ্ধ নয়নে তোমারি আননে
নীরবে রহিনু চাহিয়া।

স্তব্ধ নিঝুম-স্তব্ধ নীরব,
শব্দ মুখর ধরণী,
স্বপ্নে আমার কণ্ঠে জাগিল
কাহার অজানা রাগিণী!

(আমি) জানিনা আবেশে মাতিয়া
(ওগো) কখন উঠেছি গাহিয়া,—
(আমি) ছিনু যে আপনা ভুলিয়া!
(তুমি) গাহিতে কহিলে আমারে
কি গাব' দিলেনা কহিয়া।

(তুমি) মজিবে কি-না-তা' জেনেও জানিনি
(তুমি) ভু'লবে কি-না-তা' ভুলেও ভাবিনি,-
(জেনো) এগান, এতান নহেক' আমার—
এসেছে স্বপনে ভাসিয়া।
(তুমি) গাহিতে কহিলে আমারে
কি গাব দিলেনা কহিয়া!

শ্রীনরেন্দ্র নাথ ঘোষ

পরপারে

যদি পর-পারে যাবে।
এখন হতে সাধ্যমত চেষ্টা কর তবে।
আর কতদিন মোহ ঘোরে,
থাকবে তুমি বিভোর হয়ে,
এখন থেকে হও সাবধান, নইলে শেষে
ভাবতে হবে॥
ওই খেয়া ঘাটে বাঁধা তরী,
এখন হতে দাঁড়ে পাড়,
শ্রীকৃষ্ণ হইবেন কাণ্ডারি, ঘোর তরঙ্গে ভয় না রবে।

শ্রীসর্ব্বানন্দ বড়ুয়া।

গান

হের এই ত সংসার
কর জ্ঞানের সাধনা ভবে কেহ নহে কার।
ভালবাস যারে
বাসে না তোমারে,
কাঁদিয়া পাইবে যাতনা অপার।
ঐ প্রাণপুত্র
প্রাণের কলত্র
ভাব যারে নিত্য, তারা কি তোমার?

বন্ধু ভেবে যারে
সপ মন প্রাণ
সেই খোঁজে তব ছিদ্রের সন্ধান,
শুধু স্বার্থে অন্ধ (সবে) এ ভবমাঝার।
ধন যৌবন থাকিবে তোমার
বশে তব রবে পুত্র পরিবার ;
ধন হারা হ'লে ছাড়িবে তোমারে
দেখিবে না তোমায়, চাহিয়া আর ;
(তারা) ভালবাসে ধন
বাসেনা তোমারে
ধন সাথে থাকে, পূজিবে তোমাকে
(তবে) তুমিই বিধাতা জীবন সবার।
হে মুগ্ধ মানব ভোজবাজী সব
বৃথা ধনমান বুদ্বুদ সমান
পরিণামে শান্তি দিবে না তোমার।

শ্রীগজেন্দ্রলাল চৌধুরী

গান

বিদ্যার আগারে যশের মন্দিরে
ওহে ভারতের সুসন্তান !
অজ্ঞান বালকে জ্ঞানবারি দানে
আজি জুড়াও তৃষিত প্রাণ।

তোমরা আজি বড় কৃপাবান
বালক আমরা অতীব অজ্ঞান ;
এসেছি এথা দিতে উপহার
ল'ও ভক্তি প্রী'ত দান।

শ্রীগজেন্দ্রলাল চৌধুরী

স্তুতিগান

তুমি নাথ ভবার্ণব কর্ণধার,
তুমি বিশ্বনাথ তুমি দুঃখ হর।
জীব দুঃখ স্মরি কত ক্লেশ মনে,
সুখরাজ্য তেয়াগিলে তুচ্ছ জ্ঞানে।
জন্ম জন্মান্তর শুধু দুঃখ তরে,
হ'ল দুঃখ অন্ত বড় বর্ষ পরে।
লভিয়া সেই নির্ব্বাণ রত্নধনে,
উদ্ধারিলে কত নর দেবগণে।
তুমি করুণা নিদান করুণা নিদান
সুমতি দাও প্রভু কর ত্রাণ।
ভজন পূজন মোরা নাহি জানি,
ভকতি কুসুমে পূজি পাদুখানি।

শ্রীগজেন্দ্রলাল চৌধুরী

গান

ধরা ভাসিল প্রেমালোকে,
হাসিছে সৌদামিনী নাচিয়া পুলকে
বুদ্ধ ধর্ম্ম সংঘ বল নাচিয়া পুলকে
পুণ্যদা পূর্ণিমা তিথি, নির্ব্বাণ ধরম নীতি
হিংসা দ্বেষ ভেদনীতি পুড়িবে পাবকে।

শ্রীগজেন্দ্রলাল চৌধুরী

স্তুতিগান *

হে প্রভো!
কোন পুণ্যফলে
কি সাধনা বলে,
পেয়েছি তোমারে আজি মানব-জনমে;
তোমার কৃপায়
পাপী শান্তি পায়,
হে কৃপাশরণ! তোমার কৃপার শরণে।
এ সৌধ বিশাল
ধরম আগার
ঘোষিছে তোমার অমর কীর্ত্তি ভারতে;

---

* ধর্ম্মাঙ্কুর সভার বিশেষ অধিবেশনে 'কৃপাশরণ ফ্রি ইনষ্টিটিউসনের' ছাত্রগণ কর্ত্তৃক গীত হয়।

তোমা হেন বীর
সুকর্ম্মে সুধীর,
পাইনা খুঁজিয়া সারা এ মর জগতে।
ধর্ম্মার্থী বিদ্যার্থী
সাধু পরমার্থী
কত অর্থী লভে শান্তি তব পদতলে ;
পারমী পূরিতে
এসেছ ভারতে
মনে পড়ে সদা, তুমি বোধিসত্ত্ব ব'লে।
গুণিগণ যত
তব অনুগত
সুধীজন অবিরত বাখানে তোমারে ;
তুমি বীর্য্যবান,
পুরুষ প্রধান,
ইন্দ্রিয়বিজয়ী তুমি এ ঘোর সময়ে।
সম্বুদ্ধের বরে
সে কুশী নগরে,
পান্থশালা কত গাহিছে সুযশ তব !
জেতবনে তব
কীর্ত্তি অভিনব
গয়া লক্ষ্ণৌ চট্টলের আর কত কব।
মোদের কোন পুণ্য ফলে
কি সাধনা বলে,
আসিয়াছ তুমি প্রভো ! এ মহা নগরে
করি প্রণিপাত
জুড়ি দুই হাত,
আশিস্ করহ আজি, এই বালকেরে।

শ্রীগজেন্দ্র লাল চৌধুরী

শুভযাত্রা

বিশ্ব ঘুমে নিরবিলি
নাহি শব্দ সারা ;
শুদ্ধ শিশির, শীতল শিশির,
স্নিগ্ধ করেছে ধরা।
যে চিন্তা-নাটক পড়িয়া কেটেছে
কত বিনিদ্র দীর্ঘ রজনী ;
তার পরিশিষ্ট আজ দাঁড়াল সম্মুখে
ভয়াবহ—মূর্ত্তি সংহারিণী।
"আমি কে নগণ্য, কে আছে আমার,
ঘুরে আমি কেন বা হেথায়
আসি যদি—কেন এসে ব্যাধি জরা
মৃত্যু কেন ঘুরে পায় পায়"।
ভাঙ্গিল মায়ার স্বপ্ন,
ভাবিল গৌতম—
এই চারু রম্য হর্ম্ম্য সৌধ নিকেতন,
রমণীয় এ জগের যত কিছু সব,
বিলাসের রঙ্গভূমি প্রমোদ কানন,
প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা, সম্পদ, বৈভব,
বাঞ্ছা, তৃষ্ণা, আকিঞ্চন, লোভ, অনুরাগ,
বাসনা, কামনা, আশা, ভোগ অভিলাষ,
পিতার আদর অভ্র মাতার সোহাগ,
পত্নীর আনন্দরূপ শুধ মহাপাশ।

সিমলা শাখা

মর্ম্ম বুঝি—

নিশীথে ত্যজিল গৃহ সিদ্ধার্থ মহান,

খুঁজিতে অনিত্যে নিত্য কোথায় নির্ব্বাণ।

শ্রীবিমল বিনোদ বড়ুয়া।

স্তুতিগান

কোন স্বরগের জ্যোতিঃ।

উদিল দিগন্ত ভাতি,

বঙ্গের আকাশে আজি উজল বরণে।

গুণ যার অলঙ্কার,

জ্ঞানে যার অধিকার

তাঁহার নিস্বার্থ ব্রত জীবনে মরণে।

গুণালঙ্কার! লোক শিক্ষা তরে যত

করিতেছ প্রাণপাত

পরিশ্রম অবিরত, সদ্ধর্ম্ম প্রচারে;

বহিতেছে অনিবার

স্রোত গঙ্গা যমুনার

সম্মিলিত ধারা দুই, এই ধর্ম্মাঙ্কুরে।

'ধর্ম্মাঙ্কুর' 'জগজ্জ্যোতিঃ'

এ দুই অমর কীর্ত্তি,

তোমাদের এই স্মৃতি মানস মন্দিরে;

মানস কুসুমে আজি
ভকতিতে ও পদ পূজি
জ্ঞান চক্ষু দান কর আমরা সবারে।

শ্রীগজেন্দ্রলাল চৌধুরী।

ত্রুটী স্বীকার।—আমরা দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, কৈঁয়াগর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু বীরভদ্র বড়ুয়া মহাশয় আমাদের সভার মেম্বর পদে নিযুক্ত থাকিয়া সভার হিতসাধন করিয়া আসিতেছেন। ভুল ক্রমে এবৎসরের বার্ষিক কার্য্যবিবরণীতে মেম্বরের নামের স্থলে তাঁহার নাম মুদ্রিত হয় নাই। তজ্জন্য আমরা দুঃখিত।